সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩

বাংলাদেশ গেজেট
অতিরিক্ত সংখ্যা
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ
ঢাকা, ১২ জুন, ২০১৩/২৯ জৈষ্ঠ, ১৪২০

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ১২ জুন, ২০১৩, (২৯ জ্যৈষ্ঠ, ১৪২০) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ--

২০১৩ সনের ২২ নং আইন

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর অধিকতর সংশোধনকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যসমূহ পুরণকল্পে সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নম্বর আইন) এর অধিকতর সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্‌দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ--

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।-- এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী (সংশোধন) আইন, ২০১৩ নামে অভিহিত হইবে।

২। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১ এর সংশোধন**।--সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন), অতঃপর উক্ত আইন বলিয়া উল্লিখিত, এর ধারা ১ এর উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ--

"(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহা প্রয়োগ হইবে, এবং যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, বাংলাদেশে নিবন্ধিত জাহাজ বা বিমানে অবস্থানকারীর ক্ষেত্রেও, ইহা প্রযোজ্য হইবে"।

৩। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ২ এর সংশোধন**।---উক্ত আইনের ধারা ২ এর--

(ক) দফা (৩) এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন দফা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

" (৩ক) 'কনভেনশন' অর্থ বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক যথাযথভাবে অনুসমর্থিত জাতিসংঘ কনভেনশন, ট্রিটি ও প্রটোকলসমূহ, যাহা এই আইনের তফসিল ১ এ অন্তর্ভূক্ত করা হইয়াছে, এবং বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সময় সময় তফসিল ১ এ অন্তর্ভূক্ত হইতে পারে এইরূপ জাতিসংঘ কনভেনশন, ট্রিটি ও প্রটোকর;";

(খ) দফা (১১) এর পর মিনরূপ একটি নতুন দফা (১১ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"(১১ক) 'বিদেশী নাগরিক' অর্থ Foreigners Act, 1946 (Act No XXX1 of 1946) secion এর 2 (a) তে সজ্ঞায়িত 'foreigner';";

(গ) দফা (১৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (১৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ---

"(১৪) 'সম্পত্তি' অর্থ দেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে অবস্থিত---

অ) কোন বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন প্রকৃতির তহবিল বা সম্পত্তি, উহা যে ভাবেই অর্জিত হউক না কেন, এবং ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ যে কোন ধরণের আইনি দলিল বা ইনস্ট্রুমেন্ট যাহা উক্ত তহবিল বা সম্পদের মালিকানা সত্ব বা মালিকানা সত্বের স্বার্থ নির্দেশ করে, এবং উক্ত তহবিল বা সম্পদ হইতে প্রাপ্ত বা উদ্ভুত কোন মুনাফা, ডিভিডেন্ড বা অন্য কোন আয় বা মূল্যও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(আ) নগদ অর্থ বা স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান যে কোন প্রকৃতির আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎস, উহা যে ভাবেই অর্জিত হউক না কেন, এবং ইলেকট্রনিক বা ডিজিটালসহ যে কোন ধরণের আইনি দলিল বা ইন্সট্রুমেন্ট যাহা উক্ত তহবিল বা অন্যান্য সম্পদের মালিকানা সত্ব বা মালিকানা স্বত্বের স্বার্থ নির্দেশ করে এবং ব্যাংক ক্রেডিট, ট্রাভেলার্স চেক, ব্যাংক চেক, মানি অর্ডার, শেয়ার সিকিউরিটি, বন্ড, ড্রাফ্‌ট বা ঋণপত্র এবং উক্ত তহবিল বা সম্পদ হইতে উদ্ভুত বা সৃষ্ট কোন মুনাফা, ডিভিডেন্ড বা অন্য কোন আয় বা মূল্য ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে, তবে উহাতে সীমাবদ্ধ করিবে না;"

(ঘ) দফা (১৪) এর পর নিম্নরূপ ছয়টি নতুন দফা যথাক্রমে (১৪ক), (১৪খ), (১৪গ) ও (১৪ঘ) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:-

"(১৪ক) 'সন্ত্রাসী ব্যক্তি' অর্থ কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) যিনি ধারা ৬(১), ১০,১১, ১২ বা ১৩ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন;

(১৪খ) 'সন্ত্রাসী সত্তা' অর্থ তফসিল-২ এ উল্লিখিত কোন সত্তা বা এই আইনের ধারা ৬(১), ১০, ১১, ১২ বা ১৩ এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করে এইরূপ কোন সত্তা;

(১৪গ) 'সন্ত্রাসী সম্পত্তি' অর্থ এইরূপ কোন সম্পত্তি যাহা--

(অ) এই আইনের অধীন কোন সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন বা কোন বিদেশী রাষ্ট্রের আইনের অধীন অনুরূপ সমশ্রেণীর অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে বা হইতেছে, বা হইবার অভিপ্রায় রহিয়াছে;

(আ) কোন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত;

(ই) কোন সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উদ্ভূত বা অর্জিত;

(ঈ) সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে অথবা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তাকে সমর্থনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিবার অভিপ্রায়ে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যে কোন উপায়ে সংগৃহীত হইয়াছে;

(উ) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তার মালিকাধীন নিয়ন্ত্রণাধীন এবং কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তার পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কাজ করে এইরূপ ব্যক্তি বা সত্তার সম্পত্তিসহ অনুরূপ ব্যক্তি ও সহযোগী ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন বা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণাধীন সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত বা সৃষ্ট তহবিল;

১৪(ঘ) 'সমবায় সমিতি' অর্থ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর অধীন অনুমোদিত ও নিবন্ধিত কোন প্রতিষ্ঠান;";

(ঙ) দফা (১৬) এর উপ-দফা (২) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-দফা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:---

"(২)যেই লেনদেন সম্পর্কে এইরূপ ধারণা হয় যে, --

(ক) উহা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ হইতে উদ্ভূত;

(খ) উহা কোন সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তাকে অর্থায়নের সহিত সম্পর্কযুক্ত;";

(চ) দফা (২৪) এ উল্লিখিত 'সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি এবং বন্ধনি বিলুপ্ত হইবে;

(ছ) দফা (২৫) এ উল্লিখিত '২০০৯' সংখ্যাটির পরিবর্তে '২০১২' সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(জ) দফা (৩০) এ উল্লিখিত "গোষ্ঠীর" শব্দটির পরিবর্তে "জনগোষ্ঠীর" শব্দটি প্রস্থাপিত হইবে;

৪। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৫ এর সংশোধন**।---উক্ত আইনের ধারা ৫ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:---

"(৩) যদি কোন ব্যক্তি কোন বিদেশী রাষ্ট্রে অপরাধ সংঘটন করিয়া বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে, যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া গন্য হইবে এবং যদি তাহাকে উক্ত অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন কোন বিদেশী রাষ্ট্রে বহিসমর্পণ করা না যায়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে'।"।

৫। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৬ এর প্রতিস্থাপনঅ**--উক্ত আইনের ধারা ৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ---

৬। **সন্ত্রাসী কার্য**।--(১) যদি কোন ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক---

(ক) বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে?

(অ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক, আটক বা অপহরণ করে বা করিবার প্রচেষ্ট গ্রহণ করে; অথবা

(আ) অন্য কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর জখম, আটক বা অপহরণ করার জন্য অপর কোন ব্যক্তিকে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(ই) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করে বা করিবার প্রচেষ্ট গ্রহণ করে; অতবা

(ঈ) অন্য কোন ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোন সম্পত্তির ক্ষতি সাধন করিবার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা

(উ) উপ-দফা (অ), (আ), (ই) বা (ঈ) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বা নিজ দখলে রাখে;

(খ) অন্য কোন রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিঘ্নিত বা উহার সম্পত্তি বিনষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে দফা(ক) এর উপ-দফা(অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের প্রচেষ্টা করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(গ) কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিবার জন্য দফা (ক) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ই), (ঈ) বা (উ) এর অনুরূপ কোন অপরাধ সংঘটন করে বা সংঘটনের উদ্যোগ গ্রহণ করে বা উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য প্ররোচিত, ষড়যন্ত্র বা সহায়তা করে;

(ঘ) জ্ঞাতসারে কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি ব্যবহার করে বা অধিকারে রাখে;

(ঙ) এই আইনের তফসিল-১ এ অন্তর্ভূক্ত জাতিসংঘ কনভেনশনে বর্ণিত কোন অপরাধ করিতে সহায়তা, প্ররোচিত বা ষড়ডন্ত্র করে বা সংঘটন করে বা সংঘটন করিবার চেষ্টা করে;

(চ) কোন সশস্ত্র সংঘাতময় দ্বন্দ্বের বৈরি পরিস্থিতিতে (hostilities in a situation of armed conflict) সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন নাই এইরূপ কোন বেসামরিক, কিংবা অন্য কোন ব্যক্তির মৃত্যু ঘটাইবার বা মারাত্মক শারীরিক জখম ঘটাইবার অভিপ্রায়ে এইরূপ কোন কার্য করে, যাহার উদ্দেশ্য, উহার প্রকৃতিগত বা ব্যাপ্তি কারণে, কোন জনগোষ্টীকে ভীতি প্রদর্শন বা অন্য কোন সরকার বা রাষ্ট্র বা কোন আন্তর্জাতিক সংস্থাকে কোন কার্য করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক "সন্ত্রাসী কার্য" সংঘটনের অপরাধ করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (ক) এর--

(অ) উপ-দফা (অ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে;

(আ) উপ-দপা (আ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে ইক্ত অপরাধের নির্ধারিত শাস্তি যদি মৃত্যুদন্ড হয় সেইক্ষেত্রে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(ই) উপ-দফা (ই) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবে;

(ঈ) উপ-দফা (ঈ) এর অধীন কোন অপরাধ সঙগঠন করেন তাহা হইলে অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন;

(উ) উপ-দফা (উ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হইবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা বিদেশী নাগরিক উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ), (ঘ), (ঙ) বা (চ) এর অধীন কোন অপরাধ সংঘটন করেন তাহা হইলে তিনি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড এবং অর্থদন্ড দন্ডিত হইবেন।

(৪) যদি কোন সত্তা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করে, তাহা হইলে---

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত ?অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দিনগুণ পরিমাণ অর্থ বা ৫০(পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যানম ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হোক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০(বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুণ পরিমান অর্থ বা ২০(বিশ) লক্ষ টাকা,দ যাহা অথিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সবাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন ।; ।

৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৭ এর প্রতিস্থাপন।--উক্ত আইনের ধারা ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ--

৭। সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধ।---(১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা স্বেচ্ছায়, বৈধ বা অবৈধ উৎস হইত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন ভাবে এই অভিপ্রায়ে অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি সরবরাহ, গ্রহণ, সংগ্রহ বা উহার এইরূপ ব্যবস্থা করে যে, উহার সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ--

(ক) সন্ত্রাসী কার্য পরিচালনায় ব্যবহৃত হইবে; বা

(খ) সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক যে কোন উদ্দেশ্যে ব্যবতৃত হইবে, অথবা ব্যবহৃত হইতে পারে মমে জ্ঞাতে থাকে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত অপরাধে দোষী সাব্যস্তকরণের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অর্থ, সেবা বা অন্য যে কোন সম্পত্তি প্রকৃতই কোন সন্ত্রাসী কার্য সম্পাদনের বা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা সন্ত্রাসী কার্য সম্পদনের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে কিনা বা কোন সুনির্দিষ্ট সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত ছিল কিনা, উহার উপর নির্ভর করিবে না।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা(১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনূর্ধ্ব ২০(বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুন পরিমাণ অর্থ বা ১০(দশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে।

(৪) যদি কোন সত্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহা হইলে-

(ক) উক্ত সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাইবে এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির মূল্যের দিনগুন পরিমান অর্থ বা ৫০(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে; এবং

(খ) উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হোক না কেন, অনূর্ধ্ব ২০(বিশ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবন এবং উহার অতিরিক্ত উক্ত অপরাধের সহিত সম্পৃক্ত সম্পত্তির দ্বিগুণ পরিমান অর্থ বা ২০(বিশ) লক্ষ টাকা, যাহা অধিক, অর্থদন্ড আরোপ করা যাইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

৭।২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৮ এর সংশোধন।-- উক্ত আইনের ধারা ৮ এর--

(ক) উপাত্ত টিকায় উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) মূল অংশে উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৮। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৯ এর সংশোধন।-- । --- উক্ত আইনের ধারা ৯ এর---

(ক) উপাত্ত টিকায় উল্লিখিত 'সংগঠন' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-ধারা (১) এ দুইবার উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে উক্ত স্থানে 'সত্তাকে' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'সংগঠনের' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তার' শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে।

৯। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১০ এর সংশোধন।-- উক্ত আইনের ধারা ১০ এ উল্লিখিত 'এই আইনের অধীন অপরা অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করেন, তাহা হইলে' শব্দগুলি ও কমার পর 'তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে এবং 'পাঁচ' শব্দটির পরিবর্তে "৪(চার)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১০। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১১ এর প্রতিস্থাপনঅ--উক্ত আইনের ধারা ১১ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১১ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ---

" ১১। **অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার (attempt) শাস্তি।**- যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টা করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য কোন নামে অভিহিত হোক না কেন, উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই- তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১৪ (চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড, এবং উহার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।"।

১১। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১২ এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১২ প্রতিস্থপিত হইবে, যথাঃ-

"১২। অপরাধ সংঘটনের সাহায্য ও সহায়তার (aid and abetment) শাস্তি।-যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে-

(ক) সাহায্য বা সহায়তা করে; বা

(খ) সহায়তাকারী হিসাবে (as an accomplice) অংশগ্রহণ করে; বা

(গ) অন্যদেরকে সংগঠিত বা পরিচালনা করে; বা

(ঘ) অবদান রাখে;

তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি উক্ত সত্তার প্রধান, তিনি চেয়ারম্যান, ব্যবস্তাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য যে কোন নামে অভিহিত হোক না কেন, উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই-তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে অথবা অর্থদন্ডে অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের শাস্তি হইবে যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব ১৪(চৌদ্দ) বৎসর ও অন্যূন ৪(চার) বৎসরের সশ্রম কারাদন্ড, এবং উহার অতিরিক্ত সংশ্লিষ্ট সত্তার বিরুদ্ধে ধারা ১৮ অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

১২। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৩ এর সংশোধন।-উক্ত আইনের ধারা ১৩ এ উল্লিরখিত 'সংগঠনকে' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তাকে' শব্দটি, 'সংগঠন' শব্দটির পরিবর্তে 'সত্তা' শব্দটি এবং 'পাঁচ' শব্দটির পরিবর্তে "৪(চার)" শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৩। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৪ এর সংশোধন।-উক্ত আইনের ধারা ১৪ এর-

(ক) উপান্ত টীকায় উল্লিখিত "অপরাধীকে আশ্রয় প্রদান" শব্দগুলির পরিবর্তে "অপরাধীকে আশ্রয় প্রদানের শাস্তি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে; এবং

(খ) উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথাঃ-

"(৩) যেক্ষেত্রে কোন সত্তা কর্তৃক আশ্রয় প্রদানের অরাধ সংঘটিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহার প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী চেয়াম্যান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী বা অন্য কোন নামের পদধারীর প্রতি উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যদি না তিনি প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, উক্তরূপ অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসারে সংঘটিত হইয়াছিল বা উহার সংঘটন নিবৃত্ত করিবার জন্য তিনি সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করিয়াছিলেন।"।

১৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৫ এর প্রতিস্থাপন।-উক্ত আইনের ধারা ১৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"১৫। **বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা**। -(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে, যথাঃ-

(ক) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব করা; উহা বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণ করা এবং বিশ্লেষণ বা পুনরীক্ষণ উদ্দেশ্যে উহার সহিত সম্পর্কিত অতিরিক্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং উহার রেকর্ড বা ড্যাটাবেজ সংরক্ষণ করা এবং, ক্ষেত্রমত, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে উক্ত তথ্য সরবরাহ বা রিপোর্ট প্রদান করা;

(খ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে, সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে উক্ত লেনদেনের হিসাব অনধিক ৩০(ত্রিশ) দিনের জন্য স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে রিখিত আদেশ জারী করা এবং এইরূপে উক্ত হিসাবের লেনদেন সম্পর্কিত সঠিক তথ্য উদঘাটনের প্রয়োজন দেখা দিলে লেনদেন স্থগিত বা অবরুদ্ধ রাখিবার মেয়াদ অতিরিক্ত ৩০ (ত্রিশ) দিন করিয়া সর্বোচ্চ ৬(ছয়) মাস বর্ধিত করা;

(গ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যে এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের (weapons of mass destruction, WMD) বিস্তারে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপ গ্রহণে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে নির্দেশ প্রদান করা;

(ঙ) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক নির্দেশ প্রতিপালন পর্যবেক্ষণ করা এবং এই আইনের যে কোন উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহকে সরেজমিনে পরিদর্শন করা; এবং

(চ) সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার সঙ্গে কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষনের ব্যবস্থা করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সহিত সম্পৃক্ত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয়ে কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বা উহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে, উহা পুলিশ বা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে, এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে, পুলিশ বা সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) অপরাধটি যদি অন্য কোন রাষ্ট্রে সংঘটিত হয় বা অন্য কোন রাষ্ট্রে বিচারাধীন থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত বিদেশী রাষ্ট্রের অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা কোন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক বা দ্বিপাক্ষিক চুক্তি, বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক অনুসমর্থিত জাতিসংঘের কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সংশ্লিষ্ট রেজুলেশনের আওতায় কোন ব্যক্তি বা সত্তার হিসাব জব্দ করিবার উদ্যোগ গ্রহণ করিবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন জব্দকৃত অর্থ সংশ্লিষ্ট আদালত কতৃক বা সংশ্লিষ্ট চুক্তি, কনভেনশন বা জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক গৃহীত রেজুলেশনের আওতায় নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৫) এই আইনের অধীন বাংরাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা ও দায়-দায়িত্ব বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বি,এফ,আই,ইউ) কর্তৃক প্রয়োগ ও সম্পাদিত হইবে এবং বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এই আইনের অধীন কোন তথ্য সরবরাহের অনুরোধ করিলে, সকল সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা সংশ্লিষ্ট অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উহাকে তাহা সরবরাহ করিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া তথ্য সরবরাহ করিবে।

(৬) বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা, ক্ষেত্রমত, স্বপ্রণোদিত হইয়া সন্ত্রাসী কার্য বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পৃক্ত তথ্যাদি অন্য দেশের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা অন্য কোন রাষ্ট্রের অনুরূপ কর্তৃপক্ষকে (counter part) সরবরাহ করিবে।

(৭) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের বিষয়ে তদন্তের স্বার্থে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থ কর্তৃক কোন ব্যাংকের দলিল বা কোন নথিতে নিম্নবর্ণিত শর্তে প্রবেশাধিকার থাকিবে, যথা---

(ক) উপযুক্ত আদালত বা বিশেষ ট্রাইব্যুনালের আদেশক্রমে; অথবা

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে।

(৮) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারি সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা প্রতিপালনে ব্যর্থ হয় অথবা জ্ঞাতসারে কোন ভূল বা মিথ্যা তথ্য বা বিবরণী সরবরাহ করে তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনূর্ধ্ব ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উহার নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নিবন্ধনকারি বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৯) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক উপ-ধারা ৮ অনুসারে আরোপিত জরিমানা পরিশোধ ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে উক্ত জরিমানার অর্থ উক্ত সংস্থা কর্তৃক অন্য কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত হিসাব বিকরনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী বা অপরিশোধিত থাকিলে, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, ইহা আদায়ের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"।

১৫। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ১৬ এর সংশোধন**।- উক্ত আইনের ধারা ১৬ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা।---

"(৩) কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ২৫(পঁচিশ) রক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার ইদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে অথবা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারি বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৪) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারি সংস্থার পরিচালনা পরিষদ বা, পরিচালনা পরিষদ না থাকিলে উহার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেউ অভিহিত হউক, উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান বা , ক্ষেত্রমত, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও নির্দেশিত অনধিক ২৫*(পঁচিশ) লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত ব্যক্তিকে তাহার পদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যথাযথ কার্যকরী ব্যবস্থা গহণের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৫) যদি কেন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উপ-ধারা (৩) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয় বা পরিশোধ না করে, অথবা যদি পরিচালনা পরিষদের চেয়ারম্যান, বা প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, যে নামেই অভিহিত হউক, উপ-ধারা (৪) এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধে ব্যর্থ হন বা পরিশোধ না করেন, তাহা হইলে বাংরাদেশ ব্যাংক উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিকট হইতে জরিমানার অর্থ আদায় করিতে পারিবে বা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক কোন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা বাংলাদেশ ব্যাংকে পরিচালিত তাহার হিসাব বিকলনপূর্বক আদায় করিতে পারিবে এবং উক্ত জরিমানার কোন অংশ অনাদায়ী থাকিলে, বা অপরিশোধিত থাকিলে, উহা আদায়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রয়োজনে, সংশ্লিষ্ট আদালতে আবেদন করিতে পারিবে।"।

১৬। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের চতুর্থ অধ্যায় এর শিরোনাম সংশোধন**।--উক্ত আইনের চতুর্থ অধ্যায় এর শিরোনামে উল্লিখিত "সন্ত্রাসী সংগঠন" শব্দগুলির পরিবর্তে "নিষিদ্ধ ঘোষনা ও তালিকাভূক্তকরণ এবং জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের "রেজুলেশন বাস্তবায়ন" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

১৭। **২০০৯ সালের ১৬ নং আইনের ধারা ১৭ এর প্রতিস্থাপন**।---উক্ত আইনের ধারা ১৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৭ প্রতিস্থাপতি হইবে, যথাঃ--

"১৭। সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত ব্যক্তি বা সত্তা:--এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি এসই ব্যক্তি বা উহা---

(ক) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটিত করে বা উক্ত কার্যে অংশগ্রহণ করে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে;

(গ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সাহায্য বা উৎসাহ প্রদান করে;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত কোন সত্তাকে সমর্থন ও সহায়তা প্রদান করে;

(ঙ) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১৩৭৩ (UNSCR 1373) এ উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত তালিকাভূক্তি বা নিষিদ্ধের মানদন্ডে (listing criteria) আওতাভূক্ত হয়, যথাঃ--

(১) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা কোন সন্ত্রাসী কার্য করে বা প্রচেষ্টা গ্রহণ করে বা অংশগ্রহণ করে বা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সহযোগী করে;

(২) তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি বা সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মালিকানাধীন বা য়িন্ত্রনাধীন কোন সত্তা;

(৩) তালিকাভূক্ত বা নিষিদ্ধ ঘোষিত যে কোন ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে বা নির্দেশে কাজ করে এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তি বা সত্তা।

(চ) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তিকে

(ছ) অন্য কোনভাবে সন্ত্রাসী কার্যে সহিত

১৮। ২০০৯ সালের ১৬ নং আইনের ধারা ১৮ এর প্রতিস্থাপন।-উক্ত আইনের ধারা ১৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ১৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"১৮। নিষিদ্ধ ঘোষনা ও তালিকাভূক্তকরণ:-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কোন ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে তফসিলে তালিকাভূক্ত করিতে পারিবে বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষনা ও তফসিলে তালিকাভূক্ত করিতে পারিবে।

(২) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে কোন ব্যক্তি বা সত্তাকে তফসিলে তালিকাভূক্ত করিত বা তফসিল হইতে বাদ দিতে পারিবে অথবা অন্য কোনভাবে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।"।

১৯। ২০০৯ সালের ১৬ নং আইনের ধারা ১৯ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) ও উপ-ধারা (২) এ দুইবার উল্লিখিত "সংগঠন" শব্দের পরিবর্তে উভয়স্থানে "ব্যক্তি বা সত্তা" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে।

২০। ২০০৯ সালের ১৬ নং আইনের ধারা ২০ এর প্রতিস্থাপন।- উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২০ প্রতিস্থাপতি হইবে, যথাঃ-

"২০। তালিকাভূক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সত্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণঃ- (১) যদি কোন ব্যক্তিকে ধারা ১৮ এর বিধান অনুসারে তালিকাভূক্ত করা হয় বা কোন সত্তাকে নিষিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে, এই আইনে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও সরকার, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, নিম্ন বর্ণিত যে কোন পদক্ষেপ গ্যহণ করিবে, যথাঃ-

(ক) উক্ত সত্ত্বার কার্যালয়, যদি থাকে, বন্ধ করিয়া দিবে;

(খ) ব্যাংক এবং অন্যান্য হিসাব, যদি থাকে, অবরুদ্ধ করিবে, এবং উহার সকল সম্পত্তি জব্দ বা আটক করিবে;

(গ) নিষিদ্ধ সত্ত্বার সদস্যদের দেশ ত্যাগে বা ধা নিষেধ আরোপ করিবে;

(ঘ) সকল প্রকার প্রচারপত্র, পোস্টার ব্যানার অথবা মুদ্রিত, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল বা অন্যান্য উপকরণ বাজেয়াপ্ত করিবে; এবং

(ঙ) নিষিদ্ধ সত্ত্বা কর্তৃক বা উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে কোন প্রেস ব্রিফিং প্রকাশনা, মুদ্রণ বা প্রচারণা, সংবাদ সম্মেলন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিবে।

(২) নিষিদ্ধ সত্তা উহার আয় ও ব্যয়ের হিসাব এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করিবে এবং আয়ের সকল উৎস প্রকাশ করিবে

(৩) যদি প্রতীয়মান হয় যে, তালিকাভূক্ত ব্যক্তি বা নিষিদ্ধ সংঘটনের সম্পত্তি অবৈধভাবে অর্জিত হইয়াছে অথবা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তি আদারত কর্তৃক রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।"।

২১। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনে ধারা ২০ক এর সন্নিবেশঃ-- উক্ত আইনের ধারা ২০ এর পর নিম্নরূপ একটি নতুন ধারা ২০ক সন্নিবেশিত হইবে, যথাঃ-

"২০। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন বাস্তবায়নের পদক্ষেপ।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং-১২৬৭ এবং উহার অনুবর্তী রেজুলেশনসমূহ ও জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং-১৩৭৩ এবং ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্রের বিস্তার ও উহাতে অর্থ সংস্থান প্রতিরোধ, দমন এবং ব্যাহতকরণ সম্পর্কিত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশনসমূহ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে, বাংলাদেশ সরকারের এই আইনের অন্যান্য ধারা অথবা আপাতত বলবৎ অন্যান্য আইনে উল্লিখিত ক্ষমতার অতিরিক্ত হিসাবে নিম্নবর্ণিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করিবার ক্ষমতা থাকিবে:

(ক) তালিকাভূক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক অথবা তালিকাভূক্ত ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন বা উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত কোন সংস্থা কর্তৃক অথবা, যদি জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ১২৬৭ নং রেজুলেশনের অধীন সংকলিত তালিকায় কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি (natural person) বা সত্তার নাম অন্তর্ভূক্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত স্বাভাবিক ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে, ধরাণকৃত সম্পত্তি, তহবিল বা অন্যান্য আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎসসহ উহা হইতে উদ্ভুত বা সৃষ্ট তহবিল, পূর্ব নোটিশ ব্যতিত, অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ,ত জব্দ বা ক্রোক করিবে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন বা সংঘটনের প্রচেষ্টাকারী বা সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে অংশগ্রহণ বা সুযোগ সৃষ্টিকারী কোন ব্যক্তি অথবা উক্তরূপ ব্যক্তি মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সত্তার বা উক্তরূপ ব্যক্তি বা সত্তার পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা সত্তার অথবা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভূক্ত বা ১৩৭৩ নং রেজুলেশনের অধীন নিষিদ্ধ বা তালিকাভূক্ত ব্যক্তির এবং সহযোগি ব্যক্তি ও সত্তা তহবিল বা অন্যান্য আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎসসহ উহা হইতে উদ্ভুত বা সৃষ্ট তহবিল, পূর্ব নোটিশ ব্যতিত, অনতিবিলম্বে অবরুদ্ধ, জব্দ ক্রোক করিবে;

(গ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক কোন তহবিল সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহারের অভিপ্রায়ে বা উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহৃত হইবে এইরূপ জ্ঞাত থাকিয়া, স্বেচ্ছায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, তহবিল গঠন বা সংগ্রহ করা হইলে, উহা নিষিদ্ধ করিবে;

(ঘ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভূক্ত বা ১৩৭৩ নং রেজুলেশনের অধীন নিষিদ্ধ বা তালিকাভূক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অথবা উক্তরূপ ব্যক্তি মালিকানাধীন বা তৎকর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রিত সত্তা অথবা উক্তরূপ ব্যক্তির পক্ষে বা নির্দেশনা অনুসারে কার্য সম্পাদনকারী ব্যক্তি বা সত্তার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কল্যাণে কোন ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক কোন তহবিল গঠন, আর্থিক পরিসম্পদ বা আর্থিক উৎস বা সম্পৃক্ত অন্যান্য সেবা সৃষ্টি করা হইলে, উহা নিষিদ্ধ করিবে;

(ঙ) কার্যকর সীমানা নিয়ন্ত্রন এবং অভিবাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভূক্ত ব্যক্তিগণের বাংলাদেশে প্রবেশ বা বাংলাদেশের ভিতর দিয়া অন্য দেশে গমনাগমন প্রতিরোধ করিবে;

(চ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভূক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তার নিকট, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে কোন অস্ত্র এবং গোলাবারুদ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ, বস্তু, হাতিয়ার (equipment), পণ্য এবং প্রযুক্তি সরবরাহ, বিক্রয় এবং হস্তান্তর প্রতিরোধ করিবে;

(ছ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভূক্ত ব্যক্তি বা সত্তার মালিকানাধীন, ইজারাধীন বা তৎকর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত যে কেন বিমান (any aircraft) তাহাদের রাষ্ট্রীয় সীমানায় উড্ডয়ন বা অবতরেণর অনুমতি প্রদানে অস্বীকৃতি প্রদান করিবে;

(জ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভূক্ত কোন ব্যক্তি বা সত্তার নিকটে বা নিকট হইতে প্রেরিত কার্গো পরিদর্শনের মাধ্যমে পারমানবিক, রাসায়নিক বা জৈব (Biologycal) অস্ত্রসমূহ, উহা সরবরাহের সরঞ্জাম এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বস্তুর অবৈধ পাচার প্রতিরোধ করিবে;

(ঝ) জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক তালিকাভূক্ত ব্যক্তি এবং সত্তার সহিত সম্পর্কিত উক্ত রেজুলেশনে উল্লিখিত যে কোন কার্য নিষিদ্ধ এবং প্ররিোধ করিবে;

(ঞ) এই ধারার যথাযথ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্য বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে সময় সময় অনুশাসন প্রদান করিবে;

(ট) দফা (ক) হইতে (ঝ) তে বর্ণিত ক্ষমতা মোতাবেক প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে সরকার সময়ে সময়ে প্রজ্ঞাপন বা আদেশ জারীর মাধ্যমে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নির্ধারণ করিবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা এই ধারার অধীন প্রদত্ত অবরুদ্ধ বা ক্রোক আদেশ লংঘন করে, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা উক্ত সত্তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অনধিক ৪(চার) বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন অথবা অবরুদ্ধ বা ক্রোকযোগ্য সম্পত্তির মূল্যের দ্বিগুন অর্থের সমপরিমাণ অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হইবেন

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এবং (ঘ) লংঘন করিয়া কোন কার্য করে বা কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৭ এর উপ-ধারা (৩), (৪)(ক) বা, ক্ষেত্রমত, (৪)(খ) এর বিধান অনুসারে দন্ডিত হইবে।

(৪) যদি কোন ব্যক্তি বা সত্তা উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) হইতে (জ) লংঘন করিয়া কোন কার্য করে বা কোন কার্য করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের অপরাধ সংঘটন করিয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং ধারা ৬ এর উপ-ধারা (২), (৩)(ক) বা, ক্ষেত্রমত, (৩)(খ) এর বিধান অনুসারে দন্ডিত হইবে।

(৫) যদি কোন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এই ধারার অধীন বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক প্রদত্ত অনুশাসনাবলী প্রতিপালনে ব্যর্থ হয়, অথবা এই ধারার অধীন অবিলম্বে অবরুদ্ধ কার্যক্রম গ্রহণে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক নির্ধারিত এবং নির্দেশিত অনধিক ২৫(পঁচিশ) লক্ষ টাকা তবে অন্যূন ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা জরিমানা অথবা সন্দেহযুক্ত তহবিলের দ্বিগুন পরিমাণ অর্থ, উহাদের মধ্যে যাহা অধিক হয়, জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক উক্ত সংস্থা বা সংস্থার কোন শাখা, সেবাকেন্দ্র, বুথ বা এজেন্টের বাংলাদেশে কার্যক্রম পরিচালনা বন্ধ করিবার উদ্দেশ্যে নিবন্ধন বা লাইসেন্স স্থগিত করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৬) কোন জনসেবকের (public servent) বিরুদ্ধে, এই ধারার বিধার কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে, কোনরূপ অবহেলা করিবার অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, তাহার নিজস্ব চাকুরি বিধিমালা অনুসারে কাহার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক কার্যক্রম গ্রহণ করা হইবে।"।

২২। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনে ধারা ২১ এর সংশোধ।**-উক্ত আইনের ধারা ২১ এর উপ-ধারা (২) এর পর নিম্নরূপ নূতন উপ-ধারা (৩) সংযোজিত হইবে, যথাঃ-

"(৩) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সত্তা কর্তৃক ব্যবহৃত ফেসবুক, স্কাইপি, টুইটার বা যে কোন ইন্টারনেট এর মাধ্যমে আলাপ আলোচনা ও কথাবার্তা অথবা তাহাদের অপরাধ সংশ্লিষ্ট স্থির বা ভিডিও চিত্র পুলিশ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক কোন মামরার তদন্তে স্বার্থে যদি আদালতে উপস্থাপন করা হয়, তাহা হইলে, সাক্ষ্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, পুলিশ বা আইন প্রযোগকারি সংস্থা কর্তৃক উপস্থাপিত উক্ত তথ্যাদি আদালতে সাক্ষ্য হিসেবে গ্রহণযোগ্য হইবে"।

২৩। **২০০৯ সনের ১৬ নং আইনে ধারা ২৩ এর প্রতিস্থাপন।**- উক্ত আইনের ধারা ২৩ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ধারা ২৩ ও ২৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ-

"২৩। অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।- যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, চীফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত স্বীকারোক্তিমূলক কোন বক্তব্য রেকর্ডকালে, যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদান করিতে সক্ষম ও আগ্রহী হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য স্বহস্তে লিপিবদ্ধ করিবার অনুমতি প্রদান করিবেন।

২৩ক। তদন্তকালীন সন্ত্রাসী সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোকের বিশেষ বিধান।- (১)যদি এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের বিষয়ে তদন্তকারী কোন কর্মকর্তার নিকট বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, তদন্তাধীন সম্পত্তি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভুত সম্পদ (proceeds of terrorism), তাহা হইলে তিনি উক্ত সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত উক্ত জেলার জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট উক্ত সম্পত্তি জব্দ করিবার পূর্বানুমতির জন্য লিখিত আবেদন করিবেন এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদন যাচাই করিবার পর সন্তুষ্ট হইলে, অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং যেক্ষেত্রে অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ করা বাস্তবসম্মত নহে, সেইক্ষেত্রে ক্রোক আদেশের (order of attachment) মাধ্যমে নির্দেশ প্রদান করিবেন যে, অনুরূপ আদেশ প্রদানকারী কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত, অনুরূপ সম্পত্তি হস্তান্তর বা অন্য কোন ব্যবস্থা করা যাইবে না।

(২) যদি বৈধ উৎস হইতে অর্জিত সম্পত্তির সহিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভুত সম্পত্তির মিশ্রণ (mingle) ঘটে, তাহা হইলে উক্ত মিশ্রিত (mingle) সম্পত্তিতে স্থিত সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভুত সম্পত্তি, অথবা যেক্ষেত্রে সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত সম্পত্তির মূল্য নিরূপণ করা না যায়, সেইক্ষেত্রে মিশ্রিত সম্পত্তির সম্পূর্ণ মূল্য এই ধারায় বর্ণিত বিধান অনুসারে তদন্তকারী কর্মকর্তা কর্তৃক জব্দ বা ক্রোকযোগ্য হইবে।

(৩) তদন্তকারী কর্মকর্তা অনুরূপ সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোকের ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার মধ্যে সরকারকে যথাযথভাবে অবহিত করিবেন এবং সরকার অনুরূপ জব্দ বা ক্রোক আদেশ জারির ৬০(ষাট) কর্ম দিবসের মধ্যে উক্ত জব্দ বা ক্রোক আদেশ অনুমোদন করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যাহার সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোক হইয়াছে তাহাকে বক্তব্য উপস্থাপনের যথাযথ সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন ক্রোক বা জব্দের মেয়াদকাল আদালতে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবার পূর্ব পর্যন্ত বহাল থাকিবে।"

২৪। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৪ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩৪ এর-

(ক) উপান্ত-টীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্ত-টীকা প্রতিস্থাপিত হইবে,যথা-

" সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদের দখল (Possession of propteryobtained from terrorist activities)"।

(খ) উপ-ধারা (১) ও (২) এবং ব্যাখ্যার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা-

"(১) কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা বা অন্য কোন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভুত বা কোন সন্ত্রাসী ব্যক্তি বা সন্ত্রাসী সত্তা কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ বা সম্পদ বা অন্য যে কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি ভোগ করিতে বা দখলে রাখিতে পারিবে না।

(২) এই আইনের অধীন দন্ডপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, এরূপ কোন সন্ত্র সী ব্যক্তি বা কোন সন্ত্রাসী সত্তা বা অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকা কোন সন্ত্রাসী সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকুলে বাজেয়াপ্ত যোগ্য হইবে।"।

২৫। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৩৫ এর সংশোধন।- উক্ত আইনের ধারা ৩৫ এর

(ক) উপান্ত-টীকার পরিবর্তে নিম্নরূপ উপান্ত-টীকা প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা-
'সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভুত সম্পদ বাজেয়াপ্ত (Confiscation of assets obtained from terrorist activities and proceeds of terrorism)';

(খ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত 'সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভুত' শব্দগুলির পরিবর্তে "সন্ত্রাসী কার্য হইতে সৃষ্ট (deriving from terrorist activities) বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ হইতে উদ্ভুত (or it constitutes from proceeds of terrorism)" শব্দগুলি, বন্ধনী গুলি ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত " কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভুত কোন সম্পত্তি " শব্দগুলির পরিবর্তে "সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ (preceeds of terrorism) বা কোন সন্ত্রাসী কার্য হইতে সৃষ্ট কোন সম্পত্তি" শব্দগুলি, বন্ধনী ও হাইফেন প্রতিস্থাপিত হইবে।

২৬। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের ধারা ৪০ এর সংশোধন।--- উক্ত আইনের ধারা ৪০ এর উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা---

"(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্মকর্তা, তাৎক্ষণিকভাবে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে অবহিতক্রমে মামলা রুজু করিবে এবং তদন্ত কার্যক্রম শুরু করিবে।"।

২৭। ২০০৯ সনের ১৬ নং আইনের তফসিলের প্রতিস্থাপন।--- উক্ত আইনের তফসিলের পরিবর্তে নিম্নরূপ তফসিল ১,২ ও ৩ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা।----

"তফসিল-১
(ধারা ২ এর দফা (৩ক) দ্রষ্টব্য)

(ক) ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে হেগে সম্পাদিত অবৈধভাবে বিমান আটক প্রতিরোধ সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful seizure of Aircraft, done at the Hague on 16th December, 1970);

(খ) ২৩ শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ট্রিলে সম্পাদিত বেসামরিক বিমান চলাচলের বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম কমন সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention ofr the suppression of unlawful Acts against the safety of Civil Aviation, done at montreal on 23rd September, 1971);

(গ) ১৪ ই ডিসেম্বর, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত কুটনৈতিক প্রতিনিধিসহ আন্তর্জাতিকভাবে সুরক্ষিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ প্রতিরোধ ও শাস্তি সংক্রান্ত কনভেনশন (convention of the prevention and punishment of Crimes against internationally protected person, including diplomatic agensts adopted by the General Assemly of the United Nations on 14th December, 1973);

(ঘ) ১৭ ই ডিসেম্বর, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত জিম্মি গ্রহণের বিরুদ্ধে কনভেনশন (International convention against the taking of hostages adopted by the General asembly of the United Nations on 17th december, 1979);

(ঙ) ৩ রা মার্চ, ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দ তারিখে ভিয়েনায় গৃহীত পারমাণবিক বস্তুর ভৌত সুরক্ষা সংক্রান্ত কনভেনশন (Convetion on the physical protection of nuclear material, adopted at Vienna on 3rd March, 1980);

(চ) ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে মন্ট্রিলে সম্পাদিত বেসামরিক বিমান চরাচলের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে হিংস্র অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশনের সম্পূরক আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে কর্মরত কর্মীদের অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for the suppression of unlawful Acts of violence at Airports serving International Civil Aviation, supplementary to the convention for the suppression of unlawful Acts against the safety of Civil Aviation, done at Montreal on 24th February, 1998);

(ছ) ১০ই মার্চ, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রোমে সম্পাদিত সামুদ্রিক নৌচালনার নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত কনভেনশন (Convention for the suppression of unlawful Acts against the safety of matitime navigation, done at Rome on 10th March, 1988);

(জ) ১০ ই মার্চ, ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে রোমে সম্পাদিত মহিসোপানে অবস্থিত স্থায়ী প্লাটফরমের নিরাপত্তার বিরুদ্ধে অবৈধ কার্যক্রম দমন সংক্রান্ত প্রটোকল (Protocol for the suppression of unlawful Acts against the safety of fixed platforms located on the continental shelf, done at Rome on 10th December, 1988);

(ঝ) ১৫ ই ডিসেম্বর, ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত সন্ত্রাসী বোমা হামলা দমন সংক্রন্ত আন্তর্জাতিক কনভেনশন (International convention for the suppression of terrorist Bombings, adopted by the General Assembly of the United Nations on 15th December, 1988);

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	সত্তার নাম	সত্তার ঠিকানা	নিষিদ্ধকরণের তারিখ	মন্তব্য
০১	শাহাদাৎ-ই-আল হিক্মা পার্টি বাংলাদেশ	জনৈক মিজানুর রহমানের বাড়ী, হড়গ্রাম নতুন পাড়া বাইপাস সড়ক, থানা-রাজপাড়া, রাজশাহী মহানগর	০৯/০২/২০০৯ খ্রিঃ	
০২	জাগ্রত মুসলিম জনতা বাংলাদেশ (জেএমজেবি)	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	২৩/০২/২০০৫ খ্রিঃ	
০৩	জামাত-উল মুজাহিদীন	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	২৩/০২/২০০৫ খ্রিঃ	
০৪	হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী	সুনির্দিষ্ট ঠিকানাবিহীন	১৭/১০/২০০৫ খ্রিঃ	
০৫	হিজবুত তাহরীর বাংলাদেশ	এইচ, এম সিদ্দিক ম্যানসন, ৫৫/এ পুরানা পল্টন, ঢাকা এবং ২০১/সি পল্টন টাওয়ার (৩য় তলা), ২৭ পুরানা পল্টন লেন, ঢাকা	২২/১০/২০০৯ খ্রিঃ	

সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯

বাংলাদেশ গেজেট

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ ঢাকা, ২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯/১২ই ফাল্গুন, ১৪১৫

সংসদ কর্তৃক গৃহীত নিম্নলিখিত আইনটি ২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৯ (১২ই ফাল্গুন, ১৪১৫) তারিখে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করিয়াছে এবং এতদ্বারা এই আইনটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য প্রকাশ করা যাইতেছেঃ-

২০০৯ সনের ১৬ নং আইন

কতিপয় সন্ত্রাসী কার্য প্রতিরোধ এবং উহাদের কার্যকর শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রনীত আইন

যেহেতু কতিপয় সন্ত্রাসী কার্য প্রতিরোধ এবং উহাদের কার্যকর শাস্তির বিধানসহ আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ণ করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, ব্যাপ্তি ও প্রবর্তন**-(১) এই আইন সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ নামে অভিহিত হইবে

(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

(৩) ইহা ১১ জুন ২০০৮ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,-

(১) "অপরাধ" অর্থ এই আইনের অধীন দন্ডনীয় কোন অপরাধ;

(২) "আগ্নেয়াস্ত্র" অর্থ যে কোন ধরণের পিস্তল, রিভলভার, রাইফেল, বন্দুক বা কামান, এবং অন্য যে কোন আগ্নেয়াস্ত্রও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৩) "আদালত" অর্থ দায়রা জজ এর বা, ক্ষেত্রমত, অতিরিক্ত দায়রা জজ এর আদালত;

(৪) "কারাদন্ড' অর্থ দন্ডবিধির ধারা ৫৩ তে উল্লিখিত যে কোন বর্ণনার কারাদন্ড;

(৫) "ফৌজদারী কার্যবিধি" বা "কার্যবিধি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898);

(৬) "তফসিল" অর্থ এই আইনের তফসিল;

(৭) "দন্ডবিধি" অর্থ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860);

(৮) "দাহ্য পদার্থ" অর্থ এমন কোন পদার্থ যাহাতে আগুন ধরাইবার বা আগুন তীব্রতর করিবার বা ছড়াইবার স্বাভাবিক উচ্চ প্রবণতা রহিয়াছে, যেমন- অকটেন, পেট্রোল, ডিজেল, রূপান্তরিত প্রাকৃতিকগ্যাস (সি.এন.জি), গান পাউডার এবং অন্য যে কোন দাহ্য পদার্থ ও উহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(৯) "বাংলাদেশ ব্যাংক" অর্থ Bangladesh Bank Order, 1972 (P.O. No.127, 1972) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ব্যাংক;

(১০) "ব্যাংক" অর্থ ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কোন ব্যাংক; এবং অন্য কোন আইনের অধীনে ঋণ গ্রহণ, বিতরণ এবং অর্থের বিনিময় করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত কোন আর্থিক বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১১) "বিচারক" অর্থ দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ বা, ক্ষেত্রমত সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এর বিচারক;

(১২) "বিশেষ ট্রাইব্যুনাল" অর্থ ধারা ২৮ এর অধীন গঠিত কোন সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল;

(১৩) "বিস্ফোরক দ্রব্য" অর্থ-

(ক) গানপাউডার, নাইট্রো-গ্লিসারিন, ডিনামাইট, গা-কটন, ব্লাসটিং পাইডার, ফুঁসে উঠা (fulminate) পারদ বা অন্য কোন ধাতু, রঙ্গিন আগুন (colored fire) এবং বিস্ফোরণের মাধ্যমে কার্যকর প্রভাব, বা আতসবাজির প্রভাব সৃষ্টির লক্ষ্যে ব্যবহৃত বা উৎপাদিত অন্য যে কোন দ্রব্য যাহা উপরি-উল্লিখিত পদার্থসমূহের সদৃশ হউক বা না হউক; এবং

(খ) বিস্ফোরক সামগ্রী তৈরীর যে কোন পদার্থ ও কোন বিস্ফোরক পদার্থের মাধ্যমে বা সহযোগে বিস্ফোরণ সৃষ্টি, বা ব্যবহারের অভিপ্রায়ে রূপান্তরিত করিবার, বা সহায়তার জন্য ব্যবহৃত, কোন যন্ত্র, হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি বা বস্তুসহ অনুরূপ যন্ত্র, যন্ত্রপাতি বা হাতিয়ারের কোন অংশ এবং ফিউজ, রকেট, পারকাশন ক্যাপস, ডেটোনেটর, কার্ট্রিজ ও যে কোন ধরণের গোলাবারুদ ও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(১৪) "সম্পত্তি" অর্থ বস্তুগত বা অবস্তুগত, স্থাবর বা অস্থাবর, দৃশ্যমান বা অদৃশ্য যে কোন ধরণের সম্পত্তি ও উক্ত সম্পত্তি হইতে উদ্ভুত লাভ, এবং কোন অর্থ বা অর্থে রূপান্তরযোগ্য বিনিময় দলিলও (negotiable instrument) ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে;

১৫) "সাক্ষ্য আইন" অর্থ Evidence Act, 1872 (Act I of 1872)

৩। **অন্যান্য শব্দ ও অভিব্যক্তির প্রযোজ্যতা**।- (১) এই অধ্যাদেশে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা এই অধ্যাদেশে দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ফৌজদারী কার্যনিধি বা, ক্ষেত্রমত, দন্ডবিধিতে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে প্রযোজ্য হইবে।

(২) অপরাধ ও শাস্তির দায় দায়িত্ব সংক্রান্ত দন্ডবিধির সাধারণ বিধানাবলী, যতদুর সম্ভব, এই আইনের অন্যান্য বিধানের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ না হইলে, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

৪। **আইনের প্রাধান্য**।- ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে।

৫। **অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ**।- (১) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে বাংলাদেশের কোন নাগরিক বা বাংলাদেশের সম্পদের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটন করে, যাহা বাংলাদেশে সংঘটিত হইলে এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য হইত, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহির হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোন অপরাধ সংঘটন করে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে বাংলাদেশের বাহিরে কোন অপরাধ সংঘটন করে, তাহা হইলে উক্ত অপরাধ ও উহা সংঘটনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশে সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি ও অপরাধের ক্ষেত্রে এই আইনের বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
অপরাধ ও দন্ড

৬। **সন্ত্রাসী কার্য**।- (১) কেহ বাংলাদেশের অখন্ডতা, সংহতি, নিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করিবার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোন অংশের মধ্যে আতংক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন কার্য করিতে বা করা হইতে বিরত রাখিতে বাধ্য করিবার উদ্দেশ্যে-

(ক) কোন ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করিলে, বা কোন ব্যক্তির কোন সম্পত্তির ক্ষতিসাধন করিলে; অথবা

(খ) দফা (ক) এর উদ্দেশ্য সাধনকল্পে কোন বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য বস্তু, আগ্নেয়াস্ত্র বা অন্য কোন প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করিলে বা নিজ দখলে রাখিলে;

তিনি "সন্ত্রাসী কার্য" সংঘটনের অপরাধ করিবেন।

(২) কেহ সন্ত্রাসী কার্য সংঘটন করিয়া থাকিলে, তিনি মৃত্যু বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা অনূর্ধ্ব বিশ বৎসর এবং অন্যূন তিন বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

৭। **সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান সংক্রান্ত অপরাধ**।- (১) যদি কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তিকে অর্থ, সেবা বা অন্য কোন সম্পত্তি সরবরাহ করেন বা সরবরাহ করিতে প্ররোচিত করেন এবং কোন সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করেন, বা ইহা সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহার করা হইবে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থ যোগানের অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি অর্থ, সেবা বা অন্য কোন সম্পত্তি গ্রহণ করেন এবং কোন সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করেন, বা ইহা সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহার করা হইবে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থ যোগানের অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি অর্থ, সেবা বা অন্য সম্পত্তির ব্যবস্থা করেন এবং কোন সন্ত্রাসী কার্যের উদ্দেশ্যে উহা ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করেন, বা সন্দেহ করিবার যক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, উহা সন্ত্রাসী কার্যে ব্যবহার করা হইবে বা হইতে পারে, তাহা হইলে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থ যোগানের অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(৪) উপ-দারা (১) হইতে (৩) এ বর্ণিত অপরাধে কোন ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হইলে, উক্ত ব্যক্তি অনধিক বিশ বৎসর ও অন্যূন তিন বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

৮। **নিষিদ্ধ সংঘটনের সদস্যপদ**।- যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিষিদ্ধ সংঘটনের সদস্য হন বা সদস্য বলিয়া দাবী করিন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন এবং উক্তরূপ অপরাধ সংঘটনের জন্য তিনি অনধিক ছয় মাস পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড, অথবা অর্থদন্ড, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

৯। **নিষিদ্ধ সংঘটনের সমর্থন-** (১) যদি কোন ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীন কোন নিষিদ্ধ সংঘটনকে সমর্থন করিবার উদ্দেশ্যে কাহাকেও অনুরোধ বা আহবান করেন, অথবা নিষিদ্ধ সংঘটনকে সমর্থন বা উহার কর্মকান্ডকে গতিশীল ও উৎসাহিত করিবার উদ্দেশ্যে কোন সভা আয়োজন, পরিচালনা বা পরিচালনায় সহায়তা করেন, অথবা বক্তৃতা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি কোন নিষিদ্ধ সংঘটনের জন্য সমর্থন চাহিয়া অতবা উহার কর্মকান্ডকে সক্রিয় করিবাবর উদ্দেশ্যে কোন সভায় বক্তৃতা করেন অথবা রেডিও, টেলিভিশন অথবা কোন মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোন তথ্য সম্প্রচার করেন, তাহা হইলে তিনি অপরাধ সংঘটন করিবেন।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) অথবা (২) এর অধীন কোন অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন, তাহা হইলে তিনি অনধিক সাত বৎসর ও অন্যূন দুই বৎসর পর্যন্ত যে কোন মেয়াদের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

১০। **অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্রের (criminal conspiracy) শাস্তি।-** যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের ষড়যন্ত্র করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবে; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসরের কারাদন্ড হইবে, কিন্তু উহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না।

১১। **অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টার (attempt) শাস্তি।-** যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ মেয়াদের যে কোন কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসরের কারাদন্ড হইবে, কিন্তু উহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না।

১২। **অপরাধের সহায়তার (instigation) করিবার শাস্তি।-** যদি কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে শাস্তি যোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের সহায়তা করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত দন্ডে দন্ডিত হইবেন।

১৩। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত (instigation) করিবার শাস্তি।-** যদি কোন ব্যক্তি তাহার স্বেচ্ছাধীন কর্মকান্ড অথবা অংশ গ্রহণের মাধ্যমে কোন দলিল প্রস্তুত বা বিতরণ করেন, অথবা কোন মুদ্রণ বা ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোন তথ্য সম্প্রচার করিয়া, অথবা কোন সরঞ্জাম, সহায়তা বা প্রযুক্তি বা প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংঘটনকে এইরূপ অবগত থাকিয়া সহায়তা প্রদান করেন যে, উক্ত দলিল, সরঞ্জাম, সহায়তা বা প্রযুক্তি বা প্রশিক্ষণ এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের কাজে ব্যবহৃত হইবে বা উক্ত ব্যক্তি বা সংঘটন উহাদের অনুরূপ অপরাধ সংঘটনের প্রচেষ্টায় ব্যবহার করিবে তাহা হইলে তিনি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড প্ররোচিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন; এবং সংশ্লিষ্ট অপরাধের জন্য নির্ধারিত সর্বোচ্চ শাস্তির দুই তৃতীয়াংশ মেয়াদের কারাদন্ডে, অথবা অর্থদন্ডে, অথবা উভয় দন্ডে তাহাকে দন্ডিত করা যাইবে; এবং যদি উক্ত অপরাধের জন্য নির্ধারিত শাস্তি মৃত্যুদন্ড হয়, তাহা হইলে অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা অনূর্ধ্ব চৌদ্দ বৎসরের কারাদন্ড হইবে, কিন্তু উহা পাঁচ বৎসরের কম হইবে না।

১৪। **অপরাধীকে আশ্রয় প্রদান।-** (১) যদি কোন ব্যক্তি, অন্য কোন ব্যক্তি এই আইনের অধীনে অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন জানিয়াও বা উক্ত ব্যক্তি অপরাধী ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকা সত্ত্বেও, শাস্তি হইতে রক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে উক্ত ব্যক্তিকে আশ্রয়দান করেন বা লুকাইয়া রাখেন তাহা হইলে তিনি-

(ক) উক্ত অপরাধের শাস্তি মৃত্যুদন্ড হইলে অনধিক পাঁচ বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন, এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে; অথবা

(খ) উক্ত অপরাধের শাস্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা যে কোন মেয়াদের কারাদন্ড হইলে, অনধিক তিন বৎসরের কারাদন্ডে দন্ডিত হইবেন; এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদন্ডও আরোপ করা যাইবে।

(২) উপ-দ্বারা (১) এর অধীন আশ্রয়দান বা লুকাইয়া রাখিবার অপরাধে স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা বা মাতা কর্তৃক হইলে, এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায় - বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা

১৫। **বাংলাদেশ ব্যাংকের ক্ষমতা।-** (১) বাংলাদেশ ব্যাংক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনের উদ্দেশ্যে কোন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে উহার নিম্নবর্ণিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব থাকিবে-

(ক) কোন ব্যাংক হইতে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন তলব এবং অনুরূপ প্রতিবেদন, আইনের অধীনে প্রকাশের অনুমোদন না থাকিলে, গোপন রাখা;

(খ) সকল পরিসংখ্যান ও রেকর্ড সংকলন ও সংরক্ষণ করা;

(গ) সকল সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত রিপোর্টের ডাটা-বেজ সৃষ্টি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা;

(ঘ) সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত প্রতিবেদন বিশ্লেষণ করা;

(ঙ) কোন লেনদেন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত সম্পৃক্ত মর্মে সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকিলে সংশ্লিষ্ট ব্যাংককে উক্ত লেনদেনের হিসাব ত্রিশ দিনের জন্য বন্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে লিখিত আদেশ জারী করা এবং এইরূপে জারীকৃত আদেশ অতিরিক্ত বিশ দিনের জন্য বর্ধিত করা;

(চ) ব্যাংকের কার্যাবলী পরিবীক্ষণ ও তদারক করা;

(ছ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান প্রতিহত করিবার উদ্দেশ্যে প্রতিরোধমুলক পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যাংকসমূহের নিকট নিদেশনা জারী করা;

(জ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্তের উদ্দেশ্যে ব্যাংকসমূহ পরিদর্শন করা; এবং

(ঝ) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক লেনদেন সনাক্ত ও প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে ব্যাংকের কমকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থযোগানের সহিত জড়িত সন্দেহজনক কোন লেনদেনের বিষয় কোন ব্যাংক বা ইহার গ্রাহককে সনাক্ত করিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা যথাযথ আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে অবহিত করিবে এবং অনুসন্ধান ও তদন্ত কার্যে উক্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার সম্মতি কিংবা বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন ব্যতিরেকে কোন ব্যাংকের কোন দলিল বা নথিতে কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রবেশাধিকার থাকিবে না।

১৬। **ব্যাংকের দায়িত্ব**।- (১) কোন ব্যাংকিং চ্যানেলের মাধ্যমে এই আইনের অধীন কোন অপরাধের সহিত জড়িত অর্থ লেনদেন প্রতিরোধ ও সনাক্ত করিবার লক্ষ্যে প্রত্যেক ব্যাংক যথাযথ সর্তকতা ও দায়িত্বশীলতার সহিত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) প্রত্যেক ব্যাংকের পরিচালনা পরিষদ (Board of Directors) উহার কর্মকর্তাদের দায়িত্ব সম্পর্কিত নির্দেশনা অনুমোদন ও জারী করিবে, এবং ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা, যাহা ব্যাংকসমূহের জন্য প্রযোজ্য, প্রতিপালন করা হইতেছে কিনা উহা নিশ্চিত করিবে।

(৩) কোন ব্যাংক ধারা ১৫ এর অধীন বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারীকৃত নির্দেশনা পালন করিতে ব্যর্থ হইলে, উক্ত ব্যাংক বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত ও দির্দেশিত অনধিক দশ লক্ষ টাকা জরিমানা পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

চতুর্থ অধ্যায়-সন্ত্রাসী সংঘটন

১৭। **সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত সংঘটন**।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন সংঘটন সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত বলিয়া গণ্য হইবে, যদি উহা-

(ক) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটিত করে বা উক্ত কার্যে অংশ গ্রহণ করে;

(খ) সন্ত্রাসী কার্যের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে;

(গ) সন্ত্রাসী কার্য সংঘটনে সাহায্য করে বা উৎসাহ প্রদান করে;

(ঘ) সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত কোন সংঘটনকে সমর্থন এবং সহায়তা প্রদান করে; অথবা

(ঙ) অন্য কোনভাবে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত থাকে।

১৮। **সংঘটন নিষিদ্ধকরণ**।- (১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কোন সংঘটনকে সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে, আদেশ দ্বারা, তফসিলে তালিকাভুক্ত করিয়া, নিষিদ্ধ করিতে পারিবে।

(২) সরকার, আদেশ দ্বারা যে কোন সংঘটনকে তফসিলে সংযোজন বা তফসিল হইতে বাদ দিতে অথবা অন্য কোনভাবে তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

১৯। **পুনঃপরীক্ষা (Review)**।- (১) ধারা ১৮ এর অধীন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ সংঘটন, আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে, উহার বিরুদ্ধে লিখিতভাবে, যুক্তি উপস্থাপনপূর্বক, আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে নব্বই দিবসের মধ্যে উহা নিষ্পন্ন করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পুনঃনিরীক্ষার আবেদন নামঞ্জুর করা হইলে, উক্ত সংক্ষুব্ধ সংঘটন আবেদন নামঞ্জুর হইবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

(৩) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-ধারা (১) এর অধীন দায়েরকৃত পুনঃনিরীক্ষার দরখাস্তসমূহ নিস্পত্তির জন্য একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট্য পুনঃনিরীক্ষা কমিটি (Review Committee) গঠন করিবে।

নিষিদ্ধ সংঘটনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ।- (১) কোন সংঘটনকে নিষিদ্ধ করা হইলে সরকার, এই অধ্যাদেশে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়াও, নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে, যথাঃ-

(ক) উহার কার্যালয়, যদি থাকে, বন্ধ করিয়া দিবে;

(খ) উহার ব্যাংক হিসাব, যদি থাকে, অবরুদ্ধ (freeze) করিবে এবং অন্যান্য হিসাব আটক করিবে;

(গ) সকল প্রকারের প্রচারপত্র, পোস্টার, ব্যানার, অথবা মুদ্রিত, ইলেকট্রনিক, ডিজিটাল বা অন্যান্য উপকরণ বাজেয়াপ্ত করিবে; এবং

(ঘ) নিষিদ্ধ সংঘটন উহার পক্ষে বা সমর্থনে যে কোন প্রেস বিবৃতির প্রকাশনা, মুদ্রণ বা প্রচারণা, সংবাদ সম্মেলন বা জনসম্মুখে বক্তৃতা প্রদান নিষিদ্ধ করিবে।

(২) নিষিদ্ধ সংঘটন উহার আয় ও ব্যয়ের হিসাব পেশ করিবে এবং এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক মনোনীত উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট আয়ের সকল উৎস প্রকাশ করিবে।

(৩) যদি দেখা যায় যে নিষিদ্ধ সংঘটনের তহবিল এবং পরিসম্পদ (asset) অবৈধভাবে অর্জিত হইয়াছে অথবা এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটনে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত তহবিল এবং পরিসম্পদ রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়-অপরাধের তদন্ত

২১। **পুলিশ কর্তৃক সাক্ষীকে পরীক্ষা সম্পর্কিত বিশেষ বিধান**।- (১) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীনে কোন মামলার তদন্তকালে ঘটনা এবং পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত এইরূপ কোন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করিবার প্রয়োজন মনে করেন এবং যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনার বিবরণ লিখিতভাবে প্রদান করিতে যথেষ্ট সক্ষম মর্মে পুলিশ কর্মকর্তার জানা থাকে বা বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে, তাহা হইলে উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা, উক্ত ব্যক্তির সম্মতিতে, ঘটনার বিবরণ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে লিখিতভাবে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত ব্যক্তি তাহার বক্তব্য বা ঘটনার বিবরণ স্বহস্তে কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষর করিবেন।

২২। **ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সাক্ষীর বিবৃতি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান**।- যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট যদি অবগত থাকেন বা তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তি সংগত কারণ থাকে যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত কোন ব্যক্তি তাহার বিবৃতি লিখিতভাবে প্রাদন করিতে যথেষ্ট সমর্থ, তাহা হইলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে তাহার বিবৃতি কলম দ্বারা স্বহস্তে লিখিতভাবে প্রদান করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৩। **অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকারোক্তি রেকর্ড সম্পর্কিত বিশেষ বিধান**।- যে কোন মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট, প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট, অথবা এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত দ্বিতীয় শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বীকারোক্তিমূলক কোন বক্তব্য রেকর্ডকালে, যদি উক্ত ব্যক্তি ঘটনা সম্পর্কে লিখিতভাবে বিবৃতি প্রদান করিতে সক্ষম ও আগ্রহী হন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে তাহার স্বীকারোক্তিমূলক বক্তব্য স্বহস্তে কলম দ্বারা লিপিবদ্ধ করিতে অনুমতি প্রদান করিবেন।

২৪। **তদন্তের সময়সীমা**।-(১) কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন মামলার তদন্ত কার্যবিধির ধারা ১৫৪ এর অধীন তথ্য প্রাপ্তি অথবা লিপিবদ্ধ করিবার তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করিবেন।

(২) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে, মামলার ডায়রীতে লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনধিক পনের দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) যদি উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে উক্ত তদন্তকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টের অথবা, ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি পুলিশ কমিশনারের লিখিত অনুমোদনক্রমে, অতিরিক্ত অনধিক ত্রিশ দিন সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৪) যদি উক্ত পুলিশ কর্মকর্তা উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ধিত সময়ের মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করিতে না পারেন, তাহা হইলে তিনি অবিলম্বে কারণ উল্লেখপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারিনটেনডেন্টকে অথবা ক্ষেত্রমত, মেট্রোপলিটন এলাকায় সংশ্লিষ্ট ডেপুটি পুলিশ কমিশনারকে কারণ উল্লেখপূর্বক ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করিবেন, এবং উল্লিখিত কারণ সন্তোষজনক না হইলে তাহার বিরুদ্ধে বিভাগীয় শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

২৫। **কতিপয় মামলার তদন্তের ক্ষেত্রে সময়সীমা বৃদ্ধি**।- (১) ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (৩)এ নির্ধারিত অতিরিক্ত সময়সীমার মধ্যে এজাহার (FIR) এ উল্লিখিত অপরাধীর পরিচয় অনুদঘাটিত থাকায় এবং উক্ত অপরাধীকে সনাক্তকরণের অসমর্থতার কারণে কোন পুলিশ কর্মকর্তা তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হইলে, ধারা ২৫ এ উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ধিত সময়সীমার পরবর্তীতে যে কোন সময় কোন পুলিশ রিপোর্ট অথবা নুতননভাবে পুলিশ রিপোর্ট অথবা অতিরিক্ত পুলিশ রিপোর্ট প্রদানের ক্ষেত্রে উহা বাধা বলিয়া গন্য হইবে না।

(২) যদি কোন পুলিশ কর্মকর্তা অপরাধ সংশ্লিষ্ট সাক্ষ্য বা কোন রিপোর্ট সরবরাহ করিবার জন্য ধারা ২৫ এর উপধারা (৩) এর অধীন অতিরিক্ত বর্ধিত সময় সীমার মধ্যে মেডিকেল, ফরেনসিক, আঙ্গুলের ছাপ, রাসায়নিক বা অন্য কোন বিশেষজ্ঞ সাক্ষীর, যাহার উপর তাহার নিয়ন্ত্রণ নাই এবং যাহা ব্যতীত মামলা সম্পর্কে কোন কার্যকর রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভব হয় না, অসমর্থতার কারণে তদন্তকার্য সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হন, তাহা ইহলে উক্ত উল্লিখিত অতিরিক্ত বর্ধিত সময়সীমার পরবর্তী যে কোন সময় পুলিশ রিপোর্ট পেশ করিতে উহা বাধা বলিয়া গণ্য হইবে না।

২৬। **পুনঃসমর্পণ (Remand)** ।-(১) যেক্ষেত্রে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং তদন্তের জন্য আটক রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে তদন্ত কর্মকর্তা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুলিশের হেফাজতে পুনঃসমর্পণের জন্য উপযুক্ত ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন বিবেচনাক্রমে ম্যাজিস্ট্রেট অভিযুক্তকে পুলিশের হেফাজতে পুনঃসমর্পণ করিতে পারিবেন, এবং এইরূপ পুনঃসমর্পণের মেয়াদ একাদিক্রমে বা সর্বমোট দশ দিনের অধিক হইবে না তবে শর্ত থাকে যে, যদি তদন্তকারী কর্মকর্তা ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে সমর্থ হন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অধিকতর মেয়াদের জন্য পুনঃসমর্পণ করা হইলে অতিরিক্ত সাক্ষ্য পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে ম্যাজিস্ট্রেট অনধিক পাঁচ দিন পর্যন্ত পুনঃসমর্পণের মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

২৭। **দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক অপরাধের বিচার সম্পর্কিত বিধান** ।- (১) ফৌজদারী কার্যবিধি অথবা আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়রা জজ কর্তৃক বা, দায়রা জজ কর্তৃক অতিরিক্ত দায়রা জজের নিকট স্থানান্তরিত হইবার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক বিচার্য হইবে।

(২) দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের সময় দায়রা আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবেন।

(৩) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার্য বলিয়া গণ্য হইবে, এবং যে দায়রা ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ বা উহার অংশবিশেষ সংঘটিত হইয়াছে, উক্ত অধিক্ষেত্রের দায়রা জজের নিকট অপরাধের কার্যধারা রুজু করা যাইবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক বিচার

২৮। **সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন** ।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের দ্রুত ও কার্যকর বিচারের উদ্দেশ্যে, এক বা একাধিক সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, সুপ্রীম কোর্টের সহিত পরামর্শক্রমে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন দায়রা জজ অথবা একজন অতিরিক্ত দায়রা জজের সমন্বয়ে গঠিত হইবে; এবং অনুরূপভাবে নিযুক্ত একজন বিচারক "বিচারক, সন্ত্রাস বিরোধী বিশেষ ট্রাইব্যুনাল" নামে অভিহিত হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন গঠিত কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে সমগ্র বাংলাদেশের স্থানীয় অধিক্ষেত্র অথবা এক বা একাধিক দায়রা ডিভিশনের অধিক্ষেত্র প্রদান করা যাইতে পারে; এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল কেবল এই আইনের অধীন অপরাধের মামলার বিচার করিবে, যাহা উক্ত ট্রাইব্যুনালে দায়ের বা স্থানান্তরিত হইবে।

(৪) সরকার কর্তৃক কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনালকে সমগ্র বাংলাদেশের অথবা এক বা একাধিক দায়রা ডিভিশনের সমন্বয়ে গঠিত উহার অংশ বিশেষের, স্থানীয় অধিক্ষেত্র ন্যস্ত করিবার কারণে একজন দায়রা জজ বা অতিরিক্ত দায়রা জজ কর্তৃক এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারের এখতিয়ার ক্ষুন্ন হইবে না, এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনুরূপ কোন আদেশ প্রদান না করা হইলে দায়রা আদালতে নিষ্পন্নাধীন এই আইনের অধীন অপরাধের কোন মামলা বিশেষ স্থানীয় অধিক্ষেত্র সম্পন্ন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বদলী হইবে না।

(৫) কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনঃগ্রহণ, বা পুনঃশুনানী গ্রহণ করিতে, অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন গৃহীত কার্যধারা পুনারায় আরম্ভ করিতে বাধা থাকিবে না, তবে ইতোমধ্যে যে সাক্ষ্য গ্রহণ বা উপস্থাপন করা হইয়াছে উক্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে কার্য করিতে এবং মামলা যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায় হইতে বিচারকার্য অব্যাহত রাখিতে পারিবে।

(৬) সরকার, আদেশ দ্বারা, যে স্থান বা সময় নির্ধারণ করিবে সেই স্থান বা সময়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আসন গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

২৯। **বিশেষ ট্রাইব্যুনালের পদ্ধতি** ।-- (১) সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহেন এরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ব্যতীত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য, ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি, এই আইনের বিশেষ বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, অনুসরণ করিবে।

(৩) কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, ন্যায় বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় না হলে এবং কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া, কোন মামলার বিচারকার্য স্থগিত করিতে পারিবে না।

(৪) যেক্ষেত্রে বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন যে কারণে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য উপস্থিত করা সম্ভব নহে এবং তাহাকে অবিলম্বে গ্রেপ্তারের অবকাশ নাই, সেক্ষেত্রে উক্ত ট্রাইব্যুনাল, আদেশ দ্বারা, বহুল প্রচারিত অন্যূন দুইটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে, অনুরূপ ব্যক্তিকে আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ পালন করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার অনুপস্থিতিতেই বিচার করা হইবে।

(৫) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইবার বা জামিনে মুক্তি পাইবার পর পলাতক হইলে অথবা উহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে, উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে না, এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অনুরূপ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই বিচার করিবে।

(৬) কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল, উহার নিকট পেশকৃত আবেদনের ভিত্তিতে, বা উহার নিজ উদ্যোগে, কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট যে কোন মামলা পুনঃতদন্তে, এবং তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

৩০। **বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে কার্যবিধির প্রয়োগ**।- (১) ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদুর সম্ভব, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগিতপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, বিশেষ ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে প্রযোজ্য হইবে, এবং আদি এখতিয়ার প্রয়োগকারী দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা উক্ত বিশেষ ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

(২) বিশেষ ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি পাবলিক প্রসিকিউটর বলিয়া গণ্য হইবেন।

৩১। **আপীল এবং মৃত্যুদন্ড অনুমোদন**।- (১) বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ, রায় অথবা দন্ড প্রদানের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে উহার বিরুদ্ধে হাইকোর্ট বিবাগে আপীল দায়ের করা যাইবে।

(২) এই আইনের অধীন কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল মৃত্যুদন্ড প্রদান করিলে, অবিলম্বে কার্যধারাটি হাইকোর্ট বিভাগে অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করিতে হইবে এবং উক্ত বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত মৃত্যুদন্ড কার্যকর করা যাইবে না।

৩২। **জামিন সংক্রান্ত বিধান**।- এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ম্যাজিস্ট্রেট বা বিচারক জামিনে মুক্তি প্রদান করিবেন না, যদি না-

(ক) রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরূপ জামিনের আদেশের উপর শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়; এবং (খ) বিচারক সন্তুষ্ট হন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে দোষী সাব্যস্ত নাও হইতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রহিয়াছে এবং তিনি অনুরূপ সন্তুষ্টির কারণসমূহ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

৩৩। **বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক মামলা নিষ্পত্তির নির্ধারিতি সময়সীমা**।-- (১) বিশেষ ট্রাইব্যুনালের বিচারক মামলার অভিযোগপত্র গঠনের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেন।

(২) বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মামলা সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া অনধিক তিন মাস সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৩) বিচারক উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত বর্ধিত সময়ের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি, অনুরূপ ব্যর্থতার কারণ লিখিতভাবে উল্লেখ করিয়া হাইকোর্ট বিভাগ এবং সরকারকে অবহিত করিয়া, পুনরায় অনধিক তিন মাস সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

অষ্টম অধ্যায়
সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত সম্পদ

৩৪। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদের দখল**।-- (১) কোন ব্যক্তি সন্ত্রাসী কর্মকান্ড হইতে উদ্ভূত কোন সম্পদ ভোগ বা দখল করিতে পারিবেন না।

(২) সন্ত্রাসী বা অন্য কোন ব্যক্তি এবং এই আইনের অধীন অভিযুক্ত বা দন্ডপ্রাপ্ত হউক বা না হউক, এইরূপ অন্য কোন ব্যক্তির দখলে থাকা সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ, সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে-লব্ধ সম্পদ অর্থ এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত বা লব্ধ কোন অর্থ, সম্পত্তি বা সম্পদ।

৩৫। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত**।- যেক্ষেত্রে বিচার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন সম্পত্তি সন্ত্রাসী কার্য হইতে উদ্ভুত হইবার কারণে জব্দ বা ক্রোক করা হয়, সেইক্ষেত্রে, তিনি যে ব্যক্তির দখল হইতে উক্ত সম্পত্তি জব্দ বা ক্রোক করা হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি এই আইনের অধীনে অভিযুক্ত হউক বা না হউক, উহা বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৬। **সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্তকরণের পূর্বে কারণ দর্শাইবার নোটিশ জারী**।- (১) সন্ত্রাসী কর্মকান্ডলব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদানের পূর্বে, যে ব্যক্তির নিয়ন্ত্রণ অথবা দখলে উক্ত সম্পদ থাকে, উক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক বাজেয়াপ্ত করিবার কারণ অবহিত না করিয়া এবং নোটিশে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যে লিখিত জবাব প্রদানের সুযোগ এবং শুনানীর যুক্তিসঙ্গত সময় প্রদান ব্যতিরেকে কোন সন্ত্রাসী কর্মকান্ড-লব্ধ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করিবার আদেশ প্রদান করা যাইবে না।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা যাইবেনা, যদি অনুরূপ ব্যক্তি প্রমাণ করিতে সক্ষম হন যে, উক্ত সম্পদ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে-লব্ধ সম্পদ ছিল তাহা তিনি অবগত ছিলেন না এবং উপযুক্ত মূল্যের বিনিময়ে তিনি তাহা খরিদ করিয়াছেন।

৩৭। **আপীল**।- (১) ধারা ৩৪ এর অধীন প্রদত্ত বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি উক্ত আদেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করিতে পারিবেন।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ধারা ৩৫ এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ সংশোধিত বা বাতিল করা হইলে অথবা এই আইনের কোন বিধান লংঘনপূর্বক কোন মামলা দায়ের করা হইল, যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে ধারা ৩৫ এর অধীন বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তি খালাসপ্রাপ্ত হইলে উক্ত বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরত প্রদান করা হইবে এবং যদি উক্ত ব্যক্তির নিকট বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি ফেরৎ প্রদান সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সরকারের নিকট বিক্রয় হইয়াছেন গণ্যে, সম্পত্তি জব্দের দিন হইতে যুক্তিসঙ্গত সুদ গণনাপূর্বক এবং যুক্তিসঙ্গতভাবে মূল্য নির্ধারণপূর্বক উহার মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়-পারস্পরিক আইনগত সহায়তা

৩৮। **পারস্পরিক আইনগত সহায়তা**।- (১) যখন কোন সন্ত্রাসীকার্য এইরূপে সংঘটিত হয় বা উহার সংঘটনে এইরূপে সহায়তা, চেষ্টা, ষড়যন্ত্র বা অর্থায়ন করা হয় যাহাতে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের ভূখন্ড সংশ্লিষ্ট থাকে, অথবা কোন সন্ত্রাসীকার্য বা উহার সংঘটনে সহায়তা, চেষ্টা, ষড়যন্ত্র বা অর্থায়ন কোন বিদেশী সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভূখন্ড হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অথবা বাংলাদেশের অভ্যন্তর হইতে অন্য কোন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ভূখন্ডে সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত বিদেশী রাষ্ট্র অনুরোধ করিলে বাংলাদেশ সরকার, সন্তুষ্ট হইলে, এই ধারার পরবর্তী বিধানাবলী সাপেক্ষে, ফৌজদারী তদন্ত, বিচারকার্য বা বহিঃসমর্পন সম্পর্কিত সকল প্রয়োজনীয় বিষয়ে উক্ত বিদেশী রাষ্ট্রকে আইনগত সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) অনুরোধকারী রাষ্ট্র এবং অনুরোধপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক মত বিনিময়ের মাধ্যমে সম্পাদিত আনুষ্ঠানিক চুক্তি কিংবা পত্র বিনিময়ের ভিত্তিতে আইনগত সহযোগিতার শর্তাদি নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের অভিযোগে বিচারের জন্য বাংলাদেশের কোন নাগরিককে এই ধারার অধীনে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট সমর্পন করা যাইবে না।

(৪) এই ধারার অধীন পারস্পরিক আইনগত সহায়তার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের কোন নাগরিককে, তাহার সম্মতি সাপেক্ষে, সংশ্লিষ্ট ফৌজদারী মামলা বা তদন্ত কার্যে সাক্ষী হিসেবে সহায়তা প্রদান করিবার জন্য কোন বিদেশী রাষ্ট্রের নিকট সমর্পন করা যাইবে।

(৫) যদি সরকারের নিকট বিশ্বাস করিবার মত যথেষ্ট কারণ থাকে যে, কোন ব্যক্তিকে কোন মামলায় শুধুমাত্র তাহার গোত্র, ধর্ম, জাতীয়তা বা রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণে বিচার করিবার বা শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে এই ধারার অধীন আইনগত সহায়তার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে, তাহা হইলে অনুরোধ প্রাপ্ত রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ অনুরূপ কোন নির্দিষ্ট মামলার ক্ষেত্রে বহিঃ সমর্পন বা পারস্পরিক আইনগত সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখান করিতে পারিবে।

দশম অধ্যায়
সাধারাণ বিধানবলী

৩৯। **অপরাধের আমলযোগ্যতা ও জামিন অযোগ্যতা**।- (১) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ আমলযোগ্য (cognizable) হইবে।

(২) এই আইনের অধীন সকল অপরাধ জামিন অযোগ্য (Non-bailable) হইবে।

৪০। **তদন্ত ও বিচার বিষয়ে পূর্বানুমোদনের অপরিহার্যতা**।- (১) জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন পুলিশ কর্মকর্তা এই আইনের অধীন কোন অপরাধের তদন্ত করিতে পারিবেন না।

(২) সরকারের পূর্বানুমোদন (sanction) ব্যতিরেকে কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ আমলে গ্রহণ (cognizance) করিবে না।

৪১। **বিশেষ ট্রাইব্যুনাল এবং বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হতে মামলা ছানান্তর**।- সরকার, সাক্ষ্য সমাপ্তির পূর্বে বিচারের যে কোন পর্যায়ে, যুক্তিসঙ্গত কারণে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংক্রান্ত মামলা বা মামলাসমূহ কোন দায়রা আদালত হইতে কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনালে বা কোন বিশেষ ট্রাইব্যুনাল হইতে কোন দায়রা আদালতে ছানান্তর করিতে পারিবে।

৪২। **তফসিল সংশোধনের ক্ষমতা**।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশ দ্বারা, এই আইনের তফসিল সংশোধন করিতে পারিবে।

৪৩। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা**।- সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৪৪। **মূল পাঠ এবং ইংরেজী পাঠ**।- এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনুদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে।

৪৫। **রহিতকরণ ও হেফাজত**।- (১) সন্ত্রাস বিরোধী অধ্যাদেশে, ২০০৮ (২০০৮ সনের ২৮ নং অধ্যাদেশ) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, রহিত অধ্যাদেশের অধীনকৃত কাজকর্ম বা গৃহীত ব্যবস্থা এই আইনের অধীনকৃত বা গৃহিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

তফসিল
(ধারা-১৮ দ্রষ্টব্য)

১	২	৩	৪	৫
ক্রমিক নং	সংঘটনের নাম	সংঘটনের ঠিকানা	নিষিদ্ধকরণের তারিখ	মন্তব্য

আশফাক হামিদ
সচিব

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট
বাংলাদেশ ব্যাংক
প্রধান কার্যালয়
ঢাকা।
www.bangladeshbank.org.bd

বিএফআইইউ সার্কুলার লেটার নং-০১/২০১৯

তারিখ : ১২ ফাল্গুন, ১৪২৫ / ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা

সকল রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা (মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) এর ধারা ২(ব) এ উল্লিখিত), বাংলাদেশ।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ প্রসঙ্গে।

প্রিয় মহোদয়,

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (সংশোধিত ২০১৫) এর ২৯ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে গত ৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ তারিখে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় ২১ নভেম্বর, ২০১৩ তারিখে প্রণীত Money Laundering Prevention Rules, 2013 রহিত করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ জারী করে যা ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ গেজেটের অতিরিক্ত সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে।

০২। আলোচ্য বিধিমালাটি জারী হওয়ায় রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিস্তৃত হয়েছে। উক্ত বিধিমালার বিধানসমূহ পরিপালন ও সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনয়নের সুবিধার্থে বিধিমালাটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের বিএফআইইউ পেইজে আপলোড করা হয়েছে, যা https://www.bb.org.bd/bfiu/bfiu_rules.php ওয়েবলিংকে পাওয়া যাবে।

০৩। এক্ষণে বর্ণিত বিধিমালাটি সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতিতে আনয়ন এবং এর বিধানসমূহের পরিপালন নিশ্চিত করার জন্য আপনাদেরকে অনুরোধ করা হলো।

আপনাদের বিশ্বস্ত,

(মোঃ জাকির হোসেন চৌধুরী)
মহাব্যবস্থাপক ও অপারেশনাল হেড
ফোন: ৯৫৩০১১৮

প্রতিলিপি নং-বিএফআইইউ(পলিসি)-০৪/২০১৯-

তারিখ: উল্লিখিত

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রতিলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, প্রধান কার্যালয়, আগাঁরগাও ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
২. চেয়ারম্যান, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, প্রধান কার্যালয়, ৩৭/এ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
৩. মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, আগাঁরগাও, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
৪. এক্সিকিউটিভ ভাইস প্রেসিডেন্ট, মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি, মগবাজার, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
৫. নিবন্ধক ও মহাপরিচালক, সমবায় অধিদপ্তর, সমবায় ভবন, আগাঁরগাও, সিভিক সেন্টার, ঢাকা (সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে বিতরণের অনুরোধসহ)।
৬. প্রেসিডেন্ট, আইসিএবি, আইসিএবি ভবন, কারওয়ান বাজার, ঢাকা।
৭. প্রেসিডেন্ট, আইসিএমএবি, আইসিএমএবি ভবন, নীলক্ষেত, ঢাকা।
৮. সকল নির্বাহী পরিচালক/অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়/মতিঝিল/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/বগুড়া/বরিশাল/সিলেট/রংপুর।
৯. নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক ট্রেনিং একাডেমী, মিরপুর-২, ঢাকা।
১০. সকল বিভাগীয় প্রধান, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১১. মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ ব্যাংক, সদরঘাট, ঢাকা/ময়মনসিংহ।
১২. গভর্নর মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৩. ডেপুটি গভর্নর মহোদয়গণের সাথে সংযুক্ত উপ-পরিচালক/সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা/নির্বাহী পরিচালক মহোদয়গণের ব্যক্তিগত সহকারী, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট, মিরপুর, ঢাকা।
১৬. মহাসচিব, দি ইনষ্টিটিউট অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ, ডিআর টাওয়ার, ১২ তলা, ১২, গাজী গোলাম দস্তগীর সড়ক, ঢাকা।
১৭. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব ব্যাংকস, জব্বার টাওয়ার, ৪২ গুলশান এভিনিউ, ঢাকা।
১৮. চেয়ারম্যান, এসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স, বাংলাদেশ লিমিটেড, ইস্টার্ন কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, ৭৩, কাকরাইল, ঢাকা।
১৯. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ লিজিং এন্ড ফাইন্যান্স কোম্পানীজ এসোসিয়েশন, মতিঝিল, ঢাকা।
২০. চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন, ৭ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা।
২১. প্রেসিডেন্ট, রিহ্যাব, ১/জি, ন্যাশনাল প্লাজা, ফ্রি স্কুল স্ট্রীট, সোনারগাঁও রোড, ঢাকা (সদস্যদের মাঝে বিতরণের অনুরোধসহ)।
২২. প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ জুয়েলার্স সমিতি, ৩ বায়তুল মোকাররম মার্কেট (তৃতীয় তলা), ঢাকা (সদস্যদের মাঝে বিতরণের অনুরোধসহ)।
২৩. প্রেসিডেন্ট, ঢাকা ট্যাক্সেস বার এসোসিয়েশন, রাজস্ব ভবন, বাংলাদেশ সচিবালয়, সেগুন বাগিচা, ঢাকা (সদস্যদের মাঝে বিতরণের অনুরোধসহ)।

(জুয়াইরিয়া হক)
উপ পরিচালক
আইপি ফোন: +৮৮০-২৫৫৬৬৫০০১-৬/২০৩০৬
ই-মেইল: juairia.haque@bb.org.bd

রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ফেব্রুয়ারি ১৩, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ

অর্থ মন্ত্রণালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ১৮ মাঘ, ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/৩১ জানুয়ারি, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এসআরও নং-৩০ আইন/২০১৯।—মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা ঃ

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই বিধিমালা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,—

(ক) "অনুসন্ধান" অর্থ নিয়মিত মামলা বা এজাহার রুজুর পূর্বে প্রাপ্ত অভিযোগ বা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট হইতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের প্রাথমিক সত্যতা বা সঠিকতা নিরূপণে গৃহীত ব্যবস্থাদি;

মূল্য : টাকা ৪০.০০

(খ) "অনুসন্ধানকারী সংস্থা" অর্থ এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত তালিকা-১ এ উল্লিখিত সংস্থা;

(গ) "অভিযোগ" অর্থ আইনে বর্ণিত অপরাধের বিষয়ে তদন্তকারী সংস্থা বা কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক মৌখিক, লিখিত বা অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত অভিযোগ;

(ঘ) "আইন" অর্থ মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন);

(ঙ) "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা" অর্থ আইন ও এই বিধিমালার অধীন তদন্তকারী সংস্থা;

(চ) "আইনি ব্যবস্থা **(Legal Arrangement)**" অর্থ আইন বা চুক্তির বলে প্রতিষ্ঠিত ট্রাস্ট বা অন্যান্য সমজাতীয় আইনগত ব্যবস্থা;

(ছ) "আইনি সত্তা **(Legal Person)**" অর্থ ব্যক্তি **(Natural Person)** ব্যতীত এমন কোনো সত্তা যাহা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক স্থাপন করিতে পারে বা অন্য কোনোভাবে সম্পদ অর্জন বা সম্পদের মালিকানা লাভ করিতে পারে, এবং কোনো কোম্পানি, কর্পোরেট সংস্থা, ফাউন্ডেশন, স্থাপনা (Installation), যৌথ অংশীদারি কারবার বা সমিতি ও সমজাতীয় অন্যান্য সত্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) "আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ—

(অ) আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (অ), (আ), (ঈ), (উ) ও (ঊ) অনুযায়ী নির্ধারিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক;

(আ) আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (ঋ) অনুযায়ী নির্ধারিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন; এবং

(ই) আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (ই) অনুযায়ী নির্ধারিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ক্ষেত্রে, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ;

(ঝ) "ইতিবাচক পদক্ষেপের ভুল প্রয়োগ **(False Positive)**" অর্থ এইরূপ কার্যক্রম যাহাতে কোনো হিসাব প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে অবরুদ্ধ বা স্থগিত করা হইলেও পরবর্তী পর্যালোচনা বা অতিরিক্ত বিশ্লেষণে উক্ত অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণ সঠিক হয়নি মর্মে প্রতীয়মান হয়;

(ঞ) "উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ" অর্থ—

(অ) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এ উল্লিখিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সম্পর্কিত তথ্য এবং উক্ত দুইটি আইনের আওতায় দাখিলকৃত সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কিত তথ্যের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট;

(আ) উক্ত আইন দুইটিতে বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্ত সম্পর্কিত তথ্যের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা; এবং

(ই) তথ্য, সাক্ষ্য বা অন্যান্য পারস্পরিক আইনগত সহায়তা প্রদান সম্পর্কিত বিষয়ে অপরাধ সম্পর্কিত বিষয়ে পারস্পরিক সহায়তা আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত 'কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ';

(ট) "কার্যকর নিয়ন্ত্রণ" অর্থ এমন অবস্থা যাহাতে প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ব্যতীত পরোক্ষভাবে ধারাবাহিক মালিকানা প্রয়োগ বা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়;

(ঠ) "কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্স" অর্থ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ও দমন কার্যক্রম জোরদারকরণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গঠিত টাস্কফোর্স;

(ড) "গোপনীয় বিষয়" অর্থ বিএফআইইউ কর্তৃক গৃহীত কোনো সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন [Suspicious Transaction Report (STR)] বা সন্দেহজনক কার্যক্রম প্রতিবেদন [Suspicious Activity Report (SAR)], মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা কর্তৃক গোপনীয় হিসাবে চিহ্নিত কোনো তথ্য বা প্রতিবেদন, সরকারি গোয়েন্দা সংস্থা, বিদেশি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট হইতে প্রাপ্ত তথ্য বা প্রতিবেদন অথবা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক গোপনীয় হিসাবে চিহ্নিত কোনো তথ্য বা প্রতিবেদন;

(ঢ) "তদন্ত" অর্থ মানিলন্ডারিং ও সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটিত হইবার বিষয়ে উপযুক্ত আদালতে বিচারার্থে মামলা দায়ের করিবার লক্ষ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তদন্তকারী সংস্থা বা তদন্তকারী সংস্থা হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;

(ণ) "তদন্তকারী সংস্থা" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ঠ) অনুসারে এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত তালিকা-১ এ উল্লিখিত সংস্থা;

(ত) "দুর্নীতি দমন কমিশন" অর্থ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৩ এর অধীন গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন;

(থ) "নগদ লেনদেন বিবরণী" অর্থ বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট কর্তৃক, সময় সময়, সংজ্ঞায়িত নগদ লেনদেন বিষয়ক বিবরণী;

(দ) "নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিবন্ধন বা লাইসেন্স প্রদানের অথবা তাহাদের তত্ত্বাবধান বা তদারকীর জন্য আইনগতভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ;

(ধ) "প্রাথমিক তথ্য" অর্থ আইনে বর্ণিত অপরাধ সম্পর্কে কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অনুসন্ধানকারী সংস্থার নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্য যাহার ভিত্তিতে অনুসন্ধান বা তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে;

(ন) "প্রকৃত সুবিধাভোগী" অর্থ বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, সংজ্ঞায়িত ব্যক্তি;

(প) "বাহ্যিক উপস্থিতি **(Physical Presence)**" অর্থ কোনো দেশের অভ্যন্তরে কোনো প্রতিষ্ঠানের অর্থবহ উপস্থিতিসহ ব্যবসায়িক ব্যবস্থাপনা থাকা, তবে কেবল স্থানীয় এজেন্ট বা নিম্নপদস্থ কোনো কর্মচারীর অস্তিত্ব দ্বারা এইরূপ বাহ্যিক উপস্থিতি বুঝাইবে না;

(ফ) "বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট বা বিএফআইইউ" অর্থ আইনের ধারা ২৪ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট;

(ব) "যুগপৎ তদন্ত **(Parallel Investigation)**" অর্থ সম্পৃক্ত অপরাধ তদন্তের পাশাপাশি মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বা অন্য কোনো আর্থিক অপরাধ সম্পর্কিত তদন্ত;

(ভ) "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশা **(Designated Non-Financial Business and Professions)** " অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (ঐ) হইতে (অঅ) এ উল্লিখিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা;

(ম) "রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (ব) এর উপ-দফা (অ) হইতে (ঋ) এ উল্লিখিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা;

(য) "শেল ব্যাংক **(Shell Bank)**" অর্থ এইরূপ কোনো ব্যাংক যাহা যেদেশে নিবন্ধিত বা লাইসেন্স প্রাপ্ত সেইদেশে তাহার কোনো শাখা বা কার্যক্রম নাই এবং যাহা কোনো নিয়ন্ত্রিত আর্থিক গ্রুপ (Regulated Financial Group) ভুক্তও নয়;

(র) "সন্দেহজনক কার্যক্রম" অর্থ আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, সংজ্ঞায়িত কোনো সন্দেহজনক কার্যক্রম;

(ল) "সন্দেহজনক লেনদেন" অর্থ আইনের ধারা ২ এর দফা (য) এ সংজ্ঞায়িত কোনো লেনদেন;

(শ) "স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা" অর্থ পেশাজীবীদের (যেমন-আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইন পেশাজীবী বা চার্টার্ড একাউন্টেন্ট) দ্বারা গঠিত কোনো সংস্থা যাহা সংশ্লিষ্ট পেশার প্রতিনিধিত্ব করে, চর্চা করে এবং কোনো পর্যায়ে সদস্য পেশাজীবীদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান বা তদারকী কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং যাহা উহার সদস্যগণের পেশাগত মান বা চর্চার ক্ষেত্রে নৈতিকতা বজায় রাখিবার জন্য নিজস্ব বিধি প্রয়োগের বিষয় নিশ্চিত করে; এবং

(ষ) "হিসাব" অর্থ কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সহিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার ব্যবসায়িক সম্পর্ক ও বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, সংজ্ঞায়িত সম্পর্ক।

(২) এই বিধিমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যাক্তি ব্যবহৃত হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞায়িত হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যাক্তি আইনে সংজ্ঞায়িত অর্থে গৃহীত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ওয়ার্কিং কমিটি ও প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তার দায়-দায়িত

৩। জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠন, কার্যপরিধি, সভা ইত্যাদি।(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নিম্নরূপে একটি জাতীয় সমন্বয় কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) মন্ত্রী, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সভাপতি;
(খ) চেয়ারম্যান, দুর্নীতি দমন কমিশন	- সদস্য;
(গ) মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়	- সদস্য;
(ঘ) বাংলাদেশের অ্যাটর্নি-জেনারেল	- সদস্য;
(ঙ) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	- সদস্য;
(চ) সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(ছ) সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(জ) সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(ঝ) সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(ঞ) সচিব, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(ট) সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(ঠ) চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	- সদস্য;
(ড) চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	- সদস্য;
(ঢ) মহা পুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ	- সদস্য; এবং
(ণ) প্রধান কর্মকর্তা, বিএফআইইউ	- সদস্য সচিব।

(২) জাতীয় সমন্বয় কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা প্রণয়ন;

(খ) প্রণীত নীতিমালা বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান;

(গ) বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয় সাধন;

(ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান পর্যালোচনা এবং উক্ত মানদন্ড বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ;

(ঙ) সময় সময় বিশেষ উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ওয়ার্কিং কমিটি গঠন এবং কমিটির কার্যপরিধি (TOR) অনুমোদন ও কার্যপরিধি বাস্তবায়নে নির্দেশনা প্রদান;

(চ) বিএফআইইউ, তদন্তকারী সংস্থা ও নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার বাৎসরিক কার্যক্রম মূল্যায়ন ও নির্দেশনা প্রদান;

(ছ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা হইতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহ এবং তদানুসারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; এবং

(জ) কমিটির নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত অন্য যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ বা সিদ্ধান্ত প্রদান।

(৩) কমিটি, প্রয়োজনে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক পরিপত্র জারির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে কো-অপট (co-opt) করিতে পারিবে।

(৪) কমিটি বৎসরে অন্যূন ৩ (তিন) টি সভায় মিলিত হইবে, তবে প্রয়োজনে কমিটির সভাপতি, যে কোনো সময়, সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৫) কমিটি উহার নিজস্ব পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৬) যদি কোনো কারণে সভাপতি কোনো সভায় উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সভাপতি কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৭) বিএফআইইউ কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৪। **ওয়ার্কিং কমিটি (Working Committee)**।—(১) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে জাতীয় সমন্বয় কমিটিকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে নিম্নরূপে একটি ওয়ার্কিং কমিটি থাকিবে, যথা :ড়

(ক) সচিব, ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় - সভাপতি;

(খ) প্রধান কর্মকর্তা, বিআইএফইউ - সদস্য;

(গ) মহাপরিচালক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় - সদস্য;

(ঘ) যুগ্ম-সচিব, অর্থ বিভাগ - সদস্য;

(ঙ) যুগ্ম-সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(চ) মহাপরিচালক, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(ছ) যুগ্ম-সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(জ) যুগ্ম-সচিব, সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(ঝ) অতিরিক্ত মহাপুলিশ পরিদর্শক, সিআইডি, বাংলাদেশ পুলিশ	- সদস্য;
(ঞ) মহাপরিচালক, এনজিও বিষয়ক ব্যুরো	- সদস্য;
(ট) মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন	- সদস্য;
(ঠ) রেজিস্ট্রার, সমবায় অধিদপ্তর	- সদস্য;
(ড) সদস্য, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	- সদস্য;
(ঢ) মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ডাক বিভাগ	- সদস্য;
(ণ) চেয়ারম্যান, রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)	- সদস্য;
(ত) সদস্য, বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ	- সদস্য;
(থ) সদস্য, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন	- সদস্য;
(দ) এক্সিকিউটিভ ভাইস-চেয়ারম্যান, মাইক্রো ক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি	- সদস্য;
(ধ) রেজিস্ট্রার, রেজিস্ট্রার অফ জয়েন্ট স্টক কোম্পানি এন্ড ফার্মস এর দপ্তর	- সদস্য;
(ন) ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল, অ্যাটর্নি জেনারেল-এর কার্যালয়	-সদস্য; এবং
(প) যুগ্ম-সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ , অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য সচিব

(২) ওয়ার্কিং কমিটির কার্যপরিধি হইবে নিম্নরূপ, যথা :—

(ক) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন এবং উহা জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট উপস্থাপন;

(খ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়ন কার্যকরভাবে তদারকী;

(গ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তঃসংস্থা সমন্বয় এবং তথ্য বিনিময় বৃদ্ধি ও সহজীকরণ;

(ঘ) জাতীয় সমন্বয় কমিটি কর্তৃক গৃহীত নীতি ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ;

(ঙ) জাতীয় সমন্বয় কমিটির জন্য প্রতিবেদন প্রস্তুত এবং কমিটিকে সহায়তা প্রদান; এবং

(চ) প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন।

(৩) ওয়ার্কিং কমিটি, প্রয়োজনে, অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ কর্তৃক প্রশাসনিক পরিপত্র জারির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট যে কোনো ব্যক্তিকে কো-অপট (co-opt) করিতে পারিবে।

(৪) ওয়ার্কিং কমিটি বৎসরে অন্যূন ৩ (তিন) টি সভায় মিলিত হইবে, তবে প্রয়োজনে কমিটির সভাপতি, যে কোনো সময়, সভা আহ্বান করিতে পারিবেন।

(৫) ওয়ার্কিং কমিটি উহার নিজস্ব পদ্ধতিতে সভা পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৬) যদি কোনো কারণে সভাপতি কোনো সভায় উপস্থিত হইতে না পারেন, তাহা হইলে সভাপতি কর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য ওয়ার্কিং কমিটির সভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

(৭) বিএফআইইউ ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

৫। **প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তা (Primary Contact Person) মনোনয়ন ও তাহার দায়-দায়িত্ব**।—(১) অবাধ তথ্য প্রবাহ, আন্তঃমন্ত্রণালয় বা আন্তঃসংস্থা সহযোগিতা এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয়ের উদ্দেশ্যে বিধি ৩ ও ৪ এর অধীন গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থা একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে 'প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তা' (Primary Contact Person) হিসাবে মনোনীত করিয়া বিএফআইইউ-কে অবহিত করিবে এবং বিএফআইইউ পত্র মারফত মনোনীত প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তাগণের পূর্ণাঙ্গ তালিকা সকল প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তাকে সরবরাহ করিবে।

(২) প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তার নিম্নরূপ দায়িত্ব থাকিবে, যথা :—

(ক) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে স্বীয় মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থার কার্যক্রম সমন্বয় সাধন ও হালনাগাদ তথ্যাদি সংরক্ষণ;

(খ) যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য ও দলিলপত্র সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বিনিময়;

(গ) সংশ্লিষ্টদের জন্য সভা, সমাবেশ, কর্মশালা, সেমিনার বা কনফারেন্স আয়োজন;

(ঘ) এশিয়া প্যাসিফিক গ্রুপ অন মানিলন্ডারিং, দাতা সংস্থা বা ফাইন্যান্সিয়াল এ্যাকশন টাস্ক ফোর্স এর জন্য প্রয়োজনীয় প্রতিবেদন প্রস্তুতিতে বিএফআইইউকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান; এবং

(ঙ) সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, সংস্থা, জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক অর্পিত দায়িত্ব পালন।

তৃতীয় অধ্যায়

রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের দায়-দায়িত্ব

৬। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাসমূহের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ প্রতিপালন কাঠামো।—(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক মানদন্ড, দেশে বিদ্যমান আইন, বিধিমালা ও বিএফআইইউ-এর নির্দেশনাবলির সমন্বয়ে প্রতিটি রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার একটি নিজস্ব নীতিমালা থাকিবে যাহা উহার পরিচালনা পর্ষদ বা, ক্ষেত্রমত, প্রতিষ্ঠানটির সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উক্ত নীতিমালা মালিক কর্তৃক অনুমোদিত হইতে হইবে যাহার সহিত মালিক কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্র সংযুক্ত থাকিবে এবং রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসায় ও পেশাজীবী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত নীতিমালা প্রতিপালনের বিষয়ে তদ্‌কর্তৃক স্বাক্ষরিত অঙ্গীকারপত্র সংযুক্ত থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালা, সময় সময়, পর্যালোচনা করিয়া প্রয়োজনীয় সংশোধন করিতে হইবে।

(৩) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত নীতিমালা বাস্তবায়নে প্রতিটি রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিজস্ব প্রতিপালন কর্মসূচি থাকিবে যাহাতে প্রতিষ্ঠানটির প্রতিপালন ব্যবস্থাপনার জন্য বিএফআইইউ এর নির্দেশনা মোতাবেক প্রতিপালন কর্মকর্তা মনোনয়ন, প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা নিয়োগে প্রয়োজনীয় যাচাই প্রক্রিয়া, কর্মকর্তাগণের প্রশিক্ষণ ও স্বাধীন বা নিরপেক্ষ নিরীক্ষা ব্যবস্থার বিধান থাকিবে।

(৪) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান উপ-বিধি (১) ও (৩) এ বর্ণিত প্রতিপালন নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রুপভুক্ত সকল প্রতিষ্ঠান, শাখা বা সবসিডিয়ারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্যতা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করিবে।

(৫) এইরূপ গ্রুপভিত্তিক প্রতিপালন নীতিমালা ও কর্মসূচিতে উপ-বিধি (৩) এ বর্ণিত বিষয়সমূহের পাশাপাশি গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার তথ্য, অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রমের তথ্য, মানিলন্ডারিং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার তথ্যসহ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের জন্য আবশ্যক সকল তথ্য, প্রয়োজনীয় গোপনীয়তা রক্ষা করে, নিজেদের মধ্যে বিনিময় করিবার বিধান থাকিবে।

(৬) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য ক্ষেত্রে করেসপন্ডেন্ট ব্যাংকিং, ওয়ার ট্রান্সফার বা গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভরকরণ সম্পর্কিত বিধানাবলি বা বিএফআইইউ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নে প্রয়োজনীয় তথ্যদির যথাযথ গোপনীয়তা রক্ষা করিয়া নিজেদের মধ্যে বিনিময় করিতে পারিবে।

(৭) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিদেশে অবস্থিত তাহাদের শাখা ও সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) ও উক্ত আইনের আওতায় জারিকৃত বিধিমালায় বর্ণিত বিধানাবলি এবং বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত নির্দেশনার যথাযথ প্রতিপালন নিশ্চিত করিবে।

(৮) বিদেশে অবস্থিত শাখা বা সাবসিডিয়ারী প্রতিষ্ঠান যদি কোনো কারণে আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) ও উক্ত আইনের আওতায় জারিকৃত বিধিমালায় বর্ণিত বিধান এবং বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত নির্দেশনা যথাযথভাবে প্রতিপালনে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠান মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ঝুঁকি ব্যবস্থানার জন্য প্রযোজ্য অতিরিক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং প্রতিপালনের অপারগতার কারণ উল্লেখপূর্বক অবিলম্বে বিএফআইইউকে অবহিত করিবে।

৭। গ্রাহকের বিষয়ে যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা **(Customer Due Diligence)**।—(১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা বেনামে, ছদ্মনামে বা কেবল সংখ্যাযুক্ত কোনো হিসাব খুলিতে পারিবে না বা চালু রাখিবে না এবং বেনামে, ছদ্মনামে বা সংখ্যাযুক্ত হিসাব রোধে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করিবে।

(২) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিষয়ে যথাযথ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অনুসরণ করিবে, যথা :—

(ক) ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের সময়;

(খ) বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত লেনদেনের (অনিয়মিত এক বা পরস্পর সম্পর্কযুক্ত একাধিক লেনদেনের মাধ্যমে) মাত্রার অধিক লেনদেন করিবার সময়;

(গ) ওয়্যার ট্রান্সফারের মাধ্যমে অনিয়মিত (Occasional) লেনদেন সম্পাদনের সময়;

(ঘ) কোনো লেনদেন মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট বলিয়া সন্দেহ হইলে; এবং

(ঙ) ইতঃপূর্বে গ্রাহক পরিচিতি বিষয়ক গৃহীত তথ্য-উপাত্তের পর্যাপ্ততা বা সত্যতা সম্পর্কে সন্দেহ হইলে।

(৩) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান—

(ক) সকল গ্রাহকের, নিয়মিত বা অনিয়মিত এবং ব্যক্তি বা আইনি সত্তা (legal person) বা আইনি ব্যবস্থাধীন (legal arrangement) যাহাই হউক না কেন, পরিচিতি গ্রহণ করিবে এবং নির্ভরযোগ্য, স্বাধীন উৎস হইতে প্রাপ্ত দলিলাদি, তথ্য বা উপাত্ত ব্যবহার করিয়া গ্রাহকের পরিচিতির সঠিকতা যাচাই করিবে;

(খ) হিসাবের প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতিমূলক তথ্য গ্রহণ করিবে এবং নিজস্ব সন্তুষ্টি মোতাবেক প্রকৃত সুবিধাভোগীর তথ্যাদি যাচাই করিবার যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে;

(গ) আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহকের ক্ষেত্রে উক্ত গ্রাহকের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিবহাল হইবে;

(ঘ) গ্রাহকের সহিত তাহার ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধরন ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত হইবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবে;

(ঙ) গ্রাহকের ব্যবসার ধরণ, গ্রাহকের ঝুঁকির মাত্রা ও ধরন বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অর্থের উৎসের সহিত অসামঞ্জস্যতা চিহ্নিত করিবার জন্য সর্তকতামূলক ব্যবস্থা চলমান রাখিবে; এবং

(চ) উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন গ্রাহকের বিদ্যমান তথ্যাদি নিয়মিত মূল্যায়ন, পর্যালোচনা বা পরীক্ষানিরীক্ষা করিয়া হালনাগাদ রাখিবে।

(৪) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহকের ক্ষেত্রে গ্রাহকের ব্যবসার প্রকৃতি এবং উহার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ কাঠামো সম্পর্কে সম্যক অবহিত হইতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং নিম্নলিখিত তথ্যাদির মাধ্যমে আইনি সত্তা এবং আইনি ব্যবস্থানাধীন গ্রাহকের পরিচিতি যাচাই করিবে, যথা :—

(ক) যে সকল দলিলের মাধ্যমে আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টি হইয়াছে;

(খ) নাম, আইনগত সম্পর্কের ধরণ এবং অস্তিত্বের প্রমাণ;

(গ) যে ক্ষমতাবলে আইনি ব্যক্তি বা আইনি ব্যবস্থানাধীন গ্রাহক পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত, তৎসহ উক্ত আইনি ব্যক্তি বা আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহকের উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা পদে অধিষ্ঠিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নাম; এবং

(ঘ) নিবন্ধিত দপ্তরের ঠিকানা, এবং নিবন্ধিত দপ্তরের ঠিকানা ভিন্ন হইলে, উক্ত ব্যবসার মূল কেন্দ্রের ঠিকানা।

(৫) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত তথ্যের মাধ্যমে আইনি সত্তার প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ ও পরিচিতি যাচাইয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা :—

(ক) আইনি সত্তায় যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানা বা স্বার্থ রহিয়াছে তাহার বা তাহাদের পরিচয়;

(খ) যেক্ষেত্রে দফা (ক)-এ উল্লিখিত নিয়ন্ত্রণকারী মালিকানা বা স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ ব্যক্তি প্রকৃত সুবিধাভোগী কিনা সেই বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ থাকে অথবা যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মালিকানা স্বার্থের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ না করিয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে আইনি সত্তার উপর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তির বা ব্যক্তিবর্গের, যদি থাকে, পরিচিতি অন্যবিধ উপায়ে সনাক্ত করিতে হইবে; এবং

(গ) উপরি-উল্লিখিত দফা (ক) বা (খ) এর অধীন কোনো ব্যক্তি চিহ্নিত না হইলে, উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তার পদে আসীন সংশ্লিষ্ট এমন ব্যক্তির পরিচয় সনাক্ত করিতে হইবে।

(৬) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান নিম্নলিখিত তথ্যাদির মাধ্যমে আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহকের প্রকৃত সুবিধাভোগী চিহ্নিতকরণ ও তাহার পরিচয় যাচাইয়ে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা ঃ

(ক) ট্রাস্টের ক্ষেত্রে সেট্লার, ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিগণ, প্রটেক্টর, যদি থাকে, সুবিধাভোগী বা সুবিধাভোগী শ্রেণি, এবং অন্য কোনো ব্যক্তি যে ট্রাস্টের উপর মালিকানা অথবা ধারাবাহিক নিয়ন্ত্রণ বা মালিকানার (Chain of control/ownership) মাধ্যমে প্রকৃত কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ করিয়া থাকে তাহাদের পরিচয়; এবং

(খ) অন্য কোনো প্রকার আইনি ব্যবস্থাদির ক্ষেত্রে, সম পর্যায়ের বা সম পদমর্যাদার ব্যক্তিবর্গের পরিচয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দেশক ব্যবহার করিয়া ট্রাস্টির সুবিধাভোগী চিহ্নিত করা হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান উক্ত সুবিধাভোগী শ্রেণি সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করিবে যাহাতে সুবিধাভোগীকে অর্থ প্রদানকালে বা সুবিধাভোগী তাহার অধিকার আদায় করিতে চাহিলে যেন তাহাদেরকে চিহ্নিত করিতে পারে।

(৭) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহক এবং গ্রাহকের প্রকৃত সুবিধাভোগীর জন্য প্রযোজ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি জীবন বিমা, সাধারণ বিমা এবং অন্যান্য বিনিয়োগ সম্পর্কিত বিমা পলিসির সুবিধাভোগীদের জন্য নিম্নরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে, যথা :—

(ক) বিশেষভাবে চিহ্নিত ব্যক্তি, আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির নাম গ্রহণ করিবে;

(খ) বিভিন্ন নির্দেশক, বৈশিষ্ট্য বা শ্রেণি বা অন্য উপায়ে চিহ্নিত সুবিধাভোগীর জন্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রাপ্য অর্থ প্রদানকালে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা মোতাবেক সুবিধাভোগীর পরিচিতি নিশ্চিতকরণে উক্ত সুবিধাভোগী সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করিবে; এবং

(গ) উপরি-উল্লিখিত দফা (ক) ও (খ) উভয় ক্ষেত্রেই অর্থ প্রদানকালে সুবিধাভোগীর পরিচয় যাচাই করিবে।

(৮) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান জীবন বিমা পলিসির সুবিধাভোগীর ক্ষেত্রে অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা প্রযোজ্য কিনা তাহা নির্ধারণে সুবিধাভোগীকে সংশ্লিষ্ট ঝুঁকির নির্ণায়ক হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং যদি রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা সুবিধাভোগী কোনো আইনি ব্যক্তি বা আইনি ব্যবস্থাধীন গ্রাহক উচ্চ ঝুঁকি সম্পন্ন বলিয়া নির্ধারণ করে, তাহা হইলে অর্থ প্রদানকালে উহা বিমা পলিসির সুবিধাভোগীর প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচয় যাচাইকরণে যুক্তিসঙ্গত ব্যবস্থাদিসহ অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

৮। **যাচাইয়ের সময়**।—(১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহক ও তাহার প্রকৃত সুবিধাভোগীর পরিচিতি গ্রাহকের সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের সময় অথবা স্থাপনের পূর্বে এবং অনিয়মিত গ্রাহকের ক্ষেত্রে লেনদেন পরিচালনাকালে তাহার পরিচয় যাচাই করিবে।

(২) যেক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়নের ঝুঁকি নাই বা চিহ্নিত ঝুঁকি নিয়ন্ত্রণের কার্যকর ব্যবস্থা বিদ্যমান অথবা যেক্ষেত্রে ব্যবসায়িক সম্পর্ক বিঘ্নিত বা বিচ্ছিন্ন করা প্রয়োজন হইবে না, সেইক্ষেত্রে সম্পর্ক স্থাপনের পর দ্রুততম সময়ে পরিচিতি যাচাই করিতে হইবে।

৯। বিদ্যমান গ্রাহক।—বিদ্যমান গ্রাহকের ঝুঁকি, গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা বিবেচনায় রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং পূর্বে কখন সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল এবং কী ধরণের বা কী পরিমাণ তথ্যাদি সংগ্রহ করা হইয়াছিল তাহা বিবেচনাক্রমে বিদ্যমান গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা পুনর্মূল্যায়ন করিবার সময় নির্ধারণ করিতে হইবে।

১০। ঝুঁকি ভিত্তিক ব্যবস্থা **(Risk Based Approach)**।—(১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে প্রত্যেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর উহার ব্যবসার প্রকৃতি, গ্রাহক, পণ্য বা সেবা, দেশ বা ভৌগোলিক অবস্থান ইত্যাদি বিবেচনাক্রমে ঝুঁকি নিরূপণপূর্বক প্রতিবেদন প্রণয়ন করিবে যাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণে ব্যবহৃত হইবে।

(২) ঝুঁকি নিরূপণ প্রতিবেদন অনুসারে যেক্ষেত্রে মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের উচ্চ ঝুঁকি চিহ্নিত হইবে, সেইক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিম্ন ঝুঁকি হিসাবে চিহ্নিত করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সহজতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা (Simplified Customer Due Diligence) গ্রহণ করা যাইবে, তবে তাহা অবশ্যই নিম্ন ঝুঁকির নির্দেশকের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে এবং মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাস বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সন্দেহের ক্ষেত্রে বা নির্দিষ্ট উচ্চ ঝুঁকির পরিস্থিতিতে উহা গ্রহণযোগ্য হইবে না।

১১। সন্তোষজনক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে করণীয়।—যেক্ষেত্রে কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রযোজ্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ বা বাস্তবায়নে অসমর্থ হইবে, সেইক্ষেত্রে উহা :

(ক) গ্রাহকের হিসাব খুলিবে না, ব্যবসায়িক সম্পর্ক শুরু করিবে না, লেনদেন সম্পাদন করিবে না বা

ব্যবসায়িক সম্পর্ক বাতিল করিবে; এবং

(খ) এইরূপ গ্রাহক, সম্ভাব্য গ্রাহক, প্রত্যাখাত ব্যক্তি বা সত্তা সম্বন্ধে সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন বা সন্দেহজনক কার্যক্রম প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়টি বিবেচনা করিবে।

১২। **সতর্কতামূলক ব্যবস্থা ও তথ্য ফাঁস (tipping off)**।—যেক্ষেত্রে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের সন্দেহ করে এবং তাহাদের নিকট যুক্তিসঙ্গত ধারণা জন্মে যে, সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিলে উহাতে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক সতর্ক হইয়া যাইবে, সেইক্ষেত্রে তাহারা সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করিয়া বিএফআইইউ এর নিকট সন্দেহজনক লেনদেন প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

১৩। নথি সংরক্ষণ **(Record keeping)**।—রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান গ্রাহকের হিসাব বন্ধ হইবার সময় হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর বা কোনো একক লেনদেনের ক্ষেত্রে লেনদেন সম্পাদনের তারিখ হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর সময়ের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সকল লেনদেনের প্রয়োজনীয় রেকর্ড নিম্নরূপে সংরক্ষণ করিবে, যথা :—

(ক) লেনদেনের রেকর্ড এইরূপে সংরক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে প্রয়োজনে উহা অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে প্রামাণিক দলিল হিসাবে ব্যবহার করা যায়;

(খ) সতর্কতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত গ্রাহকের সকল রেকর্ড, হিসাবের রেকর্ড বা নথি, ব্যবসায়িক যোগাযোগের পত্রাদি এবং গৃহীত কোনো বিশ্লেষণের ফলাফল, ব্যবসায়িক সম্পর্ক সমাপ্ত হইবার বা অনিয়মিত লেনদেন সংঘটনের পর কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে;

(গ) সকল সতর্কতামূলক ব্যবস্থার তথ্য এবং লেনদেনের রেকর্ড বিএফআইইউ-এর নিকট বা যথাযথ আদালতের আদেশে সংশ্লিষ্ট কোনো তদন্তকারী সংস্থার নিকট দ্রুত ও সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করিতে হইবে;

(ঘ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে অনুসন্ধান বা তদন্ত সংশ্লিষ্ট হিসাব বা লেনদেনের তথ্য ও দলিলাদি মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৪। **রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসায় ও পেশা**।—(১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসায় ও পেশাজীবী নিম্নবর্ণিত পরিস্থিতিতে বিধি ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ এ বর্ণিত গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে, যথা :—

(ক) যখন রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার রিয়েল এস্টেট ক্রয়-বিক্রয় করে;

(খ) যখন মূল্যবান ধাতু এবং মূল্যবান পাথরের ডিলার গ্রাহকের সাথে ১০ (দশ) লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ নগদ অর্থ অথবা বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পরিমাণ লেনদেনে নিযুক্ত বা সম্পৃক্ত থাকে;

(গ) যখন আইনজীবী, নোটারী বা অন্যান্য আইন পেশাজীবী এবং চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমে গ্রাহকের পক্ষে লেনদেন সম্পাদন করে বা লেনদেনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যথা:-

(অ) রিয়েল এস্টেট ক্রয়-বিক্রয়;

(আ) গ্রাহকের টাকা, সিকিউরিটিজ এবং অন্যান্য সম্পদের ব্যবস্থাপনা;

(ই) ব্যাংক, সঞ্চয় বা সিকিউরিটিজ হিসাব ব্যবস্থাপনা;

(ঈ) কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনায় ভূমিকা পালন; এবং

(উ) আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠা, পরিচালনা বা ব্যবস্থাপনা এবং ব্যবসায়িক সত্তা ক্রয়-বিক্রয়।

(ঘ) যখন নিম্নবর্ণিত কর্মকান্ডে কোনো ট্রাস্ট বা কোম্পানি সেবাদাতা গ্রাহকের পক্ষে কোনো লেনদেন সম্পাদন করে বা লেনদেনের উদ্যোগ গ্রহণ করে, যথা :—

(অ) আইনি সত্তা প্রতিষ্ঠাকারী এজেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন;

(আ) পরিচালক বা কোম্পানি সচিব বা অংশীদারি ব্যবসার অংশীদার হিসাবে বা অন্যান্য আইনি সত্তার ক্ষেত্রে সমজাতীয় পদের ন্যায় দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব পালন করিবার ব্যবস্থা করে;

(ই) কোনো কোম্পানি বা অংশীদারি ব্যবসা বা অন্য কোনো আইনি সত্তা বা আইনি ব্যবস্থাধীন প্রতিষ্ঠানকে নিবন্ধিত অফিস, ব্যবসায়িক ঠিকানা বা বাসস্থান, ব্যবসার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বা প্রশাসনিক ঠিকানা প্রদান;

(ঈ) কোনো ঘোষিত ট্রাস্টের ট্রাস্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য কোনো আইনি ব্যবস্থার পক্ষে সমজাতীয় দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব পালন করিবার ব্যবস্থা করে; এবং

(উ) অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে নমিনী শেয়ার হোল্ডার হিসাবে দায়িত্ব পালন বা অন্য ব্যক্তির জন্য দায়িত্ব পালন করিবার ব্যবস্থা করে।

(২) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি(১) এ প্রদর্শিত অবস্থাধীনে বিধি ১৩ এ প্রদর্শিত নির্দেশনা অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী আবশ্যকীয় রেকর্ড সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিষয়াদি প্রতিপালন করিবে।

(৩) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত অবস্থাধীনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক নির্ধারিত অভ্যন্তরীণ প্রভাবশালী ব্যক্তি ও বিদেশি Politically Exposed Persons (PEPs)—এর জন্য আবশ্যকীয় শর্তাদি পূরণ করিবে।

(৪) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি(১) এ উল্লিখিত অবস্থাধীনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসায় ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত নতুন প্রযুক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি প্রতিপালন করিবে।

(৫) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি(১) এ উল্লিখিত অবস্থাধীনে, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসায় ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত তৃতীয় পক্ষের উপর নির্ভরতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শর্তাবলি প্রতিপালন করিবে।

১৫। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী কর্তৃক সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিল করিবার বাধ্যবাধকতা।—(১) আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা ১এর দফা (ঘ) অনুযায়ী রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবীর জন্য নিম্নবর্ণিত উপযুক্ততার ভিত্তিতে সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট দাখিলের বাধ্যবাধকতা প্রয়োগযোগ্য হইবে, যথা :—

(ক) আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী এবং চার্টার্ড এ্যকাউন্ট্যান্ট যখন কোনো গ্রাহকের পক্ষে বা কোনো গ্রাহকের জন্য বিধি ১৪ এর উপ-বিধি ১এর দফা (গ) এ বর্ণিত কার্যক্রমের সহিত সম্পর্কিত আর্থিক লেনদেনে নিয়োজিত থাকে;

(খ) যখন মূল্যবান ধাতু বা পাথরের ডিলার গ্রাহকের সহিত ১০ (দশ) লক্ষ বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ অথবা বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত মূল্যমানের বাংলাদেশি টাকার নগদ লেনদেন করে;

(গ) যখন ট্রাস্ট বা কোম্পানি সেবা প্রদানকারী গ্রাহকের পক্ষে বা গ্রাহকের জন্য বিধি ১৪ এর উপ-বিধি ১ এর দফা (ঘ) এ উল্লিখিত কার্যক্রমের সহিত সম্পর্কিত কোনো লেনদেনে জড়িত থাকে।

ব্যখ্যা।—এই উপ-বিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী বা চার্টার্ড এ্যকাউন্ট্যান্ট স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী হিসাবে কর্মরত পেশাজীবীগণ যেক্ষেত্রে তাহাদের পেশাগত গোপনীয়তা বা বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্ত আইনানুগ পেশার সূত্রে প্রাসঙ্গিক বা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রাপ্ত হন, সেইক্ষেত্রে তাহাদেরকে সন্দেহজনক লেনদেন সম্পর্কে রিপোর্ট করিবার প্রয়োজন হইবে না এবং উক্ত বিধান সাধারণভাবে আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী বা চার্টার্ড এ্যকাউন্ট্যান্ট তাহাদের গ্রাহকের মাধ্যমে বা গ্রাহকের নিকট হইতে (ক) গ্রাহকের আইনি অবস্থান নিশ্চিতকরণকালে, অথবা (খ) বিচারিক, প্রশাসনিক, সালিসী বা মধ্যস্থতাকরণ প্রক্রিয়ায় গ্রাহকের পক্ষে বিবাদী হিসাবে বা প্রতিনিধি হিসাবে তাহাদের দায়িত্ব পালনকালে প্রাপ্ত বা সংগৃহীত তথ্যাদির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

(২) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অবস্থায়, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক সময় সময় অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার জন্য নির্ধারিত বিষয়াদি প্রতিপালন করিবে।

(৩) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অবস্থায়, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত উচ্চ নিরাপত্তা ঝুঁকি সম্পন্ন দেশের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনাসমূহ মানিয়া চলিবে।

(৪) বিধি ১৪ এর উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত অবস্থায়, রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আখ্যায়িত অ-আর্থিক ব্যবসা ও পেশাজীবী বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত গোপন তথ্য ফাঁস না করা এবং গোপনীয়তা রক্ষা করা সম্পর্কিত নির্দেশনাসমূহ মানিয়া চলিবে, কিন্তু যেইক্ষেত্রে আইনজীবী, নোটারী, অন্যান্য স্বাধীন আইনানুগ পেশাজীবী বা চার্টার্ড এ্যকাউন্ট্যান্ট কোনো গ্রাহকের অবৈধ কর্মকান্ড নিবারণে চেষ্টা করে, সেইক্ষেত্রে উহা তথ্য ফাঁসের শামিল হইবে না।

১৬। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান **(Non Profit Organization-NPO)**, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা **(Non Government Organization-NGO)** বা সমবায় সমিতি **(Cooperative Societies)**।—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সমবায় সমিতি নিম্নরূপ ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে, যথা :—

(ক) স্বীয় লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলি সংক্রান্ত তথ্যাদি সংরক্ষণ;

(খ) সংস্থার কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের (উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, নির্বাহী কমিটি, ট্রাস্টি বোর্ড বা অন্যান্য) পরিচিতি, দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতা সংক্রান্ত সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(গ) দফা (ক) ও (খ) তে উল্লিখিত সংরক্ষিত তথ্যাদি সংস্থার ওয়েবসাইটে প্রকাশসহ জনসাধারণের জন্য রাখা;

(ঘ) প্রযোজ্যক্ষেত্রে স্বীয় বৈদেশিক শাখার কার্যক্রম ও কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সম্পর্কে হালনাগাদ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(ঙ) যে সকল গ্রাহকের অনাদায়ী ঋণ বা জমার স্থিতি বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত সীমার বা তদপেক্ষা অধিক হয়, সেইসকল গ্রাহকের পরিচিতিমূলক সহায়ক দলিলাদিসহ সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(চ) গ্রাহকের সহিত সম্পর্ক অবসান হইবার তারিখ হইতে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসর উক্ত তথ্য ও দলিলাদি সংরক্ষণ;

(ছ) যেসকল প্রতিষ্ঠান বৈদেশিক সাহায্য, মঞ্জুরি, অনুদান বা ঋণ গ্রহণ করে সেই সকল প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনাদায়ী ঋণ বা সঞ্চয় স্থিতি সম্পর্কে পূর্বে উল্লিখিত বিধি অনুসরণপূর্বক তথ্য সংরক্ষণ;

(জ) এতদ্‌সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় সহায়ক দলিলাদি, নিরীক্ষিত বার্ষিক আর্থিক প্রতিবেদন, সকল সেক্টরের ব্যাখ্যামূলক নোটসমূহ ও অন্যান্য তথ্য ন্যূনতম ৫ (পাঁচ) বৎসর সংরক্ষণ;

(ঝ) যেসকল গ্রাহকের লেনদেন বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত পরিমাণ অর্থের সমান বা তদপেক্ষা অধিক হয়, সেই সকল লেনদেন ব্যাংকিং ব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পাদন;

(ঞ) উর্ধ্বতন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ, পরিচালনা পর্ষদের সদস্য, নির্বাহী কমিটি বা ট্রাস্টি বোর্ড সদস্য, যে নামেই অবহিত করা হউক না কেন, সকল তহবিলের ব্যয় প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ মর্মে নিশ্চিত করা এবং এই লক্ষ্যে বার্ষিক নিরীক্ষা সম্পাদন;

(ট) জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের রেজুলেশন নং ১২৬৭, ১৩৭৩, ও ১৭১৮ সহ অন্যান্য রেজুলেশন অনুযায়ী তালিকাভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে কোনো তহবিল গ্রহণ না করা বা তাহাদের প্রয়োজনে কোনো তহবিল সংগ্রহ, কোনো আর্থিক সম্পদের ব্যবস্থা বা তাহাদের হিসাব পরিচালনা না করা;

(ঠ) Financial Action Task Force Gi Public Statement এর অধীন কোনো দেশ বা দেশের কোনো ব্যক্তি বা সংস্থা হইতে তহবিল গ্রহণের সময় ঝুঁকি বিবেচনায় অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

(ড) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক তাহাদের দাতাগণের পরিচিতিমূলক সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ তথ্য এবং সহায়ক দলিলাদি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ;

(ঢ) যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে ছাড়পত্র ব্যতীত কোনো বৈদেশিক সাহায্য, অনুদান, দান বা ঋণ গ্রহণ হইতে বিরত রাখা এবং গৃহীত ছাড়পত্র সংরক্ষণ;

(ণ) গ্রাহককে প্রদত্ত তহবিল যাহাতে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত না হয় তদুদ্দেশ্যে উপযুক্ত তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা এবং তাহাদের নিকট কোনো ঘটনা বা লেনদেন সন্দেহজনক হিসাবে চিহ্নিত হইলে বা ধারণা হইলে উহা বিএফআইইউ প্রদত্ত নির্দেশনা অনুযায়ী বিএফআইইউ বরাবরে রিপোর্ট করা;

(ত) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে বিদ্যমান ব্যবস্থার সহিত সাংঘর্ষিক কোনো কাজে ব্যবহারের জন্য কোনো দাতা কর্তৃক অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বা অন্য কোনো সন্দেহ থাকিলে অবিলম্বে তাহা বিএফআইইউ বরাবরে রিপোর্ট করা; এবং

(থ) বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত সকল তথ্য এবং কাগজপত্র বা দলিলাদি বিএফআইইউ বরাবরে সরবরাহ করা।

ব্যাখ্যা।—দফা (ঙ) ও (চ) এ উল্লিখিত "গ্রাহক" অর্থে সংস্থার সুবিধাভোগী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা অন্যান্য সংস্থাকে বুঝাইবে।

১৭। উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ দেশসমূহ।—(১) **Financial Action Task Force** বা কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নে ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসাবে জনসম্মুক্ষে প্রকাশিত দেশের কোনো ব্যক্তি বা সত্তার সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন বা লেনদেন সম্পাদনের ক্ষেত্রে ঝুঁকির মাত্রা বিবেচনায় রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান অধিকতর সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) বিদেশি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের পূর্বে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসাবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে ঐ দেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা বিবেচনা করিতে হইবে।

১৮। সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং।—(১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে বিএফআইইউ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা অনুসারে সন্দেহজনক লেনদেন বা কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বিএফআইইউ এর নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) এর আওতায় দাখিলকৃত সন্দেহজনক লেনদেন বা বিএফআইইউ কর্তৃক, সময় সময়, সংজ্ঞায়িত সন্দেহজনক কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ করা যাইবে না এবং সন্দেহজনক লেনদেন বা কর্মকাণ্ডের প্রতিবেদন সম্পর্কিত কোনো তথ্য প্রকাশ আইনের ধারা ৬ এর বিধান অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর গঠন, দায়-দায়িত্ব, কর্মপদ্ধতি

১৯। কার্যক্রম সম্পাদনে স্বাধীনতা।—(১) আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে বিএফআইইউ অভ্যন্তরীণ বা বহিঃস্থ প্রভাব বা হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিবে।

(২) আইনানুগ কারণ ব্যতীত বিএফআইইউকে অন্য কোনো দায়িত্ব পালনে বাধ্য করা অথবা যথাযথ দায়িত্ব পালন করা হইতে বিরত রাখা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা প্রশাসনিক বিষয়ে অর্থাৎ উক্ত ধারার দফা (গ) এ বর্ণিত বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গভর্নরের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

২০। জবাবদিহিতা।—(১) বিএফআইইউ প্রতি বৎসর উহার কার্যাবলি সম্পর্কিত বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রকাশ করিবে এবং তাহা গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক ও জাতীয় সমন্বয় কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

(২) জাতীয় সংসদ ও তদোধীন গঠিত বিভিন্ন কমিটির যাচনার সূত্রে বিএফআইইউ উহার কার্যক্রমের গোপনীয়তার বিধান সংরক্ষণপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করিবে।

(৩) সরকারি অন্যান্য গোয়েন্দা সংস্থার ন্যায় বিএফআইইউ মাসিকভিত্তিতে তদ্‌কর্তৃক বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মন্ত্রণালয় বা সরকারি অন্য কোনো সংস্থায় প্রেরিত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের সার-সংক্ষেপ প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় বরাবরে প্রেরণ করিবে।

২১। আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা হিসাবে কতিপয় প্রাধিকার।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিএফআইইউ যে কোনো ব্যক্তি বা সত্তার নিকট মানিলন্ডারিং, সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট অপরাধ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্যাদি চাহিতে পারিবে।

(২) বিএফআইইউ এর অভ্যন্তরীণ ব্যয় ব্যতীত উহার 'গোপনীয় বিষয়' বাংলাদেশ ব্যাংকের অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বা অন্য কোনো সরকারি বা বেসরকারি সংস্থার নিরীক্ষার আওতাভুক্ত হইবে না; তবে বিএফআইইউ প্রধান কর্তৃক মনোনীত তাহার অধস্তন কর্মকর্তাগণের নেতৃত্বে গঠিত কমিটি কর্তৃক গোপনীয় বিষয়সমূহে নিয়মিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালিত হইবে এবং উক্ত কমিটি নিয়মিত বা বিএফআইইউ প্রধান কর্মকর্তার নির্দেশনা মোতাবেক তাহার নিকট নিরীক্ষা প্রতিবেদন উপস্থাপন করিবে।

(৩) বিএফআইইউ প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থাসহ বাংলাদেশ ব্যাংকে অবস্থিত হইবে এবং ইহা সরকার নির্ধারিত কবু Point Installation (KPI) শ্রেণির নিরাপত্তা ভোগ করিবে এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ও সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তার চাহিদা মোতাবেক বাস্তব ও যৌক্তিক নিরাপত্তা প্রদান করিবে।

২২। **বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগ পদ্ধতি।**—(১) বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর পদমর্যাদায় বিএফআইইউ এর একজন প্রধান কর্মকর্তা থাকিবে যিনি উপ-বিধি (৭) অনুসারে গঠিত বাছাই কমিটির সুপারিশক্রমে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত শর্ত ও মেয়াদে, চুক্তিভিত্তিক বা অন্যবিধভাবে বিএফআইইউ এর নির্বাহী প্রধান হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হইবেন।

(২) প্রধান কর্মকর্তা বিএফআইইউ এর সার্বক্ষণিক কর্মকর্তা হইবেন।

(৩) প্রধান কর্মকর্তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নরের জন্য প্রযোজ্য সুযোগ-সুবিধাদির অনুরূপ সকল সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হইবেন।

(৪) বিধি ২৩ এর বিধান সাপেক্ষে প্রধান কর্মকর্তার চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ ও তাহার চাকরির মেয়াদের ক্ষেত্রে, সরকারি কর্মচারী আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৫৭ নং আইন) বা, ক্ষেত্রমত, আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইন অনুসরণীয় হইবে।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর বিধান সাপেক্ষে, তিনি পুনঃনিয়োগের যোগ্য হইবেন।

(৬) প্রধান কর্মকর্তা, বিধি ১৯ এর উপ-বিধি (৩) সাপেক্ষে, বিএফআইইউ এর কার্যক্রমের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবেন।

(৭) বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগের সুপারিশের জন্য গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে নিম্নবর্ণিত ৫ (পাঁচ) সদস্যের সমন্বয়ে বাছাই কমিটি গঠিত হইবে, যথা :—

(ক) গভর্নর, বাংলাদেশ ব্যাংক	- সভাপতি;
(খ) সচিব/অতিরিক্ত সচিব, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(গ) সচিব/অতিরিক্ত সচিব, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়	- সদস্য;
(ঘ) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত আর্থিক খাতের একজন বিশেষজ্ঞ	- সদস্য;
(ঙ) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক একজন বিশেষজ্ঞ	- সদস্য;

(৮) গভর্নর কর্তৃক মনোনীত আর্থিক খাতের বিশেষজ্ঞ ও সাইবার সিকিউরিটি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মালিক বা সুবিধাভোগী কোনো কর্মকর্তা হইবেন না।

(৯) বাছাই কমিটি উপস্থিত সদস্যদের অন্যূন ৩ (তিন) জনের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অনধিক ৩ (তিন) জনের নামের একটি তালিকা প্রণয়ন করিয়া নিয়োগ প্রদানের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করিবে।

(১০) বিএফআইইউ কমিটিকে সাচিবিক সহায়তা প্রদান করিবে।

২৩। **বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা হইবার যোগ্যতা, অযোগ্যতা ইত্যাদি**।—(১) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত কার্যক্রমে ৩ (তিন) বৎসরের অভিজ্ঞতার অগ্রাধিকারসহ—

(ক) সরকারের অর্থ বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রমে অন্যূন ৫ (পাঁচ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসহ প্রশাসনিক কার্যক্রমে সর্বমোট অন্যূন ২০ (বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা; বা

(খ) কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যক্রমে সর্বমোট অন্যূন ২০(বিশ) বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বাংলাদেশের কোনো নাগরিক বিএফআইইউ-এর প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগের যোগ্য হইবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি প্রধান কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগের অযোগ্য হইবেন, যদি তিনি—

(ক) নৈতিক স্খলন বা ফৌজদারী কোনো অপরাধের দায়ে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক দোষী সাব্যস্ত হন;

(খ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হইবার পর দেউলিয়াত্বের দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত না হন;

(গ) কোনো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষিত বা চিহ্নিত হন;

(ঘ) দৈহিক ও মানসিক বৈকল্যের কারণে দায়িত্ব পালনে অক্ষম হন; এবং

(ঙ) বিভাগীয় মামলায় গুরু হন।

(৩) প্রধান কর্মকর্তা কর্মাবসানের পর ১ (এক) বৎসর কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার লাভজনক পদে নিয়োগ লাভের যোগ্য হইবেন না।

২৪। বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান কর্মকর্তার নিয়োগ ও অন্যান্য।—(১) প্রধান কর্মকর্তার সুপারিশ অনুসারে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালকগণের মধ্য হইতে বিএফআইইউ এর একজন সার্বক্ষণিক উপ-প্রধান কর্মকর্তা নিয়োজিত হইবেন।

(২) বিএফআইইউ প্রধান কর্মকর্তার অনুপস্থিতিতে উপ-প্রধান কর্মকর্তা তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলি সম্পর্কে যথাসময়ে প্রধান কর্মকর্তাকে অবহিত করিবেন।

(৩) বিএফআইইউ এর উপ-প্রধান কর্মকর্তা দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি গোপনীয় বিষয়ে অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা পরিচালনা, কর্মকর্তাদের দক্ষতা, সততা ও গোপনীয়তা রক্ষার মূল্যায়ন এবং বিএফআইইউ এর নিরাপত্তা পরিস্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক বিএফআইইউ প্রধান বরাবরে নিয়মিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

২৫। বিএফআইইউ এর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা।—(১) বিএফআইইউ এর জনবল প্রাথমিকভাবে বাংলাদেশ ব্যাংক সরবরাহ করিবে এবং তাহারা বাংলাদেশ ব্যাংকের জনবল কাঠামোর অর্ন্তভুক্ত থাকিয়া দায়িত্ব পালন করিবেন, তবে প্রধান কর্মকর্তা বিএফআইইউ এর কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের প্রয়োজনে অন্য কোনো সংস্থার নিকটও দক্ষ জনবল সরবরাহের অনুরোধ করিতে পারিবেন এবং বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যতীত অন্য সংস্থা হইতে বিএফআইইউতে নিয়োজিত কর্মকর্তার সকল ব্যয় সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে নির্বাহ করিতে হইবে।

(২) বাংলাদেশ ব্যাংক বিএফআইইউ এর নিকট হইতে অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বিএফআইইউ এর কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সরকারের পক্ষে উহাকে প্রয়োজনীয় লোকবল, তহবিল, অফিস সামগ্রী (logistics) ও কারিগরি সহায়তা প্রদান করিবে।

(৩) প্রধান কর্মকর্তার পূর্বানুমতি ব্যতীত উহার কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অন্যত্র বদলি বা কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিএফআইইউতে পদায়ন করা যাইবে না।

(৪) বিএফআইইউতে নিয়োগের পূর্বে উহাতে নিয়োগযোগ্য কর্মকর্তার পূর্বপরিচয় (background check) এবং/বা নিরাপত্তা যাচাই (security clearance) যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পাদন করিতে হইবে।

(৫) বিএফআইইউতে পদায়নযোগ্য কর্মকর্তাকে গোপনীয়তা রক্ষাসহ পেশাগত দক্ষতা ও সততা গুণসম্পন্ন হইতে হইবে।

(৬) সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীকে বিএফআইইউতে কাজ শুরু করিবার পূর্বে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-১' মোতাবেক গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকারপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৭) যদি কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারী গোপনীয়তা বা সততা রক্ষা করিতে ব্যর্থ হন বা কার্যে অবহেলা করেন, তাহা হইলে প্রধান কর্মকর্তা তাহার নিয়োগ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত কর্মকর্তাকর্মচারীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্তে অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৮) বিএফআইইউ এর প্রধান কর্মকর্তা, বিএফআইইউ এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের চাকুরীর ঝুঁকি বিবেচনাক্রমে সরকারের নিকট অনুমোদনের জন্য ঝুঁকি ভাতা প্রদানের সুপারিশ করিতে পারিবেন।

২৬। লেনদেন স্থগিত বা হিসাব অবরুদ্ধকরণ।—(১) আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) তে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিএফআইইউ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থায় রক্ষিত হিসাবের লেনদেন স্থগিত বা হিসাব অবরুদ্ধকরণ কার্যকর করিবে, যথা :—

(ক) স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশে হিসাব বা হিসাবধারী সম্পর্কে যতদূর সম্ভব বিস্তারিত তথ্যের সন্নিবেশ করিতে হইবে;

(খ) প্রতিটি স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের মেয়াদ হইবে ৩০ (ত্রিশ) দিন এবং বিএফআইইউ একটি নির্দিষ্ট হিসাবের বিপরীতে নির্দিষ্ট কারণে একাধিক্রমে ৭ (সাত) বার পর্যন্ত স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের মেয়াদ বৃদ্ধির অনুমোদনের ক্ষেত্রে যুক্তিসঙ্গত কারণ উপস্থাপন করিতে হইবে; এবং

(ঘ) বিএফআইইউ একই হিসাবে ভিন্ন ভিন্ন কারণে পৃথক পৃথক স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে স্থগিতাদেশের আওতাধীন হিসাবের স্থিতি হইতে হিসাব পরিচালন ব্যয় ও প্রযোজ্য সরকারি কর বা শুল্ক ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ ব্যয় বা উত্তোলন করা যাইবে না, তবে প্রচলিত হারে হিসাবের স্থিতির উপর সুদ বা মুনাফা হিসাবে জমাকৃত হইবে এবং যথাযথ প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া অর্থ জমা করা যাইবে।

(৩) ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে বিএফআইইউ কর্তৃক অবরুদ্ধকৃত হিসাবের স্থিতি হইতে হিসাব পরিচালন ব্যয় ও প্রযোজ্য সরকারি কর বা শুল্ক ব্যতীত অন্য কোনো অর্থ ব্যয় বা উত্তোলন করা যাইবে না, তবে প্রচলিত হারে হিসাবের স্থিতির উপর সুদ বা মুনাফা হিসাবে জমাকৃত হইবে এবং উহাতে অন্য কোনো অর্থ জমা করা যাইবে না।

(৪) অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রাপ্তির পর সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা উক্ত হিসাবের স্থিতি ও উক্ত হিসাবের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য হিসাবের (সন্দেহজনক হিসাবের ক্ষেত্রে) তথ্যাদি অবিলম্বে বিএফআইইউকে অবহিত করিবে।

(৫) বিএফআইইউ এর স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের ফলে নির্দোষ ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষ প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের পুনর্বিচেনার আবেদন করিলে বিএফআইইউ উপ-বিধি (৬) এ বর্ণিত প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবে।

(৬) স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের বিষয়ে নির্দোষ তৃতীয় পক্ষের আবেদন পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশ প্রদানের জন্য অন্যূন ৩ (তিন) সদস্যের সমন্বয়ে একটি পুনর্বিবেচনা কমিটি গঠন করিতে হইবে এবং উক্ত কমিটির সুপারিশ বিবেচনাক্রমে প্রধান কর্মকর্তা স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৭) স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ প্রদান এবং তাহা প্রত্যাহারে প্রধান কর্মকর্তার অনুমোদন আবশ্যক হইবে এবং উপ-প্রধান কর্মকর্তা স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশ বর্ধিত করিতে পারিবেন, তবে তাহা প্রধান কর্মকর্তাকে, সময় সময়, অবহিত করিতে হইবে।

২৭। জরিমানা ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ।—(১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা আইন, বিধিমালা বা বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হইলে বিএফআইইউ উক্ত সংস্থার প্রধানকে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কারণ দর্শানোর নোটিশ গ্রহণ না করিলে, বা নির্ধারিত সময়ে কারণ দর্শানোর নোটিশের জবাব প্রদান না করিলে বা নোটিশের জবাব বিএফআইইউ এর নিকট গ্রহণযোগ্য মর্মে বিবেচিত না হইলে বিএফআইইউ আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) এবং (৮) এর বিধানমতে জরিমানা আরোপ বা প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) এর বিধানমতে কোনো সংস্থা ৩ (তিন) বারের অধিক জরিমানার সম্মুখীন হইবার কারণে বিএফআইইউ উক্ত সংস্থা বা উক্ত সংস্থার কোনো শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের লাইসেন্স স্থগিত করিলে বিএফআইইউ কর্তৃক স্থগিতাদেশ প্রত্যাহার না করা অবধি উক্ত সংস্থা বা উক্ত সংস্থার কোনো শাখা, সার্ভিস সেন্টার, বুথ বা এজেন্টের ব্যবসা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম বন্ধ থাকিবে এবং নিবন্ধনকারী বা, ক্ষেত্রমত, লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে উক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত বিষয়টি অবহিত করিলে, উক্তরূপ অবহিত হইবার এক মাসের মধ্যে নিবন্ধনকারী বা লাইসেন্স প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ গৃহীত পদক্ষেপ বিএফআইইউকে অবহিত করিতে হইবে।

(৪) বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রতিপালন না করিবার জন্য রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা কর্মচারীর নিকট হইতে আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) ও (৮) এর অধীন আরোপকৃত জরিমানা আদায়যোগ্য হইবে।

(৫) আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪), (৫), (৬), (৭) ও (৮) এর বিধানানুযায়ী আদায়কৃত জরিমানার অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক বা, বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদনক্রমে, অন্য কোনো ব্যাংকে রক্ষিত বিএফআইইউ-এর হিসাবে জমা রাখা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্রতি অর্থবৎসরের সমাপ্তিতে উক্তরূপে জমাকৃত অর্থ, এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নির্দেশনা, যদি থাকে, সাপেক্ষে, সরকারি তহবিলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

(৬) বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রতিপালন না করিবার জন্য জরিমানার অর্থ আদায় করিবার সহিত রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা কর্তৃক দোষী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রশাসনিক বা শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহা ০১(এক) মাসের মধ্যে বিএফআইইউকে অবহিত করিতে হইবে।

২৮। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সাথে বিএফআইইউ এর সম্পর্ক।—(১) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ এবং বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে পরস্পরকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করিবে।

(২) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থা মূল্যায়ন বা তদারকি ব্যবস্থায় দ্বৈততা পরিহারে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ ও বিএফআইইউ যৌথভাবে বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করিবে।

(৩) বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে কিনা তাহা মূল্যায়নে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা স্বশাসিত কর্তৃপক্ষ ও বিএফআইইউ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে দ্বিপাক্ষিক সভা করিবে এবং বাস্তবায়ন অগ্রগতি কেন্দ্রীয় টাস্কফোর্সের সভায় উপস্থাপন করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

বিএফআইইউ হইতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদন ও অন্যান্য তথ্যাদির ব্যবহার

২৯। বিএফআইইউ হইতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদন।—(১) তদন্তকারী সংস্থা বিএফআইইউ হইতে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-২' মোতাবেক প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের গোপনীয়তা রক্ষাপূর্বক উহা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রতিবেদন অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণের জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিবে এবং উক্ত কর্মকর্তাকে প্রতিবেদনটির গোপনীয়তা রক্ষার নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(২) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রাথমিকভাবে বিশ্লেষণপূর্বক সংশ্লিষ্ট হিসাবের ক্ষেত্রে স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের প্রয়োজন হইবে কিনা বা স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধ-করণ আদেশ বহাল থাকিলে উহা বর্ধিত করিতে হইবে কিনা তাহা দ্রুত নিরূপণ করিবেন এবং অবরুদ্ধকরণের আবশ্যকতা থাকিলে উপযুক্ত আদালতের অনুমোদন গ্রহণ করিবেন।

(৩) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিএফআইইউ হইতে গোয়েন্দা প্রতিবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে বা বিদ্যমান স্থগিতাদেশ বা অবরুদ্ধকরণ আদেশের কার্যকরতা সমাপ্তির অনধিক ৭ (সাত) দিন পূর্বে (যাহা পূর্বে হয়) তদন্তকারী সংস্থা বিএফআইইউকে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৩' এর মাধ্যমে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থায় পরিচালিত হিসাব অবরুদ্ধকরণ বা লেনদেন স্থগিতাদেশের বা মেয়াদ বৃদ্ধির অনুরোধ করিবে।

(৪) তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক বিএফআইইউ এর গোয়েন্দা প্রতিবেদন আদালতে উপস্থাপন করা যাইবে না এবং গোয়েন্দা প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট বিএফআইইউ এর কোনো কর্মকর্তাকে আদালতে সাক্ষী হিসাবে উপস্থাপন করা যাইবে না।

(৫) অনুসন্ধান বা তদন্তের পর্যায়ে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকের তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে আদালতের ভিন্নরূপ আদেশ না থাকিলে এবং আদালতের আদেশ প্রাপ্তিতে জটিলতা তৈরি হইলে বা বিলম্ব হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহকের তথ্যাদি সংগ্রহের নিমিত্ত তদন্তকারী সংস্থা তাহার বিস্তারিত বিবরণ সন্নিবেশিত করিয়া এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৪' মোতাবেক প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহের জন্য বিএফআইইউকে অনুরোধ করিবে।

৩০। বিএফআইইউ এর মাধ্যমে বিদেশি ফিনানসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (এফআইইউ) হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন।—(১) এই আইনে বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তকালে কোনো বিদেশি ব্যক্তি বা সত্তার সম্পৃক্ততা উদ্‌ঘাটিত হইলে তদন্তকারী সংস্থা অভিযুক্ত বিদেশি ব্যক্তি বা সত্তার বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখপূর্বক এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৫' মোতাবেক বিদেশি এফআইইউ হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বিএফআইইউ বরাবরে অনুরোধ করিবে এবং এই উপ-বিধির আওতায় বাংলাদেশি ব্যক্তি বা সত্তার ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে 'ফরম-৫' মোতাবেক বিদেশি এফআইইউ হইতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করিবার জন্য বিএফআইইউ বরাবরে অনুরোধ করিবে।

(২) বিএফআইইউ এর মাধ্যমে বিদেশি এফআইইউ হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদনের গোপনীয়তা কঠোরভাবে রক্ষা করিতে হইবে এবং কোনো ভাবেই বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাইবে না।

(৩) বিদেশি এফআইইউ হইতে প্রাপ্ত প্রতিবেদন তদ্‌কর্তৃক অনুমোদিত উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহারের আবশ্যকতা বা উপলক্ষ তৈরি হইলে তদন্তকারী সংস্থা বিএফআইইউ এর মাধ্যমে তথ্য প্রদানকারী এফআইইউ এর অনুমোদন গ্রহণ করিবে।

৩১। অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলার কার্যক্রম বিএফআইইউকে অবহিতকরণ।—তদন্তকারী সংস্থা বিএফআইইউ হইতে প্রাপ্ত গোয়েন্দা প্রতিবেদনের ব্যবহার সম্পর্কিত তথ্য যথা- প্রাথমিক পর্যালোচনা বা অনুসন্ধান, মামলা দায়ের, তদন্ত, অভিযোগনামা দাখিল, বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৬' মোতাবেক বিএফআইইউকে অবহিত করিবে এবং তদন্তকারী সংস্থা নিজ উৎস হইতে বা অন্য কোনো আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংক্রান্ত মামলা পরিচালনা করিলে উহার তথ্য যথা- মামলা দায়ের, তদন্ত, অভিযোগনামা দাখিল, বিচারিক আদালতের সিদ্ধান্ত ইত্যাদি নিয়মিতভাবে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে এই বিধিমালার তফসিলে অন্তর্ভুক্ত 'ফরম-৬' মোতাবেক বিএফআইইউকে অবহিত করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত

৩২। রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের **(Regulatory Authority)** দায়-দায়িত্ব।—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিবন্ধন, লাইসেন্স বা ব্যবসার অনুমোদন প্রদানের ক্ষেত্রে 'বাজারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ম্যাকানিজম' (market entry control mechanism) বাস্তবায়ন করিবে যাহার মাধ্যমে—

(ক) কোনো অপরাধী বা তাহাদের সহযোগী যাহাতে কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার মালিক, পরিচালক, ব্যবস্থাপক বা উহা নিয়ন্ত্রণে বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের কোনরূপ সুবিধাভোগী হিসাবে জড়িত হইতে না পারে তাহা নিশ্চিত করিবে;

(খ) 'বাজারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ম্যাকানিজম' বাস্তবায়নে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিএফআইইউ, অন্যান্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নিকট হইতে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিবে বা প্রয়োজনীয় সহায়তা গ্রহণ করিবে; এবং

(গ) 'বাজারে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ ম্যাকানিজম' উক্ত প্রতিষ্ঠানে প্রকৃত সুবিধাভোগী এবং কোনো পরিচালক বা ব্যবস্থাপকের দায়িত্ব নবায়নের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

(২) বাংলাদেশে কোনো 'শেল ব্যাংক' স্থাপন বা উহার কার্যক্রম পরিচালনায় বাংলাদেশ ব্যাংক কোনো অনুমতি প্রদান করিবে না।

(৩) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের আওতাধীন সংস্থার মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণের (monitoring) জন্য স্ব স্ব সংস্থায় একটি নির্দিষ্ট উইং বা সেকশন, যে নামেই অভিহিত করা হোক না কেন, প্রতিষ্ঠা করিবে এবং মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ক কার্যক্রম সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে একজন 'মুখ্য যোগাযোগ কর্মকর্তা' মনোনীত করিবে।

(৪) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিএফআইইউ কর্তৃক যাচিত সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৫) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ উহার আওতাধীন সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট খাতের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন ঝুঁকি নিরূপণে বিএফআইইউ এর উদ্যোগের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিবে এবং সময় সময় বা আবশ্যকতার ভিত্তিতে তাহা পুনর্মূল্যায়ন করিবে এবং ঝুঁকি মোকাবেলার পদ্ধতি বিষয়ে যথাযথভাবে অবহিত থাকিবে।

(৬) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আইনের ধারা ২৩ এর উপ-ধারা (৩), (৪) ও (৫) এবং ধারা ২৫ এর উপ-ধারা ২(খ) এর অধীন বিএফআইইউ কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থার বিষয়ে অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে অবিলম্বে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৭) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের আওতাধীন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রেরণ, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তাহার আলোকে নির্দেশনা প্রদান, সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত করিতে সহায়ক গাইডলাইন ও ফিডব্যাক প্রদান করিবে এবং উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালন তদারকি করিবে।

(৮) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা, সেমিনার আয়োজন বা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কর্মসূচি গ্রহণ করিবে।

(৯) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহাদের আওতাধীন সংস্থাসমূহের সংশ্লিষ্ট সংগঠনকে (association) মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখিবার নির্দেশনা প্রদান করিবে।

(১০) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো নির্দেশনা জারির পূর্বে আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এতদসংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও বিএফআইইউ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনার সহিত উহার সামঞ্জস্যতা পরীক্ষা করিয়া দেখিবে এবং বিএফআইইউ-এর নির্দেশনা নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের নির্দেশনার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিএফআইইউকে উহা অবহিত করিবে।

(১১) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়মিত পরিদর্শন, তত্ত্বাবধান এবং মনিটরিং এর সময় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ ব্যবস্থার মূল্যায়ন অন্তর্ভুক্ত রাখিবে।

(১২) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ তাহার নিয়মিত পরিদর্শনে বা মনিটরিং এ আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত কোনো বিধান লংঘন উদ্‌ঘাটিত হইলে বা করিলে, আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বিএফআইইউকে অবহিত করিবে এবং আইনের ধারা ২৩ এর বিধান, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, এতদসংশ্লিষ্ট বিধিমালা ও বিএফআইইউ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা পরিপালনের ব্যর্থতা উদ্‌ঘাটিত হইলে বা কোনো সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম উদ্‌ঘাটিত হইলে তাহা বিএফআইইউকে অবিলম্বে অবহিত করিবে।

(১৩) রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইনের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের প্রধানের পূর্বানুমোদন আবশ্যক হইবে।

(১৪) অলাভজনক প্রতিষ্ঠান বা বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার নিয়ন্ত্রণকারী বা নিবন্ধনকারী সংস্থা তাহাদের আওতাধীন কোনো সংস্থা যদি

(ক) সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন করে বা সংস্থাটিকে সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে;

(খ) সম্পদ জব্দকরণ প্রক্রিয়া পরিহার করে অথবা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের পন্থা হিসাবে অপব্যবহৃত হয়; বা

(গ) বৈধ উদ্দেশ্যে গৃহীত তহবিল গোপনে সন্ত্রাসী বা সন্ত্রাসী সংস্থাকে সুবিধা প্রদানে ব্যবহার ইত্যাদি উদ্‌ঘাটিত হয়;

তাহা হইলে উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী বা নিবন্ধনকারী সংস্থা অবিলম্বে উহা বিএফআইইউকে অবহিত করিবে।

(১৫) নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিএফআইইউ এর যাচনার সূত্রে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্য এবং সহায়ক দলিলাদি বিএফআইইউ বরাবর সরবরাহ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়

রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা বা পেশাজীবী সংগঠনের দায়-দায়িত্ব

৩৩। স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা বা পেশাজীবী সংগঠনের দায়িত্ব।—আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট স্বনিয়ন্ত্রিত সংস্থা বা পেশাজীবী সংগঠন নিম্নরূপ দায়িত্ব পালন করিবে, যথা :—

(ক) আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯, সংশ্লিষ্ট বিধিমালা এবং বিএফআইইউ এর নির্দেশনা বাস্তবায়নে বিএফআইইউকে পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান;

(খ) উহার সদস্যদের কার্যক্রম, তদ্‌কর্তৃক সরবরাহকৃত পণ্য বা সেবায় মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়নের ঝুঁকি রহিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত হওয়ার নিমিত্ত, সময় সময়, বিএফআইইউ-এর সহায়তায় ঝুঁকি নিরূপণ;

(গ) উহার আওতাধীন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থাকে বিএফআইইউ এর নির্দেশনা প্রেরণ, নির্দেশনা প্রদান, সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম চিহ্নিত করিতে সহায়ক গাইডলাইন ও ফিডব্যাক প্রদান এবং উক্ত নির্দেশনা বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ;

(ঘ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধের বিষয়ে নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণ, কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন বা সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কর্মসূচি গ্রহণ;

(ঙ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় কার্যক্রমের ক্ষেত্রে অপরিপালিত বিষয় বা কোনো সন্দেহজনক লেনদেন বা কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত হইলে, তৎসম্পর্কে তথ্য বিএফআইইউকে সরবরাহ; এবং

(চ) বিএফআইইউ হইতে অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানিলন্ডারিং বা সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ে তথ্য ও সংশ্লিষ্ট দলিলাদি বিএফআইইউকে সরবরাহকরণ।

অষ্টম অধ্যায়
তথ্য বিনিময়

৩৪। স্থানীয় কর্তৃপক্ষের সহিত সাধারণ ও গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়।—(১) আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা বা অন্যান্য সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উহাদের নিকট সংরক্ষিত বা সংগৃহীত তথ্য অনুরোধের প্রেক্ষিতে বা স্বতঃপ্রণোদিতভাবে বিএফআইইউকে সরবরাহ করিবে এবং এইরূপ তথ্য প্রাপ্তির অনুরোধের ক্ষেত্রে বিএফআইইউ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে, যথা :—

(ক) তথ্য প্রাপ্তির জন্য বিএফআইইউ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারা উল্লেখপূর্বক যে প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে তথ্য প্রয়োজন উহার নিকট লিখিতভাবে অধিযাচন পত্র প্রেরণ করিবে;

(খ) বিএফআইইউ এর অধিযাচন পত্রে যাচিত তথ্য বা দলিলের বিবরণ, উদ্দেশ্য এবং তথ্য ও দলিলের সম্ভাব্য ব্যবহারের ক্ষেত্র উল্লেখ থাকিবে।

(২) যদি কোনো সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা সন্তোষজনক ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে উপ-বিধি (১) এ অনুরোধকৃত তথ্য সরবরাহ করা হইতে বিরত থাকে, তাহা হইলে বিএফআইইউ বিষয়টি জাতীয় সমন্বয় কমিটি বা ওয়ার্কিং কমিটির নিকট উপস্থাপন করিবে।

(৩) আইনের ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা উহাদের প্রধান কার্যালয়কে অবহিত করিয়া স্বতঃপ্রণোদিতভাবে তাহাদের নিকট সংরক্ষিত বা সংগৃহীত তথ্য বিএফআইইউকে সরবরাহ করিবে।

৩৫। বিদেশি অনুরূপ পক্ষের **(Counterpart)** সহিত তথ্য বিনিময়ের সাধারণ নীতি।— বিএফআইইউ কর্তৃক কোনো বিদেশি এফআইইউ এর সহিত তথ্য বিনিময় বা বাংলাদেশের অন্যান্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিদেশি অনুরূপ পক্ষের সহিত আইনে বর্ণিত অপরাধ বা সম্পৃক্ত অপরাধ সম্পর্কিত তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যথাযথ নিয়ন্ত্রণ, সুরক্ষা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত করিবে;

(খ) বিনিময়কৃত তথ্য যাহাতে ঘোষিত উদ্দেশ্যের বাহিরে অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা না হয় উহা অনুরোধকারী পক্ষ নিশ্চিত করিবে;

(গ) যদি বিদেশি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক দফা (ক) বা (খ) এর বিধান পরিপালনে ইতঃপূর্বে ব্যর্থতার নজির থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশি উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ পরবর্তীতে তথ্য সরবরাহ করিতে অস্বীকার করিতে পারিবে;

(ঘ) যেক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের বিদেশি অনুরূপ পক্ষের সহিত দ্বি-পাক্ষিক বা বহুপাক্ষিক চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর প্রয়োজন, সেইক্ষেত্রে আলোচনার মাধ্যমে এবং সময়োপযোগী পন্থায় বিস্তৃত পরিসরে বিদেশি অনুরূপ পক্ষের সহিত চুক্তি বা সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করিবে; এবং

(ঙ) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ ও বিদেশি অনুরূপ পক্ষ প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার ও উহার উপযোগিতা সম্পর্কে যথাসময়ে পরস্পরকে অবহিত করিবে।

৩৬। **কতিপয় কারণে তথ্য বিনিময়সহ অন্যান্য সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান না করা**।—উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ নিম্নবর্ণিত কারণে বিদেশি অনুরূপ পক্ষের তথ্য বিনিময়সহ অন্যান্য সহায়তার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করিবে না, যথা :—

(ক) অনুরোধকৃত বিষয়টির সহিত আর্থিক বিষয় সম্পৃক্ত থাকিবার কারণে;

(খ) আইন অনুযায়ী কোনো রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থার গোপনীয়তা বজায় রাখিবার প্রয়োজনীয়তার কারণে, তবে আইনি পেশার প্রাধিকার বা আইনি পেশার গোপনীয়তা সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক তথ্যের ক্ষেত্রে ইহা প্রযোজ্য হইবে না;

(গ) বাংলাদেশে কোনো মামলার অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচারিক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবার কারণে, যদি উক্তরূপ সহায়তা প্রদানের ফলে অনুসন্ধান, তদন্ত বা বিচারিক প্রক্রিয়া ব্যাহত না হয়; বা

(ঘ) অনুরোধকারী কর্তৃপক্ষের প্রকৃতি বা মর্যাদা (দেওয়ানী, প্রশাসনিক, আইন প্রয়োগকারী ইত্যাদি) উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের প্রকৃতি বা মর্যাদা হইতে ভিনরূপ হইবার কারণে।

৩৭। **বিনিময়কৃত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা**।—তথ্যের গোপনীয়তা ও উপাত্ত সুরক্ষা সংক্রান্ত উভয় পক্ষের বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ সহযোগিতার অনুরোধ ও বিনিময়কৃত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবে এবং উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ কমপক্ষে এইরূপে প্রাপ্ত অনুরোধ বা বিনিময়কৃত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করিবে যেইরূপে স্থানীয় উৎস হইতে সংগৃহীত তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

৩৮। **তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি**।—অনুরোধকারী কর্তৃপক্ষ বিনিময়কৃত তথ্যের গোপনীয়তা কার্যকরভাবে রক্ষা করিতে না পারিবার নজির থাকিলে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ তথ্য সরবরাহে অস্বীকৃতি জানাইতে পারিবে।

৩৯। **পরিদর্শন ও অনুসন্ধান পরিচালনা**।—বিদেশি পক্ষের অনুরোধ সূত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পরিদর্শন ও অনুসন্ধান পরিচালনা করিতে পারিবে এবং পরিদর্শন ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সংগৃহীত তথ্যাদি বিনিময় করিতে পারিবে।

৪০। **বিএফআইইউ এবং বিদেশি এফআইইউ বা অনুরূপ পক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়**।—(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এবং বিদেশি এফআইইউ এর সহিত তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে, আইনে প্রদত্ত ক্ষমতার অধীন বিএফআইইউ 'এগমন্ট গ্রুপ এর তথ্য বিনিময়ের নীতি' অনুসরণ করিবে।

(২) বিএফআইইউ তথ্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে প্রাপ্য সর্বাধিক নিরাপদ ও কার্যকর মাধ্যম ব্যবহার করিবে।

(৩) বিএফআইইউ বিদেশি এফআইইউ এর ধরণ নির্বিশেষে আইন ও সন্ত্রাস বিরোধী আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১৬ নং আইন) এর বিধান অনুযায়ী স্থানীয় পর্যায়ে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত বা সংগৃহীত তথ্য 'পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের নীতি (reciprocity)' অনুসরণপূর্বক বিনিময় করিতে পারিবে।

(৪) বিএফআইইউ অনুরোধের সূত্রে বা স্বতঃপ্রণোদিত বিদেশি অনুরূপ পক্ষের নিকট হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ব্যবহার বা সরবরাহকৃত তথ্য বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল বিষয়ে বিদেশি পক্ষকে ফিডব্যাক প্রদান করিবে।

(৫) বিদেশি অনুরূপ পক্ষের নিকট সহায়তার অনুরোধ করিবার ক্ষেত্রে বিএফআইইউ যতদূর সম্ভব অনুরোধকৃত ব্যক্তি বা সত্তার বিস্তারিত পরিচয়, প্রাপ্য তথ্য বা সহযোগিতার ধরন, যাচিত তথ্যের ব্যবহার বা যাচিত সহযোগিতার উদ্দেশ্য, গোপনীয়তা রক্ষার উপায় বা পদ্ধতি এবং 'পারস্পরিক তথ্য বিনিময়ের নীতি (reciprocity)' অনুসরণ করিবার বিষয়টি অনুরোধপত্রে উল্লেখ করিবে।

৪১। **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়**।—(১) ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ধারণকৃত তথ্যসহ অভ্যন্তরীণভাবে উহার নিকট রক্ষিত তথ্য বিদ্যমান আইনের বিধান মোতাবেক বিদেশি অনুরূপ পক্ষের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে বিনিময় করিতে পারিবে।

(২) ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশনা না থাকিলে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বিশেষত একই গ্রুপে কার্যরত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর যৌথ দায় রহিয়াছে এমন অন্য নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত তথ্যসমূহ বিনিময় করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) নিয়মন কার্যের (regulatory) তথ্যাদি, যথা- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি সংক্রান্ত তথ্য এবং আর্থিক খাত সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য;

(খ) সুবিবেচনাপ্রসূত নিয়মন কার্যে প্রাপ্ত তথ্যাদি (prudential information), নির্দিষ্ট অর্থে মূলনীতির তত্ত্বাবধায়কদের (Core Principles Supervisors) সংক্রান্ত তথ্যাদি, যথা- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যবসায়িক কার্যক্রম, প্রকৃত সুবিধাভোগী, ব্যবস্থাপনা, এবং মালিক ও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উপযুক্ততা ও সঠিকতা (fit and properness) বিষয়ক তথ্য; এবং

(গ) মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্যাদি, যথা- মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে অভ্যন্তরীণ নীতি ও পদ্ধতি, গ্রাহকের বিষয়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থার তথ্য, গ্রাহকের রেকর্ড, হিসাবের নমুনা ও লেনদেন বিষয়ক তথ্য।

(৩) আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ বৈদেশিক অনুরূপ পক্ষের অনুরোধের প্রেক্ষিতে তাহাদের পক্ষে পরিদর্শন কার্য পরিচালনা করিতে পারিবে।

(৪) যদি আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে অনুরোধকারী আর্থিক খাতের তত্ত্বাবধায়কদের সঠিক তথ্য রিপোর্ট করিতে বা জানাইতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের বিনিময়কৃত তথ্য বিতরণের বা তত্ত্বাবধান এবং অন্য কোনো কারণে ব্যবহারের আগাম অনুমোদন রহিয়াছে কিনা অনুরোধকারী আর্থিক খাতের তত্ত্বাবধায়কগণ তাহা নিশ্চিত করিবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে অনুরোধকারী আর্থিক খাতের তত্ত্বাবধায়ক অবিলম্বে এইরূপ বাধ্যবাধকতার বিষয়টি অনুরোধকৃত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিবে।

৪২। আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে তথ্য বিনিময়।—(১) তদন্তকারী সংস্থা মানিলন্ডারিং, সম্পৃক্ত অপরাধ চিহ্নিতকরণ ও খুঁজিয়া বাহির করিবার জন্য অভ্যন্তরীণভাবে সহজলব্ধ গোয়েন্দা তথ্য বৈদেশিক অনুরূপ পক্ষ (counterpart)-এর সহিত বিনিময় করিতে পারিবে।

(২) তদন্তকারী সংস্থা বৈদেশিক সহায়ক পক্ষের ব্যবহৃত তদন্ত কৌশলসহ দেশে প্রচলিত আইন অনুসারে ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে এবং ইন্টারপোল, ইউরোপোল বা ইউরোজাস্ট ও স্বতন্ত্র দেশের মধ্যে চুক্তির ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগ সংক্রান্ত সহায়তার ক্ষেত্রে বিদ্যমান ব্যবস্থা বা প্রচলিত রীতির পক্ষে তথ্য সংগ্রহ ও তদন্ত পরিচালনা করিতে অনুরোধকৃত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা উহা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিধি-নিষেধ আরোপ করিতে পারিবে।

৪৩। অনুরূপ পক্ষ নয় এমন ক্ষেত্রে তথ্য বিনিময়।—(১) বিধি ৪২ এর নীতি প্রতিপালন সাপেক্ষে বাংলাদেশের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ অনুরূপ পক্ষ নয় এমন ক্ষেত্রে পরোক্ষভাবে তথ্য বিনিময় করিতে পারিবে।

(২) উক্তরূপ অনুরোধের ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য এবং যাহার পক্ষে অনুরোধ করা হয়েছে উহা উল্লেখ করিতে হইবে।

নবম অধ্যায়

অনুসন্ধানকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব

৪৪। **প্রাথমিক পর্যালোচনা**।—আইনের ধারা ২ এর দফা (শ)-এ উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধ প্রতিরোধ বা অনুসন্ধানকালে সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অনুসন্ধানকারী সংস্থা উক্ত অপরাধ সংঘটনে অর্থের ব্যবহার বা উক্ত অপরাধ হইতে কোনো আয় হইয়াছে কিনা তাহা পর্যালোচনাপূর্বক চিহ্নিত করিবে, এবং উহাতে মানিলন্ডারিং এর কোনো আলামত পরিলক্ষিত হইলে, এবং সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বা অনুসন্ধানকারী সংস্থা আইন অনুসারে মানিলন্ডারিং অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, আইন ও এই বিধিমালার আলোকে মানিলন্ডারিং অপরাধেরও অনুসন্ধান পরিচালনা করিবে।

৪৫। **অনুসন্ধানের নিমিত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থায় নথি প্রেরণ**।—বিধি ৪৪ এ উল্লিখিত বিষয়ে আইন মোতাবেক মানিলন্ডারিং অপরাধ অনুসন্ধানের ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইলে, এই বিধিমালার তফসিলে বর্ণিত 'তালিকা-১' এ উল্লিখিত অনুসন্ধানের এর জন্য নির্ধারিত সংস্থার নিকট বিস্তারিত উল্লেখ করিয়া অনুসন্ধান ও তদন্ত পরিচালনার নিমিত্ত প্রেরণ করিবে।

৪৬। **প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগ যাচাই-বাছাই কমিটি**।—(১) আইনে উল্লিখিত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগ যাচাই-বাছাই এর জন্য অনুসন্ধানকারী সংস্থা উহার প্রধান কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় ও জেলা কার্যালয়ে এক বা একাধিক কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে বা, ক্ষেত্রমত, এক বা একাধিক কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত কমিটি ৩ (তিন) জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত হইবে।

(৩) অনুসন্ধানকারী সংস্থা, আদেশ দ্বারা, এই বিধির অধীন গঠিত কমিটি, সময় সময়, বাতিল বা পুনর্গঠন করিতে পারিবে।

৪৭। **যাচাই-বাছাই পদ্ধতি**।— (১) প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ের রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত করিয়া উহা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) প্রাথমিক তথ্য যাচাই-বাছাই এর জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা যাচাই বাছাই কমিটি প্রাথমিক তথ্য বা অভিযোগের সমর্থনে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত বিবেচনা করিবে এবং কোন কোন প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগের অনুসন্ধান কার্য পরিচালনা করা প্রয়োজন উহার একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে এবং যে সকল প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগের আপাত সত্যতা বা যথার্থতা পাওয়া যাইবে না, সেই সকল প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগসমূহের পৃথক একটি তালিকা প্রস্তুত করিবে।

(৩) উপ বিধি (২) এর অধীন প্রস্তুতকৃত তালিকা প্রত্যেক জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয় সংশ্লিষ্ট জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অথবা গঠিত যাচাই বাছাই কমিটি কর্তৃক সুপারিশ প্রদানের তারিখ হইতে অন্যূন ১০ (দশ) কার্যদিবসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।

(৪) অনুসন্ধানকারী সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে সরাসরি প্রাপ্ত অথবা জেলা বা বিভাগীয় কার্যালয় হইতে প্রাপ্ত প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগসমূহ সংস্থার বা কমিশনের প্রধান কর্তৃক নির্ধারিত দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা অনুমোদিত ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি উক্ত প্রাথমিক তথ্য ও অভিযোগের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য সংস্থার কমিশনের প্রধান এর নিকট অথবা সংস্থার কমিশনের প্রধান কর্তৃক অনুমোদিত একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার নিকট উপস্থাপন করিবেন।

৪৮। **যাচাই-বাছাই এর সময়সীমা**।—যাচাই-বাছাই কার্যক্রম অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে, তবে প্রাথমিক তথ্য বা অভিযোগের সংখ্যা, গুরুত্ব ইত্যাদি বিবেচনায় সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে এই সময়সীমা অন্যূন ১০ (দশ) কার্যদিবস পর্যন্ত বৃদ্ধি করা যাইবে।

৪৯। **অনুসন্ধান**।—(১) অনুসন্ধানকারী সংস্থার প্রধান বা কমিশনের চেয়ারম্যান কর্তৃক দায়িত্ব প্রাপ্ত একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা আইনে বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধানের বিষয়ে অনুমোদন প্রদান করিবেন এবং আলোচ্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানটির মানব সম্পদ কাঠামোর সর্বোচ্চ পর্যায় হইতে দুই ধাপের নিম্নে হইবেন না।

(২) অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী সংস্থা নিজস্ব সংস্থায় বিদ্যমান প্রথা ও কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিবে, তবে অনুসন্ধানকালে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত কোনো গ্রাহকের হিসাব সম্পর্কিত তথ্যাদির প্রয়োজন হইলে বিএফআইইউ বরাবর পত্র বা ই-মেইল এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহের জন্য অনুরোধ করিবে।

(৩) দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করিয়া নির্ধারিত ছক অনুযায়ী তাহার তদারককারী কর্মকর্তার নিকট প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (৩)-এ উল্লিখিত অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণে অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হইলে, অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবস সম্পন্ন হইবার পূর্বেই তাহার তদারককারী কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন এবং তদারককারী কর্মকর্তার নিকট আবেদনের বিষয় যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে, তিনি অনধিক ১৫ (পনের) কার্যদিবস পর্যন্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবেন এবং এইরূপ বর্ধিতকরণের বিষয়টি সংস্থার প্রধানকে অবহিত করিবেন, তবে উক্ত সংস্থার প্রধান যৌক্তিক বিবেচনা করিলে অনুসন্ধানের সময়সীমা যুক্তিসঙ্গত মেয়াদ পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৫) এই বিধিতে উল্লিখিত সময় বৃদ্ধির আবেদনে প্রদত্ত কারণ অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অথবা অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিধি অনুসারে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে উক্ত সংস্থায় বিদ্যমান পদ্ধতি অনুসারে চাকুরী বিধির আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) উপ-বিধি (৩) ও (৪) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত না হইলে সংস্থার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সংস্থার অপর একজন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবেন এবং এইরূপে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই বিধি অনুসারে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করিবেন।

(৭) এই বিধির অধীনে অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কি না তাহা তদারকির জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে একজন উপযুক্ত তদারককারী কর্মকর্তাও নিয়োগ করিতে হইবে এবং তদারককারী কর্মকর্তা সংস্থার নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণপূর্বক অনুসন্ধান কার্যক্রম তদারক করিবেন।

দশম অধ্যায়

অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ ও ক্রোক, জব্দকরণ এবং এই ধরনের সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা

৫০। সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক, বাজেয়াপ্তকরণ এবং অন্যান্য।—(১) আইনের ধারা ১৪ এর অধীন প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদালত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেখানেই হোক, (ক) মানিলন্ডারিং এর সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি, (খ) মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায়ে ব্যবহৃত মাধ্যম (instrumentalities) বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত মাধ্যম বা অনুরূপ মাধ্যম হইতে উদ্ভূত কোনো অর্থ বা সম্পত্তি, বা (গ) সমমূল্যের সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোক আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(২) যদি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দোষ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে যে সম্পত্তি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিমের বিপরীতে শর্তাধীনে (Subject to charge) রহিয়াছে, আদালত প্রথমে উক্ত সম্পত্তি হইতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ বা সম্পত্তির উপর অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ জারি করিবে এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে আদালত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবশিষ্ট মূল্যের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অন্য সম্পত্তি হইতে সমমূল্যের (Corresponding Value) অর্থ বা সম্পত্তির উপর অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ জারি করিবে।

(৩) আইনের ধারা ১৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদালত, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে যেখানেই হোক, (ক) মানিলন্ডারিং এর সহিত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি, (খ) মানিলন্ডারিং বা সম্পৃক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিপ্রায় এ ব্যবহৃত মাধ্যম (instrumentalities) বা ব্যবহারের জন্য অভিপ্রেত মাধ্যম বা অনুরূপ মাধ্যম হইতে উদ্ভূত কোনো অর্থ বা সম্পত্তি, বা (গ) সমমূল্যের সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকরণের আদেশ জারি করিতে পারিবে ।

(৪) যদি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান নির্দোষ প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে যে সম্পত্তি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত ঋণ বা অগ্রিমের বিপরীতে শর্তাধীনে (Subject to charge) রহিয়াছে, আদালত প্রথমে উক্ত সম্পত্তি হইতে ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পাওনা বাদ দিয়া অবশিষ্ট অর্থ বা সম্পত্তির উপর অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ জারি করিবে এবং এইরূপ পরিস্থিতিতে আদালত সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অবশিষ্ট মূল্যের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি বা সত্তার অন্য সম্পত্তি হইতে সমমূল্যের (Corresponding Value) অর্থ বা সম্পত্তির উপর বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ জারি করিবে।

(৫) আদালত কোনো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে, উক্ত সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসক উক্ত বাজেয়াপ্ত আদেশ কার্যকর করিবে ।

(৬) যদি আইনের ধারা ২১এর অধীন কোনো ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ঞযব ঈড়ফব ড়ভ ঈরারষ চৎড়পবফঁৎব, ১৯০৮ (Act No. V of 1908) এর প্রথম তফসিলের আদেশ ৪০ এর বিধি ২, ৩, ৪ ও ৫ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(৭) ব্যবস্থাপক বা তত্ত্বাবধায়ক সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে রক্ষণাবেক্ষণসহ কৃষি জমি, কৃষি ব্যবহার, বাড়ি বা ফ্ল্যাট ইত্যাদি ভাড়া প্রদান, ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক যানবাহন পরিচালনার ব্যবস্থা করিবে এবং উক্তরূপে প্রাপ্ত আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট আদালতে হিসাব দাখিল করিবেন।

একাদশ অধ্যায়

তদন্তকারী সংস্থার দায়-দায়িত্ব

৫১। তদন্ত।—(১) তদন্তকারী সংস্থা অনুসন্ধানান্তে নিজস্ব সংস্থার একজন কর্মকর্তাকে তদন্ত কর্মকর্তা হিসাবে মনোনয়ন প্রদান করিবে, তবে শর্ত থাকে যে, কোনো তদন্তকারী সংস্থা কর্তৃক তদন্ত কর্মকর্তা নিয়োগ করা হইলে এবং পরবর্তীতে যৌথ তদন্ত দল গঠন করার প্রয়োজন অনুভূত হইলে, বিএফআইইউকে তাহা লিখিতভাবে অনুরোধ করিবে।

(২) এই বিধির অধীন তদন্তের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কি না তাহা তদারকির জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে একজন উপযুক্ত তদারককারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে এবং তদারককারী কর্মকর্তা নিজ সংস্থার নির্ধারিত পদ্ধতিতে তদন্ত কার্যক্রম তদারক করিবেন।

(৩) তদন্তকারী সংস্থা মামলার সফল পরিসমাপ্তির লক্ষ্যে আদালতে অভিযোগনামা দাখিলের পূর্বে উক্ত অভিযোগনামা পর্যালোচনা ও মূল্যায়নের নিমিত্ত নিজস্ব আইনজীবী অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পাবলিক প্রসিকিউটর এর পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

(৪) তদন্তকারী কর্মকর্তা নিজস্ব সংস্থায় বিদ্যমান কার্যপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া দায়িত্বপ্রাপ্তির তারিখ হইতে অন্যূন ৬০ (ষাট) কার্যদিবসের মধ্যে তদন্ত কার্য সমাপ্ত করিয়া তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট নিয়মানুযায়ী তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে যুক্তিসঙ্গত কারণে তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভবপর না হইলে উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ৬০ (ষাট) কার্যদিবস সম্পন্ন হইবার পূর্বেই তদন্তকারী কর্মকর্তা তাহার ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার নিকট আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে তিনি অন্যূন ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) কার্যদিবস পর্যন্ত সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবেন, তবে আদালতের নিকট তদন্তকারী কর্মকর্তার আবেদন গ্রহণযোগ্য প্রতীয়মান হইলে আদালত যৌক্তিক সময় পর্যন্ত তদন্তের সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে।

(৬) এই বিধিমালায় বর্ণিত সময়সীমা বৃদ্ধির আবেদনে প্রদত্ত কারণ গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত না হইলে অথবা তদন্তকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিধিমালা অনুসারে সময়সীমা বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে উক্ত সংস্থার চাকুরী বিধির আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৭) এই বিধিমালার অধীন কোনো অভিযোগের তদন্তকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তদন্ত কার্যে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা দৈনিক ভিত্তিতে তাহার তদন্তকার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে The Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898) অনুযায়ী তদন্তের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত কেস ডায়েরি প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ডায়েরির অনুলিপি অভিযোগনামা বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য উপস্থাপনের সময় উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৯) মানিলন্ডারিং অপরাধ বিষয়ক তদন্ত চলাকালে তদন্তকারী সংস্থার নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অভিযোগের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করা প্রয়োজন তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে লিখিত নোটিশ প্রদান করিয়া নোটিশে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিবার সুযোগ প্রদান করিতে পারিবে।

(১০) উপ-বিধি (৯) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ খণ্ডন করিয়া নোটিশে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে বা তাহার নিয়োজিত আইনজীবীসহ মৌখিক বা লিখিত বক্তব্য পেশ করিতে পারিবে, এবং উক্তরূপে বক্তব্য পেশ করা হইলে উহা সংশ্লিষ্ট নথিতে অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫২। আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের অনুমতি প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ।—(১) আইনে উল্লিখিত অপরাধের তদন্ত সমাপ্ত হইবার পর আদালতে প্রতিবেদন দাখিলের অনুমতি প্রদানের নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ বলিতে দুর্নীতি দমন কমিশনের ক্ষেত্রে, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (ঙ) এ সংজ্ঞায়িত কমিশন এবং এই বিধিমালার তফসিলের 'তালিকা-১' এ উল্লিখিত অন্যান্য তদন্তকারী সংস্থার ক্ষেত্রে, সংস্থার প্রধানকে বুঝাইবে।

(২) মানিলন্ডারিং অপরাধের অভিযোগ তদন্তের পর কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হইলে, বিচার সুপারিশ করিয়া উপযুক্ত আদালতে মামলা দায়ের করিবার ক্ষেত্রে, আইনের ধারা ১২ অনুযায়ী উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত তদন্তকারী সংস্থার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ আবশ্যক হইবে এবং এইরূপ অনুমোদনপত্রের একটি কপি আদালতে দাখিল করা না হইলে আদালত অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

(৩) মানিলন্ডারিং অপরাধ বিষয়ে কোনো অভিযোগ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সরাসরি আদালতে দায়ের করা যাইবে না :

তবে, শর্ত থাকে যে, যদি কোনো উপযুক্ত আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, অভিযোগকারী উক্ত অপরাধ সংঘটন সংক্রান্ত অভিযোগ কোনো তদন্তকারী সংস্থার কার্যালয়ে করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া ব্যর্থ হইয়াছেন, তাহা হইলে আদালত অভিযোগটি গ্রহণ করিয়া উহা তদন্তের জন্য তদন্তকারী সংস্থাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) কোনো কারণে তদন্ত প্রতিবেদনের সহিত অনুমোদন পত্রের কপি সংযুক্ত করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট আদালত তদন্ত প্রতিবেদন পাইবার পর পরই সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রধানকে সম্বোধন করিয়া পত্রের মাধ্যমে অনুমোদন চাহিতে পারিবেন।

৫৩। **যুগপৎ তদন্ত**।—তদন্তকারী সংস্থা একই সাথে সম্পৃক্ত অপরাধ ও সম্পৃক্ত অপরাধ হইতে উদ্ভূত মানিলন্ডারিং অপরাধের যুগপৎ অনুসন্ধান ও তদন্তকার্য পরিচালনা করিতে পারিবে।

৫৪। **যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত**।—(১) কোনো তদন্তকারী সংস্থার অনুরোধে বা প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হইলে বিএফআইইউ, সরকারের সহিত পরামর্শক্রমে, এই বিধিমালার তফসিলের 'তালিকা-১' এ উল্লিখিত একাধিক তদন্তকারী সংস্থার সমন্বয়ে একটি নির্দিষ্ট তদন্তকারী সংস্থার তদন্ত কর্মকর্তাকে প্রধান করিয়া একটি যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত দল গঠন করিবে।

(২) বিএফআইইউ এইরূপ অনুসন্ধান বা তদন্ত দল গঠন করিলে সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহ বিএফআইইউ এর চাহিদা মোতাবেক উপযুক্ত সংখ্যক কর্মকর্তা মনোনয়ন, মামলার সুষ্ঠু অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য প্রয়োজনীয় অন্যান্য সুযোগ সুবিধাসহ সর্বোচ্চ সহযোগিতা প্রদান করিবে।

(৩) তদন্ত পরিচালনাকালে যদি কোনো তদন্তকারী সংস্থার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট নয় এইরূপ সম্পৃক্ত অপরাধের সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে তাহা হইলে বিএফআইইউ কে অবহিতকরণপূর্বক সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় অভিযোগটি প্রেরণ করিবে, অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যৌথ তদন্ত দল গঠন করিবার জন্য বিএফআইইউকে অনুরোধ করিবে।

(৪) যৌথ অনুসন্ধান ও তদন্ত দলের জন্য কর্মকর্তা মনোনয়নের অনুরোধ করা হইলে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থা ৭(সাত) কর্মদিবসের মধ্যে বিএফআইইউকে মনোনীত কর্মকর্তার বিস্তারিত তথ্য অবহিত করিবে।

(৫) যৌথ তদন্তের ক্ষেত্রে যে সংস্থা হইতে তদন্ত দলের প্রধান মনোনীত হইবে সেই সংস্থার নির্ধারিত কর্তৃপক্ষ আদালতে মামলা দায়েরের অনুমোদন প্রদান করিবে।

(৬) যৌথ তদন্তের ক্ষেত্রে যে সংস্থা তদন্ত দলের প্রধান মনোনীত হইবে সেই সংস্থা হইতে তদারক-কারী কর্মকর্তা নিয়োগ করিতে হইবে যিনি বিধি ৫১ এর উপ-বিধি (২) মোতাবেক দায়িত্ব পালন করিবেন।

৫৫। **বিশেষ তদন্ত পদ্ধতি অনুসরণ**।—যেহেতু মানিলন্ডারিং একটি আন্তর্রাষ্ট্রীয় ও সদা পরিবর্তনশীল প্রকৃতির অপরাধ, সেহেতু তদন্তকারী সংস্থা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের নিরিখে উন্নত প্রযুক্তি অবলম্বনে বিশেষ তদন্ত পদ্ধতি অনুসরণ করিতে পারিবে।

দ্বাদশ অধ্যায়

বিবিধ

৫৬। বিধিমালার ইংরেজি পাঠ প্রকাশ।—(১) এই বিধিমালা জারির পর, যথাশীঘ্র সম্ভব, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই বিধিমালার ইংরেজিতে অনূদিত একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ প্রকাশ করিতে হইবে।

(২) বাংলা পাঠ এবং ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাধান্য পাইবে। ৫৭। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) "Money Laundering Prevention Rules, 2013 (S.R.O No. 357-Law/2013)", অতঃপর উক্ত বিধিমালা বলিয়া উল্লিখিত, এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত হওয়া সত্ত্বেও উক্ত বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত কোনো মামলা বা গৃহীত কোনো কার্যক্রম বা কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এইরূপে নিষ্পন্ন হইবে যেন উহা এই বিধিমালার অধীন দায়েরকৃত বা গৃহীত হইয়াছে।

তফসিল

[আইনের ধারা ২(ঠ) এবং বিধি ২(১)(খ) দ্রষ্টব্য]

তালিকা-১

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ এ বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য নির্ধারিত সংস্থা[১]

ক্রমিক	সম্পৃক্ত অপরাধ	সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য নির্ধারিত সংস্থা
০১	দুর্নীতি ও ঘুষ	দুর্নীতি দমন কমিশন
০২	মুদ্রা জালকরণ	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৩	দলিল দস্তাবেজ জালকরণ	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৪	চাঁদাবাজি	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৫	প্রতারণা	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৬	জালিয়াতি	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৭	অবৈধ অস্ত্রের ব্যবসা	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৮	অবৈধ মাদক ও নেশাজাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা	মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
০৯	চোরাই ও অন্যান্য দ্রব্যের অবৈধ ব্যবসা	বাংলাদেশ কাস্টমস, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১০	অপহরণ, অবৈধভাবে আটকে রাখা ও পণবন্দী করা	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১১	খুন, মারাত্মক শারীরিক ক্ষতি	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১২	নারী ও শিশু পাচার	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৩	চোরাকারবার	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৪	দেশি ও বিদেশি মুদ্রা পাচার	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৫	চুরি বা ডাকাতি বা দস্যুতা বা জলদস্যুতা বা বিমান দস্যুতা	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৬	মানব পাচার	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ

ক্রমিক	সম্পৃক্ত অপরাধ	সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে বর্ণিত অপরাধ অনুসন্ধান ও তদন্তের জন্য নির্ধারিত সংস্থা
১৭	যৌতুক	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৮	চোরাচালানী ও শুল্ক সংক্রান্ত অপরাধ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
১৯	কর সংক্রান্ত অপরাধ	জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
২০	মেধাস্বত্ব লংঘন	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২১	সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থ যোগান	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২২	ভেজাল বা স্বত্ব লংঘন করে পণ্য উৎপাদন	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২৩	পরিবেশগত অপরাধ	পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২৪	যৌন নিপীড়ন (সেক্সুয়াল এক্সপ্লয়টেশন)	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২৫	পুঁজিবাজার সংক্রান্ত অপরাধ (ইনসাইডার ট্রেডিং এন্ড মার্কেট ম্যানিপুলেশন)	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
২৬	সংঘবদ্ধ অপরাধ	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ
২৭	ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে অর্থ আদায়	বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ

[১](ক) মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইনে উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধসমূহের মধ্যে যেই সকল অপরাধ দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ এর তফসিল মোতাবেক তদন্তের দায়িত্ব দুর্নীতি দমন কমিশনের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত অপরাধ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং অপরাধের তদন্ত দুদক কর্তৃক পরিচালিত হইবে;

(খ) যৌথ তদন্ত দল গঠন আবশ্যক হইলে আইনের ধারা ৯ এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে এবং যৌথ তদন্ত কার্যক্রমে বিধি ৫৪ অনুসরণীয় হইবে;

(গ) তালিকা-১ এ উল্লিখিত সম্পৃক্ত অপরাধের মধ্যে যেই সকল অপরাধ বাংলাদেশ পুলিশের বিভিন্ন বিভাগ তদন্তের দায়িত্ব প্রাপ্ত সেই সকল অপরাধের সহিত সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং অপরাধ বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ কর্তৃক সম্পাদনীয় বিধায় বাংলাদেশ পুলিশের সম্পৃক্ত অপরাধ তদন্তকারী বিভাগ সংশ্লিষ্ট মানিলন্ডারিং কেইসটি তদন্তের জন্য যথাযথ নথিসহ অপরাধ তদন্ত বিভাগে প্রেরণ করিবে; এবং

(ঘ) তালিকায় উল্লিখিত মানিলন্ডারিং অপরাধ তদন্তকারী সংস্থা এই আইনের ধারা ৫, ৬, ৭ ও ৮ উল্লিখিত অন্যান্য অপরাধসমূহও তদন্ত করিবে।

বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট

ফরম-১

[বিধি ২৫ উপ-বিধি (৬) দ্রষ্টব্য]

গোপনীয়তা রক্ষার অঙ্গীকারপত্র

আমি, নিম্ন স্বাক্ষরকারী এই মর্মে অঙ্গীকার করিতেছি যে,

১। বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এ কর্মরত থাকা অবস্থায় আমার কর্মপরিধি ও পদ্ধতির সূত্রে প্রাপ্ত সকল তথ্য গোপনীয় মর্মে বিবেচনা করিব এবং মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, সন্ত্রাস বিরোধী আইন ও এই আইন দুইটির আওতায় জারিকৃত বিধিমালা, সার্কুলার, সার্কুলার লেটার, গাইডলাইনস্ ও বিএফআইইউ ম্যানুয়াল এর নির্দেশনার বাহিরে বা বিএফআইইউ এর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কাহারো নিকট তাহা প্রকাশ করিব না।

২। বিএফআইইউ এর কর্মসূত্রে প্রাপ্ত তথ্য বা দলিলাদি কোনো অবস্থাতেই আমার ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য বা সুবিধা আদায়ের জন্য ব্যবহার করিব না।

৩। বিএফআইইউ হইতে কর্মাবসানের ক্ষেত্রে (বদলি, অবসর গ্রহণ, চাকুরীচ্যুতি যাহাই হোক না কেন) আমার নিকট রক্ষিত সকল তথ্য বা দলিলাদি (সফ্‌ট কপি বা হার্ড কপি) ফেরত প্রদান করিব বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বিএফআইইউ এর উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমোদনের সূত্রে ধ্বংস করিব।

৪। বিএফআইইউ হইতে কর্মাবসানের (বদলি, অবসর গ্রহণ, চাকুরীচ্যুতি যাহাই হোক না কেন) পর আমি বিএফআইইউ এর কোনো গোপন তথ্য প্রকাশ করিব না।

সাক্ষী:

০১। .....

.....

.....

০২। .....

.....

.....

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

এসএপি নম্বর বা পরিচিতি নম্বর :

ফরম-২

[বিধি ২৯ উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বিএফআইইউ এর গোয়েন্দা প্রতিবেদন

তারিখ :----------

১। সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সত্তার বিস্তারিত বিবরণ

নাম: ----------

ঠিকানা:----------

২। পিতার নাম: ----------

৩। মাতার নাম: ----------

৪। সন্দেজনক ব্যক্তি বা সত্তার সহিত সম্পর্কিত ব্যক্তি বা সত্তার বিস্তারিত বিবরণ: ----------

---

---

৫ বিশ্লেষিত তথ্য বাদলিল (উৎসসহ): ----------

৬। সংশ্লিষ্ট রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা (যদি থাকে):----------

৭। সরকারের সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ বা সংস্থা (যদি থাকে):----------

৮। কেইসটির সংক্ষিপ্তসার: ----------

৯। ভবিষ্যত তদন্তের জন্য ইঙ্গিত: ----------

১০। সহায়ক দলিলাদির তালিকা: ----------

বিএফআইইউ -এর
গোল
সিল

ফরম-৩

[বিধি ২৯ উপ-বিধি (৩) দ্রষ্টব্য]

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক হিসাব অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণের অনুরোধপত্র

তারিখ----------

১। সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সত্তার নাম ----------

ঠিকানা ----------

পিতার নাম: ----------

মাতার নাম: ----------

হিসাব নং: ----------

যে ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/শেয়ার বাজারের মধ্যস্থতাকারী, ইত্যাদিতে রক্ষিত হিসাব অবরুদ্ধ বা স্থগিত করা হইতেছে : ----------

---

মামলার তদন্ত/অনুসন্ধানের অবস্থা : ----------

বর্তমান অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণ আদেশের (যদি থাকে) মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ :-------

অবরুদ্ধকরণ বা স্থগিতকরণের প্রার্থিত সময়কাল : ----------

২। মানিলন্ডারিং (সম্পৃক্ত অপরাধসহ) ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সন্দেহের সুনির্দিষ্ট ও বিস্তারিত কারণ (যদি কেইসটি নিজস্ব উদ্যোগে গৃহীত হয়) :

[দ্রষ্টব্য: চলমান আদেশ মেয়াদোত্তীর্ণের অন্তত ০৭ (সাত) কর্মদিবস পূর্বে অনুরোধপত্র বিএফআইইউ বরাবরে দাখিল করিতে হইবে]

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

ফোন :

তদন্তকারী সংস্থার নাম :

ই-মেইল :

ফরম-৪

[বিধি ২৯ উপ-বিধি (৫) দ্রষ্টব্য]

বিএফআইইউ এর মাধ্যমে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে তথ্য সংগ্রহের অধিযাচনপত্র

তারিখ :----------

১। সন্দেহজনক ব্যক্তি বা সত্তার নাম ----------

ঠিকানা----------

জাতীয় পরিচয়পত্র/পাসপোর্ট/জন্ম নিবন্ধন নম্বর:----------

জন্ম তারিখ:----------

পিতার নাম: ----------

মাতার নাম: ----------

হিসাব নং: ----------

ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান/শেয়ার বাজারের মধ্যস্থতাকারী, ইত্যাদি: ----------

মামলার অনুসন্ধান বা তদন্তের বর্তমান অবস্থা: ----------

যাচিত তথ্যের বিবরণ:----------

২। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন সন্দেহের কারণ (যদি কেইসটি নিজস্ব উদ্যোগে গৃহীত হয়):----------

---

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

ফোন :

তদন্তকারী সংস্থার নাম :

ই-মেইল :

ফরম-৫

[বিধি ৩০ উপ-বিধি (১) দ্রষ্টব্য]

বিদেশি এফআইইউ হইতে তথ্য সংগ্রহের অনুরোধ

1 (a)	Name (surname, given, middle) of the (suspected) person	:	
	Alias(es)	:	
	Sex (m/f)	:	
	Father's name	:	
	Mother's name	:	
	Date of Birth (dd/mm/yyyy)	:	
	Place of Birth	:	
	Nationality	:	
	Address 1	:	
	Address 2	:	
	Phone number(s)	:	
	Passport number and Issuing Jurisdiction	:	
	Other ID number and Issuing Jurisdiction	:	
	Professional Activity	:	
	Relationship to Investigation	:	
	Bank account information (if any)	:	

1 (b)	Name of the suspected entity	:	
	Address 1	:	
	Address 2	:	
	Phone number(s)	:	
	Name and detail information of the beneficial owner(s) of the suspected entity	:	
	Professional Activity	:	
	Relationship to Investigation	:	
	Bank account information (if any)	:	

2. Describe the case under investigation and state the principal violation(s).

3. Describe the link with the country of the disclosing FIU.

4. What information do you need from the disclosing FIU?

5. How and for what purpose(s) will the information requested be used?

6. Are there ongoing formal investigations or judicial proceedings?

7. Do you anticipate asset forfeiture or securement in this case?

8. State the amount and type, or nature, of assets involved in this case.

9. What other agencies or countries are involved in this investigation?

Note: Attach additional sheets as necessary

ফরম-৬

[বিধি ৩১ দ্রষ্টব্য]

অনুসন্ধান, তদন্ত ও মামলার কার্যক্রম বিএফআইইউকে অবহিতকরণ

ফরম-৬	সন্দেহভাজন ব্যক্তি বা সত্তার নাম এবং ঠিকানা	সন্দেহজনক অপরাধ বা সম্পৃক্ত অপরাধ	বিএফআইইউ বা অন্য কোনো সংস্থায় প্রেরণের সূত্র নং ও তারিখ	গৃহীত ব্যবস্থা	বর্তমান অবস্থা	প্রয়োজনীয় সহায়তার ধরন/মন্তব্য

স্বাক্ষর :

নাম :

পদবি :

অনুসন্ধানকারী/তদন্তকারী সংস্থার নাম :

ফোন/ফ্যাক্স :

ইমেইল :

প্রাথমিক যোগাযোগ কর্মকর্তা :

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

মোঃ আসাদুল ইসলাম

সচিব

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd

CASH TRANSACTION REPORT (CTR)

1. Entity ID	Bangladesh Krishi Bank	* 2. Entity Branch Code	
3. Reporting Month		4. Submission Date	

5. Reporting Person :

* (i) First Name		Middle Name		* Last Name	
(ii) Father's Name	Mobile No-				
(iii) Mother's Name					
(iv) Role see Annexure A, Sl. 04		(v) Nationality			

6. Account Details :

* (i) Account Type (Pl see Annexure A, Sl. 03)	
* (ii)Account Title	
* (iii) A/C Number	
(iv)Account Status (Please mark √)	(a) Active (b) Blocked (c) Closed (d) Dormant (e) Freeze (f) Inactive
(v) A/C opened on	
(vi) SWIFT Code	
* (vii) Currency Code (see Annexure A, Sl. 09)	
(viii) Beneficiary-if any (For company /corporate A/C)	

7. For Company/Business Entity only :

(i) Tax identification Number	
(ii) Vat Registration Number	
(iii) Company Registration Number	
(iv) Company Registration Date	

8. Location :

(i) Type (Pl see Annexure-A, Sl.06)					
(ii) Address					
(ii) City		(iv) Division		(v) Zip (Post code)	
(vi) Country					

9. Indicator :

To be used for STR reporting only (Pl see the Annexure-A, Sl. no. 10)

10. Account Holders Details :

(i) Role (Pl see the Annexure-A, Sl. no. 07)					
* (ii) First Name		Middle Name		* Last Name	
* *(iii) Occupation* Annexure-A, Sl. no. 11				*(iv) Gender*	*Male/Female*
(v) Father's Name					
(vi) Mother's Name					
(vii) Spouse Name					
* *(viii) Date of Birth*	/ /	*(dd/mm/yyyy)*			
(ix) Place of Birth		(x) Birth Reg. Number		* (xi) Nationality	

(xii) Identification :

	* Type (At least one)	* Number	Issue date	Expiry date	Issued by	* Issue Country
1.	Business Identification					
2.	Driving License					
3.	Employees ID					
4.	National ID					
5.	Others					
6.	Passport					
7.	Tax Identification No (TIN)					
8.	Unknown					

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ (*)তারকা চিহ্নিত ঘর এর তথ্যাদি আবশ্যিকভাবে পূরণ করতে হবে।

(xiii) Address :

* Type	* Address	* City	Zip (Post code)	Division	* Country
Business					
Permanent Address					
Present Address					
Others					
Registered					
Unknown					
Email (if any)					

(xiv) Phone :

* Communication Type	* Contact type (See Annexure-A, Sl no. 06)	Country prefix Type	* Number
Fax			
Land Phone			
Mobile			
Others			

(xv) Employer :

Employer's Name (if any)					
Address (if any)					
* Type	* Address	* City	Zip	Division	Country
Business					
Permanent Address					
Present Address					
Others					
Land Phone/ Mobile					
Email (if any)					

(xii) Decreased	No / Yes (if yes pl. mention date of death)

11. Transaction Details :

*** (i) Transaction No.**

(ii) Sl no	(iii) *Posting Date	* (iv) Amount	* (v) Tr. Type (see Annex-A Sl. 8)	* (vi) Fund Type (see Annex -A Sl. 1)
	/ /			

Transaction Type Comment:

Teller: Authorized by:

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ (*)তারকা চিহ্নিত ঘর এর তথ্যাদি আবশ্যিকভাবে পূরণ করতে হবে।

12. For Corporate Account/Entity only :

(i) Commercial Name	
(ii) Incorporation Legal form (Pl see Annex A, Sl no 05)	
(iii) Incorporation Number	
(iv) Incorporation Date	

(v) Incorporation Division		(vi) Incorporation Division	

Person.

*** (vii) Directors Name :**

	First Name		Middle Name		Last Name		
* (viii) Role (Pl see Annexure -A, Sl. no.04)							

* *(ix) Occupation*		*(x) Gender*	*Male/Female*
(xi) Father's Name			
(xii) Mother's Name			
(xiii) Spouse Name			
* *(xiv) Date of Birth*	/ /	*(dd/mm/yyyy)*	
(xv) Place of birth		(xvi) Birth Reg. Number	* (xvii) Nationality

(xviii) Identification:

	*Type	* Number	Issue Date	Expiry Date	Issued By	* Issue Country
1.	Business Identification					
2.	Driving License					
3.	Employee ID					
4.	National ID					
5.	Others					
6.	Passport					
7.	Tax ID					
8.						

(xix) Address :

* Type	* Address	* City	Zip	Division
Business				
Permanent Address				
Present Address				
Others				
Registered				
Unknown				
Email (if any)				

(xx) Phone

* Communication Type	Contact type (Pl see Annexure -A, Sl. no. 07)	Country prefix Type	* Number
Fax			
Land Phone			
Mobile			
Others			

(xxi) Employer :

Employer's Name (if any)				
Address (if any)				
* Type	* Address	* City	Zip	Division
Business				
Permanent Address				
Present Address				
Others				
Land Phone/Mobile				
Email (if any)				

(xxii) Decreased	No / Yes (if yes pl. mention date of death)

The Transactions mentioned above at column no 11(eleven) appear not to be suspicious.

Second Officer (BAMLCO) **Manager**

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ (*)তারকা চিহ্নিত ঘর এর তথ্যাদি আবশ্যিকভাবে পূরণ করতে হবে।

ফরম পূরনের তথ্যাদি

Annexure -'A'

Sl. 01. Funds type 11(vi)

Value	Description
A	Deposit
W	Withdrawal
C	Currency Exchange
H	Cheque
B	Bank Draft
T	Telegraphic Transfer
K	Cash
M	Money Transfer
P	Transfer Payment
R	Transfer Receive
O	Others

Sl 02. Transaction Item Status

Sl 03. Account Type : 6(i)

Convertible Taka Account
Credit Card Account
Current Account (Taka)
ERQ
Fixed Deposit (Taka)
Loan/Advanced/Investment
Marginal Account (Taka)
NFCD
Non-Convertible Taka Account
Non-Resident Investor's Taka
Account(NITA)
Non- Resident Taka Account(NRTA)
Others
Private Foreign Currency Account
RFCD
Savings Account(Taka)
Saving Scheme
SND Account(Taka)

Sl. No. 04 Role - 12(viii)

1. Account/Accounts Officer
2. Authorized Officer
3. Chairman/President
4. Chief Executive Officer
5. Chief Financial Officer
6. Company Secretary

Sl. 05. Entity Legal Form Type 12(ii)12

Description
Public Limited
Private Limited
Proprietorship
Partnership
Ownership
Government
Semi Government
Autonomous
Private
Others

Sl 06. Contract Type : 8(i), 10(xiv)

Sl. No. 07. Role- 10(i)

1. Account Holder
2. Non Account Holder Signatory
3. Others
4. Primary Account Holder

Sl 08. Transaction Type 11(iv)

In-Branch/Office
ATM
Online Transaction-Local Currency
Online Transaction-Foreign Currency
Clearing
Other

SL 09. Currencies - Enumeration

AED	United Arab Emirates Dirham	CAD	Canadian Dollar	JPY	Yen
AFA	Afghani	CHF	Swiss Franc	LKR	Sri Lankan Rupee
ARA	Austral	CNY	Yuan Renminbi	OMR	Omani Rial
ARP	Argentinean Peso	EUR	Euro	PHP	Philippines Peso
ARS	Argentinean Nuevo Peso	GBP	Pound Sterling (United Kingdom Pound)	PKR	Pakistani Rupee
ARP	Argentinean Peso	HKD	Hong Kong Dollar	RUB	Russian Federation Rouble (formerly RUR)
BDT	Taka	INR	Indian Rupee	SAR	Saudi Riyal
BHD	Bahraini Dinar	IQD	Iraqi Dinar	USD	United States Dollar
BND	Brunei Dollar	IRR	Iranian Rial		
BRL	Real	ITL	Italian Lira (no longer in use)		

Sl 10. STR INDICATOR :

1	Customer has an unusual or excessively nervous demeanor.
2	Customer discusses your record-keeping or reporting duties with the apparent intention of avoiding them.
3	Customer threatens an employee in an effort to discourage required record-keeping or reporting.
4	Customer is reluctant to proceed with a transaction after being told it must be recorded.
5	Direct contact is avoided
6	Customer appears to have a hidden agenda or behaves abnormally, such as turning down the chance to obtain a higher interest rate on a large account balance.
7	Customer who is a public official opens account in the name of a family member who begins making large deposits not consistent with the known source of legitimate family income.
8	Customer who is a student uncharacteristically transacts large sums of money.
9	Agent, attorney or financial advisor acts for another person without proper documentation such as a power of attorney
10	A customers who moves every month, particularly if there is nothing in that person's information suggesting that frequent changes in residence is normal, could be suspicious.
11	Address is far from your institution, especially if there is no special reason the business is given. Aren't there institutions closer to home that could provide the service
12	Customer furnishes unusual or suspicious identification documents and is unwilling to provide personal data.
13	Customer is unwilling to provide personal background information when opening an account.
14	Customer's permanent address is outside the FI's service area.
15	Customer asks many questions about how the financial institution disseminates information about the identification of a customer.
16	A business customer is reluctant to reveal details about the business activities or to provide financial statements or documents about a related business entity.
17	Customer opens several accounts in or more names, then makes several cash deposits under the reporting threshold.
18	Customer conducts large cash transactions at different branches on the same day, or orchestrates persons to do so in his/her behalf.
19	Corporate account has deposits and withdrawals primarily in cash than cheques.
20	Customer deposits large numbers of consecutively numbered money orders or round figure amounts.
21	Customer deposits cheques and/or money orders that are not consistent with the intent of the account or nature of business.
22	Funds out of the accounts are not consistent with normal business or personal items of the account holder.
23	Funds deposited are moved quickly out of the account via payment methods inconsistent with the established purpose of the account.
24	A customer's financial statement makes representations that do not confirm to accounting principles.
25	Customer suddenly pays off a large problem loan with no plausible explanation of source of funds.
26	Customer purchases certificates of deposit and uses them as collateral for a loan.
27	Business customer presents financial statements noticeably different from those of similar businesses.
28	Large business presents financial statements that are not prepared by an accountant.
29	Employee exaggerates the credentials, background or financial ability and resources of a customer in written reports the FI requires.
30	Employee frequently is involved in unresolved exceptions or recurring exceptions on exception reports.
31	Employee lives a lavish lifestyle that could not be supported by his/her salary
32	Employee frequently overrides internal controls or established approval authority or circumvent policy.
33	A DPS (or whatever) calling for the periodic payments in large amounts.
34	Lack of concern for significant tax or other penalties assessed when cancelling a deposit.

Sl 11. Occupation List :

Annexure - 'A'

Value	Description			
ARC	Architect			Description
BAN	Banker		SEA	Service (Abroad)
ADV	Business (Advertising)		SIT	Service (IT Sector)
AGN	Business (Agency)		SAR	Service (Airlines)
CDL	Business (Car dealer, Car Repair, Car Finance)		SOT	Service (Others)
CLF	Business (Clearing and forwading)		SPH	Service (Pharmaceuticals)
CAG	Business (Commission Agent)		SOE	Service - State Owned Enterprise (managerial)
COS	Business (Courier Service)		SEN	Service - State Owned Enterprise (non -managerial)
DLS	Business (Dealership)		STD	Student
EXI	Busine ss (Export & Import)		TCH	Teacher
EXS	Business (Export Sector)			
GAR	Business (Garments / Buying House)			
ITS	Business (IT Sector)			
IMS	Business (Import Sector)			
IDN	Business (Indenting)			
IBH	Business (Indenting/Buying/Home/Imp/Exp/Agency)			
JGA	Business (Jewelry/ Gems/ Art/ Antique)			
MAN	Business (Manufacturing)			
MCN	Business (Money Changer)			
MUS	Business (Music)			
OLB	Business (Other Local Business)			
CNG	Business (Petrol Pump/CNG Station)			
REC	Business (Real Estate/ Const ruction)			
SUP	Business (Supply)			
TGU	Business (Tour Guide)			
TRR	Business (Trading, Retail)			
TRP	Business (Transportation)			
TAG	Business (Travel Agency / Air Ticketing)			
TOG	Business (Travel Agency/Tour Guide/Transportation)			
HRB	Busi ness (hotel/restaurant/bar)			
PMT	Business (pharmaceuticals)			
SBD	Business (stock broker/ Dealer)			
CAC	Chartered Accountant			
DSC	Defense Service (Commissioned Officer)			
DSN	Defense Service (Non -Commissioned)			
DPR	Director Private Limited Company			
DPL	Director Public Limited Company			
DCT	Doctor			
ENG	Engineer			
FRM	Farmer			
GNO	Government Service - Non-Officer			
GSO	Government Service - Officer			
HWF	Housewife			
JNL	Journalist			
JDR	Judiciary			
LLD	Land Lord			
LWY	Lawyear			
OTH	Others			
FLA	Pilot / Flight Attendant			
PLY	Player			
PCT	Police, Customs, Tax			
PSM	Private Service (Managerial)			
PSN	Private Service (non -managerial)			
PRF	Professor			
RIN	Retired individual			
DEP	Self employed profession al			

STD	Student
TCH	Teacher

goAML software ব্যবহারের মাধ্যমে নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) এবং
সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) অন-লাইনে সংগ্রহ এবং বিশেষ কার্যক্রম

বাংলাদেশ মানিলন্ডারিং সম্পর্কিত আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান APG (Asia Pacific Group) এর প্রতিষ্ঠাকালীন সদস্য। সম্প্রতি বাংলাদেশ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের FIU (Financial Intelligence Unit) এর সমন্বয়ে গঠিত আর্ন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান Egmont Group এর সদস্য পদ লাভ করায় সদস্য দেশসমূহের FIU এর সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান, যোগাযোগের উন্নত/আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সমৃদ্ধিকরণ এবং আর্ন্তজাতিকভাবে উদ্ভূত AML (Anti-Money Laundering) ও CFT (Combating the Financing of Terrorism) ইস্যু সমাধানের পথ উন্মুক্ত হয়েছে। এ অবস্থায় সদস্য দেশসমূহের সাথে পরস্পর তথ্য আদান প্রদানসহ অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নিরাপদ তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ কার্যক্রম সম্পাদনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক go AML (Global Anti Money Laundering) software ব্যবহার ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। goAML সফটওয়্যার UNODC (United Nations Office of Drugs & Crime) এর Information Technology Service কর্তৃক উন্নয়নকৃত। মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রমের বাস্তবায়নের আওতায় দশ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব নগদ টাকার লেনদেন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের নিমিত্তে শাখা থেকে প্রতিমাসে নিয়মিত নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করা হচ্ছে। সম্প্রতি বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট, বাংলাদেশ ব্যাংক প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক ব্যাংকসমূহের নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) এবং সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্ট (STR) অন-লাইনে সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক UNODC হতে সংগৃহীত উক্ত সফটওয়্যারটি Implementation এর চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। এ বিষয়ে যাবতীয় নির্দেশনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রধান কার্যালয়ের অপারেশন পর্যায়ের (CCC, IT Division) কর্মকর্তাগণ কাজ করে যাচ্ছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্দেশনা অনুযায়ী নভেম্বর-২০১৩ মাসের মধ্যে goAML সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে নগদ লেনদেন প্রতিবেদনের Test data এবং জানুয়ারী-২০১৪ হতে Live data দাখিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে Online reporting এর জন্য CTR STR এর নতুন ছক (পরিশিষ্ট-ক) প্রনয়ণপূর্বক মাঠ পর্যায়ের সকল শাখা/কার্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত প্রধান কার্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরিপালন ইউনিট (CCC) কর্তৃক শাখা হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে goAML সফটওয়্যার ব্যবহারের মাধ্যমে Online এ নগদ লেনদেন রিপোর্ট (CTR) এর data নতুন ছকের পাশাপাশি পুরাতন ফরম/ছকেও (soft copy) বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করার নির্দেশনা রয়েছে।

CTR ফরম ও ফরম পূরণের নির্দেশনা

CASH TRANSACTION REPORT (CTR)

1. Entity ID	Bangladesh Krishi Bank	* 2. Entity Branch Code	বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিসংখ্যান বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত শাখার SBS কোড নম্বর লিখতে হবে।
3. Reporting Month	যে মাসের রিপোর্ট করা হয়েছে তা অর্থাৎ নভেম্বর , ২০১৩ মাসের রিপোর্ট এর ক্ষেত্রে লিখতে হবে 11/2013.	4. Submission Date	এ ঘরে কোন তথ্য লিখার প্রয়োজন নেই। (Online reporting বিধায়)

5. Reporting Person :

* (i) First Name		Middle Name		* Last Name	

শাখার রিপোর্টকারী কর্মকর্তার নাম Tahmid Bin Mahfuz হলে উপরের ঘরটি এভাবে পূরণ করতে হবে।

(ii) Father's Name	রিপোর্টকারী কর্মকর্তার পিতার নাম।
(iii) Mother's Name	রিপোর্টকারী কর্মকর্তার মাতার নাম।

(iv) Role	রিপোর্টকারী কর্মকর্তার পদ (Annexure A, sl. no 04 তালিকায় বর্ণনা মোতাবেক)	(v) Nationality	Bangladeshi

6. Account Details :

* (i) Account Type (Please Annexure A, sl. 03)	Annexure A, sl. 03 এ উল্লেখিত প্রযোজ্যানুযায়ী Account Type লিখতে হবে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় চলতি হিসাবের ক্ষেত্রে Current Account (Taka), সঞ্চয়ী হিসাবের ক্ষেত্রে Savings Account (Taka) ইত্যাদি লিখতে হবে।
* (ii)Account Title	হিসাব খোলার ফরম ও লেজারে হিসাবের নাম যে ভাবে লিখা হয়েছে তা হুবহু লিখতে হবে। যেমন প্রতিষ্ঠানের নামে একাউন্ট হলে প্রতিষ্ঠানের নাম বা ব্যক্তির নামে হলে ব্যক্তির নাম।
* (iii) A/C Number	হিসাব নম্বর লিখতে হবে। ১৩ ডিজিট/ম্যানুয়েল শাখা হলে বিকেবিএর শাখার কোড-নম্বর (যেমন-শ্যামলী শাখা ৪১০৪-হিসাব নং)
(iv)Account Status (Please mark √)	(a) Active (b) Blocked (c) Closed (d) Dormant (e) Freeze (f) Inactive
(v) A/C opened on	হিসাব খোলার তারিখ
(vi) SWIFT Code	শাখার জন্য প্রযোজ্য নয়।
* (vii) Currency Code	Annexure A, sl.09 দেখুন। বাংলাদেশী Currency হলে Taka , United States Dollar হলে USD লিখতে হবে।
(viii) Beneficiary-if any (For company /corporate A/C)	কোম্পানী/ট্রাস্ট/সমিতি/যে কোন প্রতিষ্ঠানের হিসাবের ক্ষেত্রে Beneficiary থাকতে পারে। যদি থাকে সে ক্ষেত্রে Beneficiary এর নাম লিখতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে Beneficiary এর নাম লিখলে Beneficiary এর ব্যক্তিগত তথ্য অত্র ফরমের ক্রমিক নং ১০ অনুযায়ী 10(i) থেকে 10(xi) ক্রমিকে উল্লেখিত তথ্য সন্নিবেশ করতে হবে।

7. For Company/Business Entity only :

(i) Tax Identification Number	Company/Business Entity ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
(ii) Vat Registration Number	Company/Business Entity ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
(iii) Company Registration Number	Company/Business Entity ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।
(iv) Company Registration Date	Company/Business Entity ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

8. Location :

(i) *Type (Pl see Annexure-A, Sl.06)	Annexure A, sl. 06 এ উল্লেখিত প্রযোজ্যানুযায়ী Contract Type লিখতে হবে। ঠিকানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। উদাহরণ ঃ ব্যবসায়িক ঠিকানা উল্লেখ করা হলে Business, বর্তমান ঠিকানার ক্ষেত্রে Present লিখতে হবে।				
(ii) * Address	ব্যবসা প্রতিষ্ঠান/বাড়ীর অবস্থানের বর্ণনা।				
(ii) * City	শহর/জেলার নাম	(iv) Division		(v) * Zip	পোষ্ট অফিস এর নাম ও কোড নং উল্লেখ করতে হবে
(vi) Country	Bangladesh				

9. Indicator :

To be used for STR reporting only (Pl see the Annexure-A, Sl no. 10) শুধু মাত্র অস্বাভাবিক/সন্দেহজনক লেনদেন রিপোর্টিং ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

10. Account Holders Details :

(i) Role (Pl see the Annexure-A, Sl no. 07)	Annexure-A এর ক্রমিক নং 07 এ বর্ণনা অনুযায়ী । Accound Holder হলে Accound Holder, Non Account Holder Signatory হলে Non Account Holder Signatory লিখতে হবে।

* (ii) First Name	Abdullah	Middle Name	Al	* Last Name	Mahfuz

হিসাবধারীর নাম Abdullah Al Mahfuz হলে

* *(iii) Occupation*	Annexure-A এর ক্রমি ক নং ১১ তালিকা দেখুন।	*(iv) Gender* (Please mark √)	*Male/Female*

(v) Father's Name	হিসাবধারীর পিতার নাম।
(vi) Mother's Name	হিসাবধারীর মাতার নাম
(vii) Spouse Name	হিসাবধারী মহিলা হলে স্বামীর নাম এবং পুরুষ হলে স্ত্রীর নাম লিখতে হবে।

* *(viii) Date of Birth*	/ /	*(dd/mm/yyyy)*			
(ix) Place of Birth	জন্ম স্থান	(x) Birth Reg. Number	জন্ম নিবন্ধ নং যদি থাকে	* (xi) Nationality	Bangladeshi

*** Mark** ঘর আবশ্যিকভাবে পূরণ করতে হবে **(The field marked * is mandatory)**

(xii) Identification : ব্যক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট নাম্বার, জন্ম নিবন্ধন নাম্বার, টিন নাম্বার এর অন্তত একটির তথ্য অবশ্যই দিতে হবে।

	* Type (At least one)	* Number	Issue Date	Expiry Date	Issued by	* Issue Country
1.	Business Identification	৪, ৫ ও ৬ এই তিনটি ক্রমিকের যে কোন একটি অবশ্যই এ ছক মোতাবেক তথ্য দিতে হবে।				
2.	Driving License					
3.	Employees ID					
4.	National ID					
5.	Birth Reg. Number					
6.	Passport					
7.	Tex Identification No (TIN)					
8.	Others					

(xiii) Address :

* Type	* Address	* City	Zip	Division	* Country
Business	Type অনুযায়ী হিসাবধারীর ঠিকানা ছক মোতাবেক লিখতে হবে। তারকা চিহ্নিত তথ্য অবশ্যিকভাবে উল্লেখ করতে হবে।				
Permanent Address					
Present Address					
Others					
Registered					
Unknown					
Email (if any)					

(xiv) Phone :

* Communication Type	* Contact Type	Country prefix Type	* Number
Fax	Communication Type অনুযায়ী হিসাব ধারীর তথ্য এ ছকে লিখতে হবে। Pl see the Annexure-A, Sl no. 06)		
Land Phone			
Mobile			
Others			

(xv) Employer :

Employer's Name (if any)	হিসাবধারী চাকুরীজিবী হলে যে প্রতিষ্ঠানে চাকুরী করেন তার ঠিকানা ও সংশ্লিষ্ট তথ্য এ ঘরে লিখতে হবে।
Address (if any)	

* Type	* Address	* City	Zip	Division	Country
Business	তারকা চিহ্নিত তথ্য আবশ্যিকভাবে উল্লেখ্য				
Permanent Address					
Present Address					
Others					
Land Phone/Mobile					
Email no (if any)					

(xvi) Deceased	No/Yes (if yes pl. mention date of death)

11. Transaction Details :

*** (i) Transaction No.**

(ii) Sl No	(iii) *Posting Date	* (iv) Amount	* (v) Tr. Type (Sl.08 of see Annex-A)	(vi) *Fund Type (see Annex -A, Sl. 1)
	/ /			

11(ii) এ শাখার লেনদেন নম্বর উল্লেখ করতে হবে। 11(iii) এ লেনদেনের তারিখ, 11(iv) এ লেনদেনের পরিমান (অংকে), 11(v) এ লেনদেনের Type Anne-A Sl.13 এবং 11(vi) এ Annex -A, Sl. 9 অনুযায়ী প্রযোজ্য তথ্যটি লিখতে হবে।

Transaction Type Comment: যদি কোন মন্তব্য থাকে

Teller:
Posting এর দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম
স্বাক্ষর (নাম ও পদবীসহ)

Authorized by:
Passing officer এর নাম

*** Mark ঘর অবশ্যিকভাবে পূরণ করতে হবে (The field marked * is mandatory)**

12. For Corporate Account/Entity only :

(i) Commercial Name	প্রতিষ্ঠানের/কোম্পানীর নাম
(ii) Incorporation Legal form (Pl see Annex A, sl no 05)	Annex A, sl no 05 তালিকায় উল্লেখিত প্রযোজ্য তথ্য লিখতে হবে।
(iii) Incorporation Number	প্রতিষ্ঠানের/কোম্পানীর নিবন্ধন নং
(iv) Incorporation Date	নিবন্ধনের তারিখ
(v) Incorporation Division	যেখান থেকে নিবন্ধিত

13. Person :

* (i) Directors Name : কোম্পানীর হিসাবে ক্ষেত্রে Directors দের তথ্য আবশ্যিকভাবে প্রদান করতে হবে। (ক্রমিক 10(i) থেকে 10(xvi) এ বর্নিত নিয়ম অনুসরণ করুন)

	First Name		Middle Name		Last Name	

* (ii) Role (Pl see Annexure -A, sl. no.04)	
* *(iii) Occupation*	*(iv) Gender* *Male/Female*
(v) Father's Name	
(vi) Mother's Name	
(vii) Spouse Name	
* *(viii) Date of Birth* / / *(dd/mm/yyyy)*	
(ix) Place of Birth	(x) Birth Reg. Number / * (xi) Nationality

(xii) Identification :

	* Type(At least one)	* Number	Issue Date	Expiry Date	Issued By	* Issue Country
1.	Business Identification					
2.	Driving License					
3.	Employees ID					
4.	National ID					
5.	Others					
6.	Passport					
7.	Tax ID					
8.	Unknown					

(xiii) Address :

* Type	* Address	* City	Zip	Division
Business				
Permanent Address				
Present Address				
Others				
Registered				
Unknown				
Email (if any)				

(xiv) Phone :

* Communication Type	Contact Type	Country prefix Type	* Number
Fax			
Land Phone			
Mobile			
Others			

(xv) Employer :

Employer's Name (if any)				
Address (if any)				
* Type	* Address	* City	Zip	Division
Business				
Permanent Address				
Present Address				
Others				
Land Phone/ Mobile				
Email (if any)				

(xvi) Deceased	No / Yes (if yes pl. mention date of death)

*** Mark ঘর আবশ্যিকভাবে পূরণ করতে হবে (The field marked * is mandatory)**

SUSPICIOUS TRANSACTION REPORT (STR) FORM

A. Reporting Institution :

1. Name of the Bank:
2. Name of the Branch:

B. Details of Report :

1. Date of sending report:
2. Is this the addition of an earlier report? Yes ☐ No ☐
3. If yes, mention the date of previous report

C. Suspect Account Details :

1. Account Number:
2. Name of the account:
3. Nature of the account:
   (Current/savings/FDR/loan/other, pls. specify)
4. Nature of ownership:
   (Individual/proprietorship/partnership/company/other, pls. specify)
5. Date of Opening/Transaction:
6. Address:

D. Account holder details :

1
1. Name Of The Account Holder:
2. Address:
3. Profession:
4. Nationality:
5. Other Account(S) Number (If Any):
6. Other Business:
7. Father's Name:
8. Mother's Name:
9. Date Of Birth:
10. Place Of Birth:
11. Passport No.
12. Pational Identification No.
13. Birth Registration No.
14. Tin:

2.
1. Name Of The Account Holder:
2. Relation With The Account Holder Mention In Sl. No. D1
3. Address:
4. Profession:
5. Nationality:

6. Other Account(S) Number (If Any) :
7. Other Business :
8. Father's Name :
9. Mother's Name :
10. Date of Birth :
11. Place of Birth :
12. Passport No.
13. National Identification No.
14. Birth Registration No.
15. Tin :

E. Introducer Details :

1. Name of Introducer :
2. Account Number :
3. Relation with Account Holder :
4. Address :
5. Date of Opening :
6. Whether Introducer is Maintaining Good Relation with Bank

F. Reasons for Considering The Transaction(S) As Suspicious?

A. ☐ Identity of Clients
B. ☐ Activity in Account
C. ☐ Background of Client
D. ☐ Multiple Accounts
E. ☐ Nature of Transaction
F. ☐ Value of Transaction
G. ☐ Other Reason (Pls. Specify)

(Mention Summery Of Suspicion And Consequence Of Events)
[To Be Filled By The Bamlco]

G. Suspicious Activity Information

Summary Characterization of Suspicious Activity:

a. ☐ corruption and bribery
b. ☐ counterfeiting currency
c. ☐ Counter feiting
k. ☐ murder, grievous physical injury
I. ☐ trafficking of women and children
m. ☐ black marketing
u. ☐ terrorism or financing in terrorist activities
v. ☐ adulteration or the manufacture of goods through infringement of little
w. ☐ offernces relating to the environment

d. ☐ deeds and documents extortion

e. ☐ fraud

f. ☐ forgery

g. ☐ illegal trade of fireamrs

h. ☐ illegal trade in narcoic drugs, psychotropic substances and substances causing intoxication

i. ☐ illegal trade in stolen and other goods

j. ☐ kidnapping, illegal restrain and hostage taking

n. ☐ smuggling of domestic and foreign currency

o. ☐ Theft of robbery or dacoity or piracy or hijacking of aircraft

p. ☐ human trafficking

q. ☐ dowry

r. ☐ smuggling and officers related to customs and excise duties

s. ☐ tax related offences

t. ☐ infringement of intellectual property rights

x. ☐ sexual exploitation

y. ☐ insider trading and market manipulation

z. ☐ organized crime, and participation in organized Criminal groups

aa. ☐ racketeering

bb. ☐ Other(Please specify) _____

H. Transaction/Attempted Transaction Details :

Sl. no	Date	Amount	Type*

*Cash/Transfer/Clearing/TT/etc.
Add paper if necessary

I. Counter Part's Details (Where Applicable)

Sl. no.	Date	Bank	Branch	Account no.	Amount

J. Has the suspicious transaction/activity had a material impact on or otherwise affected the financial soundness of the bank? Yes ☐ No ☐

K. Has the bank taken any action in this context? If yes, give details.

L. Documents to be enclosed

1. Account opening form along with submitted documents
2. KYC Profile, Transaction Profile
3. Account statement for last one year
4. Supporting Voucher/correspondence mention in sl. no. H
5. Others

Signature :
(CAMLCO or authorized officer of CCC)
Name :
Designation :
Phone :
Date :

মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়ন
প্রতিরোধে ব্যবহার যোগ্য পোস্টারের নমুনাঃ

সম্মানিত গ্রাহক,

** মানিলন্ডারিং হচ্ছে সম্পৃক্ত অপরাধমূলক কার্যক্রম হতে প্রাপ্ত অর্থ বা সম্পদের উৎস গোপন বা আড়াল করা এবং এরূপ অর্থ বৈধ অর্থ হিসাবে ব্যবহার করা। বৈধ বা অবৈধ পন্থায় বা পরোক্ষভাবে আহরিত বা অর্জিত সম্পদ অবৈধভাবে হস্তান্তর, রূপান্তর, বিদেশে প্রেরণ বা বিদেশ হতে আনয়ন বা উক্ত কাজে সহায়তা করা।

** নিয়মনীতি মেনে ব্যাংকিং কার্যক্রম করুন। মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধে জনমত গড়ে তুলুন।

** আপনার অর্থ অবৈধ পথে লেনদেন বা সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে ব্যবহার করা হচ্ছে কিনা, এ বিষয়ে সতর্ক থাকুন।

** মানিলন্ডারিং এবং জঙ্গি অর্থায়ন সম্বন্ধে জানুন, সচেতন হউন এবং দেশ ও নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

** আপনার ব্যাংক হিসাব সুষ্ঠভাবে পরিচালনার স্বার্থে আপনার সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি ও তথ্য প্রদান করে ব্যাংককে সহযোগিতা করুন এবং নিয়মিত KYC (Know Your Customer) হালনাগাদ করতে আমাদের সহযোগিতা করুন।

** মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়নের অপরাধে সর্বোচ্চ শাস্তি ১২ বছর ও সর্বনিম্ন ৪ বছরের কারাদন্ড।

** আপনার ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে অন্য কারও পক্ষে অর্থ লেনদেন করা বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ লেনদেন থেকে বিরত থাকুন এবং বিভিন্ন আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ব্যাংকারদের সহায়তা করুন।

** আপনার ব্যাংক হিসাব খোলার সময় ঘোষিত সম্ভাব্য লেনদেনের পরিমান Transaction Profile এর সাথে দৈনন্দিন লেনদেন অবশ্যই সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে এবং প্রয়োজনে Transaction Profile (TP) হালনাগাদ সংশোধন করার জন্য আমাদের সহযোগিতা করুন।

** জঙ্গি/সন্ত্রাসে অর্থায়ন সরকারের এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বক্ষণিক নজরদারিতে রয়েছে। তাই এ ধরনের লেনদেন থেকে বিরত থাকুন।

** অচেনা/অজ্ঞাত অথবা অপরিচিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে লেনদেন করতে হলে তার সম্বন্ধে ভালভাবে জেনে নেয়া বাঞ্ছনীয়।

** 'হুন্ডি'কে না বলুন এবং বৈধ চ্যানেলে টাকা প্রেরণের জন্য প্রবাসী আত্মীয়-স্বজনকে উৎসাহিত করুন। মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাস বিরোধী আইনের নির্দেশনা মেনে চলুন। নিরাপদে থাকুন।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক